Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/65	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1899
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Calcutta Christian Tract and Book society 23 Chowringhee Road
Author/ Editor:	Mrs. Molence	Size:	10.5x17.5
		Condition:	Brittle
Title:	Biswas Bijoy (Faith and victory)	Remarks:	Mythological story

বিশ্বাস বিজয়।

FAITH AND VICTORY.

—:o:—

মিসেস্ মলেন্স কর্ত্তৃক বিরচিত।

"পরে স্বর্গ হইতে আমার প্রতি উক্ত এই বাণী শুনিলাম, তুমি লেখ, যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা এখন অবধি ধন্য; আত্মা কহিতেছেন, সত্য তাহাদিগকে আপন২ শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইতে হয়, এবং তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের অনুগামী হয়।" প্রকাশ ১৪; ১৩।"

"তদ্দ্বারা তিনি মৃত হইলেও অদ্যাপি [illegible] কহিতেছেন।" ইব্রী ১১; ৪।

কলিকাতা।

চৌরঙ্গি রোড ২৩ নং হইতে প্রকাশিত।

১৮৯৯।

Calcutta Christan Tract and Book society.
23 Chowringhee, Calcutta.

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পৃষ্ঠা।

সাগরদ্বীপের মেলা। সগর রাজা ও তাঁহার সন্তানগণের উপাখ্যান। অশ্বমেধ। গঙ্গাদেবী। গঙ্গার মাহাত্ম্য। মেলাতে উপদেশকের সুসমাচার প্রচার। সন্তান বিসর্জ্জনের চেষ্টা। মাতা ও পুরোহিত। সন্তানের রক্ষা। মাতার শঙ্কা। তাঁহার পুত্রকে অন্তভাগ প্রদান। পরিবারগণের গৃহে গমন। শিশুর পিতা। সাগরে দ্রব্য প্রদর্শন। ...১—২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চল্লিশ বৎসরান্তে সেই পরিবারের অবস্থা। মহেন্দ্র ও তাঁহার পুত্রগণ। প্রসন্নের সত্যানুসন্ধান। তাঁহার মত। তাঁহার বন্ধু রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহাদের পরস্পর ধর্ম্ম বিষয়ে বাদানুবাদ। প্রকৃতি, অস্থির উপদেশক। আত্মার নিশ্চিত বিষয়ের প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তন। ব্রাহ্মদের পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ। প্রসন্নের বাঙ্গলা বাইবেল গ্রহণ। তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক উহা ভস্মকরণ। তাঁহার পিতামহীর তাঁহাকে সাগরদ্বীপের অন্তভাগ প্রদান। প্রসন্নের পুনর্ব্বিবাহ। কন্যার পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার। ... ২৪—৪৯

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুবাটী বর্ণন। পরিবারের লোক। কামিনী ও তাঁহার শিক্ষা। গৃহকলহ। শিবপূজা। প্রসন্নের বিশ্বাস। কামিনীর সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন। খ্রীষ্টধর্ম্মের সংক্ষেপ বিবরণ। খ্রীষ্টের জীবন চরিত। গৃহকলহ। কলহের কারণ। ... ... ৪৯—৭০

পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রসন্নের পলায়ন। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। তাঁহার কল্পনা। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ। ভ্রাতৃগণের মত। চন্দ্রের তর্ক। প্রসন্নের উত্তর। হিন্দু ধর্ম্ম এবং খাদ্য। হিন্দুধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা। ভ্রাতৃগণের প্রস্থান। কামিনীর নিকট প্রসন্নের সন্ধান কথন। তাঁহার ক্রোধ। আচার্য্যের নামে সমন। বিচার। প্রসন্নের খ্রীষ্টীয়ান হইবার কারণ প্রদর্শন। বিচার নিষ্পত্তি। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ। ... .৭১—১০০

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রসন্নের বাপ্তাইজিত হওনার্থে গমন। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন। তাঁহার দুঃখসূচক চিন্তা। তাঁহাকে সূর্য্যের প্রলোভন প্রদর্শন। তাঁহাকে পিতৃব্য গৃহে আনয়ন। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহাকে কারাগৃহে রক্ষণ। তাঁহার পুনরুদ্ধার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক। তাঁহাকে প্রলোভন বস্তু প্রদান। পরিবারের দুঃখ। তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার। সূর্য্যের কল্পনা। বিষাক্ত শরবৎ। সূর্য্যের অকৃতকার্য্যতা। তাঁহার স্বভাব। তাঁহার প্রতি পিতামহীর সতর্কতা। বৃদ্ধ যাদুকরীর সহিত সূর্য্যের সাক্ষাৎ। তাঁহার সহিত পিতামহীরও সাক্ষাৎ। নিদ্রাকর ঔষধি। প্রসন্নের মৃত্যু লক্ষণ। গঙ্গাতীরের ক্রিয়া। তাঁহার চৈতন্য লাভ। একাকী পরিত্যাগ এবং পলায়ন। ... ... ১০০—১৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রসন্নের বাপ্তাজিত হওন। প্রসন্নের উত্তর। শিক্ষার অবস্থা। আহারের ক্লেশ। বাটীর নিমিত্ত ঔৎসুক্য। আচার্য্য এবং কতিপয় দর্শকের সহিত একদিন সায়ংকালে অবস্থান। সামাজিক কথোপকথন। দেশীয় এবং ইংরাজ

পৃষ্ঠা।

বালিকাদের শিক্ষা। ইংরাজ স্ত্রীর দিবস ক্ষেপণ। ভিন্ন২ জাতির আচার ব্যবহার। খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে জাতিভেদের অভাব। রামদয়ালের বিবাহ। তাঁহার স্ত্রীমনোনয়ন। বিবাহ ক্রিয়া বর্ণন। ইংরাজদিগের বিবাহ। কন্যার বয়স। বিবাহের ভোজ। ... ... ১৪৫—১৮৫

সপ্তম অধ্যায়।

সূর্য্যের উন্মত্ততা, এবং রোধ। পিতামহীর বিশ্বাসোৎপত্তি। সূর্য্যের শোচনীয় মৃত্যু। তাঁহার শ্রাদ্ধের পর মহেন্দ্রের কাশী গমন। নবকে তাঁহার পত্র লিখন। বাটীর শান্তি। হিন্দু বিধবার জীবন। নিস্তারিণী এবং কামিনী। তাঁহাদিগের কথোপকথন। গোপালের উপনয়ন। ...১৮৫—২০২

অষ্টম অধ্যায়।

প্রসন্নের সহিত পিতামহীর সাক্ষাৎ। তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন। প্রেয়সি। পিতামহীর অসুস্থতা। কামিনীর তাঁহাকে শুশ্রূষা করণ। সুসমাচারে পিতামহীর বিশ্বাস। কামিনীকে প্রসন্নদত্ত খ্রীষ্টানী পুস্তক প্রদান। কামিনীর অন্তভাগ অধ্যয়ন। পিতামহীর অন্তিমকাল। তাঁহার অন্তিমকালীন স্বীকার। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি। কামিনীর তৎসমুদায় বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত নবকে জিজ্ঞাসা। সৌদামিনীর প্রতি তাঁহার আসক্তি। নবের সহিত পুনরায় কথোপকথন। হেমলতার বিবাহ দিবার চেষ্টা, সেই চেষ্টায় নিষ্ফলতা। নবের আত্ম বিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতাচরণ। প্রসন্নের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। পতির সহিত কামিনীর মিলিত হইবার প্রতিজ্ঞা। ... ২০২—২২৯

নবম অধ্যায়।

সৌদামিনীর নিকট কামিনীর আত্মাভিপ্রায় প্রকাশ এবং আপনার সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান।

পৃষ্ঠা।
তাঁহাদিগের পলায়নের এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত মিলিত হইবার নিয়ম। দাসীর দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য। প্রসন্নের নিকট পত্র লিখন। কল্পনা সিদ্ধি। তাঁহাদের খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে বাস। তাঁহাদিগের পলায়নে বাটীতে গোলযোগ। সাগরের অন্তভাগ প্রাপ্তি। ... ... ২২৯—২৪০

দশম অধ্যায়।

স্ত্রীদ্বয়ের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি। তাঁহাদের বাপ্তাইজিত হওনের বিশ্রামাহ। খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রকাশ্য উপাসনা। কামিনীর ও সৌদামিনীর বাপ্তিস্ম। বালিকা বিদ্যালয়। বালিকাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের পাঠ প্রদান। তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ। আপনার প্রতি নবের অস্থির-সিদ্ধান্ত। পুনরায় বিবাহে সৌদামিনীর অসম্মতি। সুখময় গৃহ। নবের খ্রীষ্টীয়ানদিগের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের ফল দর্শন। ... ... ২৪০—২৫২

বিশ্বাস-বিজয়।

—:—

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ ইংরাজাধিকৃত হইবার পর, প্রথমে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক এ দেশে আসিয়াছিলেন, অনেক বৎসর হইল, তাঁহাদের মধ্যে এক জন সাগরদ্বীপের বালুকাময় মরুভূমিতে অজ্ঞানান্ধ অসংখ্য পৌত্তলিকদিগের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, অনন্ত জীবনদায়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন। সেই স্থান যার পর নাই মরু হইলেও সহস্র২ লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাহারা বিষম শীতের সময় স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে আসিয়াছে। রমণীগণ ও বালক বালিকারা অনাবৃত নৌকাতে বসিয়া আর্দ্র শীত সমীরণে অপরিসীম ক্লেশ পাইতেছে। অনেকে যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় আনিয়াছিল, তাহা ব্যয় করিয়া অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহার শুশ্রূষা করিতে কেহই নাই, এবং কতক্ষণে উহার শীর্ণ কলেবর হইতে জীবনলেশ বহির্গত হইবে, কতক্ষণে উহার দেহ লইয়া আপনার ক্ষুধাতুর শাবককে আহার দিবে, বন্য শকুনি এই আশয়ে লোলুপ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে পুত্রগণ চিতা সাজাইয়া মাতার মুখাগ্নি করিতে করিতে "জননী ঈদৃশ শুভ দিনে ঈদৃশ পবিত্র তীর্থে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন," এই কথা বলিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কর্কশ শঙ্খধ্বনি, তীর্থাগত স্ত্রীলোকদিগের কলরব ও অসভ্যোচিত বাদ্যের ভীষণ শব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতেছে।

অসংখ্য স্ত্রীলোক একটী কুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরের নিকটবর্ত্তী অপরিষ্কৃত পল্বলের দিকে ধাবমান হইতেছে। উহার গভীরতা দুই হস্তের অধিক নহে। স্ত্রীলোকেরা সেই পঙ্কিল পল্বলে মগ্ন হইয়া কঙ্কর অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড তুলিতেছে, এবং ইহাতে তাহাদের সন্তান লাভ হইবে,এই মনে করিয়া মহামূল্য বস্তুর ন্যায় তৎসমুদায় সঞ্চয় করিতেছে। সত্যই এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে।

সমুদ্রের তীরে নানাবিধ নৌকা লাগান রহিয়াছে। কোন২ নৌকাতে স্ত্রী পুরুষে পঞ্চাশ জনেরও অধিক বাস করিতেছে। সেই বালুকাময় মরুভূমির যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই মনুষ্যমস্তক ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তথায় কয়েক দিনের নিমিত্ত বাঁশ ও চাঁচ প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য নির্ম্মিত ও চিত্র বিচিত্র পতাকায় শোভিত সারি সারি দোকান বসিয়াছে। উহাতে বহুমূল্য পণ্য সামগ্রী দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হয়েন। সেখানে পারস্য দেশীয় বহুমূল্য সার্টিন অবধি এ দেশীয় সামান্য হুঁকা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে যে মেলার বিষয় বর্ণন করিতেছি, উহা তীর্থের বাজার বলিয়া সেখানে যে কিছু ক্রীত হয়, তৎসমুদায়ই মহামূল্য বস্তুস্বরূপে পরিগণিত। যে স্থানে এই মেলা হইয়া থাকে, সেখানে মনুষ্যের বসতি নাই, সকল স্থানই ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর যে কেহ এই স্থানের মেলার কথা শুনিবেন, চমৎকৃত হইবেন। পৌষ মাসের শেষ তিন দিন সেখানে মেলা হয়। এই তিন দিন ব্যতীত সমুদায় বৎসরের মধ্যে দূর-বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও নিবিড় জঙ্গল ব্যতীত তথায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মেলা হিন্দু ইতিহাসের একটী অতি

প্রসিদ্ধ ঘটনা হইতেই এই স্থানে হইয়া থাকে। ফলতঃ হিন্দু মুনিগণের শিক্ষায় বিশ্বাস করিলে, কি ধর্ম্মপুস্তক কি অন্যান্য পুস্তক সমুদায় অপেক্ষা এই ঘটনাটী অধিক প্রাচীন বোধ হয়। সেই ঘটনার নিমিত্তই এই স্থান নির্দ্দিষ্ট সময়ে দর্শন ও সাগরসঙ্গমে স্নান করা হিন্দুরা অতি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন।

রামায়ণে লিখিত আছে; পুরাকালে সগর নামে এক নরপতি ছিলেন। অনুপম কীর্ত্তি, পুণ্য কর্ম্ম, বিশেষতঃ তপস্যা ও ব্রাহ্মণদিগকে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার যশঃ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ত্রিভুবনব্যাপী হইয়াছিল। এই নৃপতি সর্ব্ব সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও পুত্ররত্নে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। যাহা হউক, অবশেষে অতি অদ্ভুত প্রকারে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা এক নির্জ্জন কাননে পুত্রকামনায় মহাদেবের অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উমাপতি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া "তোমার ষাটি সহস্র পুত্র হইবে," বলিয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন। রাজা এই বর পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া শিবের স্তুতিবাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী কিশোরী শীঘ্রই একটী সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রের নাম অসমঞ্জ রাখিলেন। অপর মহিষী সুমতির প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি পুত্র প্রসব না করিয়া একটী কুষ্মাণ্ড প্রসব করিলেন। নরপতি এই উপহসনীয় ব্যাপার দেখিয়া ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও হতাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শিবনিন্দা করিতে করিতে সেই কুষ্মাণ্ড শত খণ্ডে ভগ্ন করিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! তন্মধ্যহইতে সর্ষপাকারে ষাটি হাজার পুত্র বহির্গত হইল। রাজা এই চমৎকার ঘটনা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া এই বহু সংখ্যক পুত্রের আহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি ষাটি সহস্র দুগ্ধ-

পূর্ণ পাত্র আনিয়া আহার দিয়া পুত্রদিগের রোদন শান্তি করিলেন পুত্রেরা দুগ্ধপান করিতে২ প্রকৃত শিশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে পিতা করতালি দিবামাত্র তাহারা হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিত।

তাঁহারা সকলেই আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে এক দিন দেবর্ষি বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ইহাদের কেহই অমর হইবে না; বরং অতি শীঘ্রই কালকবলে পতিত হইবে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই সফল হইল।

সগর রাজা অতি দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তিনি বিখ্যাতনাম ও দেবগণ সন্নিধানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াও তদপেক্ষা মহত্তর সম্মানের নিমিত্ত ক্ষোভ করিতেন। ফলতঃ তিনি পরাক্রমে কি গৌরবে, সন্তানে কি সাধারণ জনলোভনীয় সমুদায় সুখে অধিকাংশ লোককে ইতিপূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার কেবল একটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই। দেবমধ্যে পরিগণিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই মহত্তর সম্মান লাভের এক মাত্র উপায় আছে। এক একটী করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই উহা লাভ হইতে পারে। সগর রাজা তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইন্দ্র মানবদিগের যাগযজ্ঞে সন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপন স্বত্বের প্রতি অতি সতর্ক থাকেন। যাহাতে আপনাকে দেবরাজ নাম হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে, তিনি কোন মনুষ্যকেই তাদৃশ ক্ষমতা লাভ করিতে দেন না। এই নিমিত্তে সর্ব্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতেন। সুতরাং কেহই যে এ পর্য্যন্ত উহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, আমরা সহজেই তাহা অনুভব করিতে পারি। এই গুরুতর যজ্ঞের নিয়মানুসারে বলিদানের পূর্ব্ব রাত্রিতে এক

নির্জ্জন স্থানে বলির অশ্ব বন্ধন করিতে হয়; এবং কি দৃশ্য কি অদৃশ্য, কোন শত্রুতে উহাকে যেন আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য সতর্কভাবে রক্ষা করিতে হয়। ইন্দ্রের চরগণ যে শেষোক্ত শত্রুর মধ্যেই থাকিতেন, ইহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, উহাদের অলৌকিক শক্তি ও অত্যন্ত সতর্কভাব থাকিলেও সগর রাজা একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মন আশাতে পরিপূর্ণ হইল। আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব, এই বিশ্বাস-সম্পন্ন হইয়া শত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। হায়, কি দুঃখের বিষয়! "কল্য এই অশ্ব বলিদান করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইব, কিন্তু পাছে ইহাকে কেহ হরণ করে," রাজা এই ক্লেশকর চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জন বনমধ্যে অশ্বরক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে নিরাশ ও বিস্মিত করিয়া যেন কোন মায়াশক্তিতে সেই অশ্ব অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রই যে সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহই রহিল না। মনোরথ বিফল হওয়াতে রাজা ইন্দ্রকে অনেক শাপ দিলেন ও নিন্দা করিলেন।

সেই ঘোটকটী অবশ্যই অনুসন্ধান করিতে হইবে। উহার পরিবর্ত্তে অন্য ঘোটক দিলে হইবে না। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির করাই কঠিন। যাহা হউক, পরাক্রান্ত নরপাল কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি আপনার ষাটি হাজার পুত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অশ্ব অন্বেষণে নিযুক্ত করিলেন। যুবকেরা উৎসুক চিত্তে পিতৃভক্তিসহকারে অপহৃত অশ্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলেন, জগতের কোন স্থানই অন্বেষণ করিতে অবশিষ্ট রহিল না। সাগর দ্বীপের যে স্থানে কপিল মুনির মন্দির এক্ষণে রহিয়াছে, অবশেষে কোন অদ্ভুত ঘটনাক্রমে সকলে

সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কপিলমুনি একতান মনে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি উহাতে এত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, এই যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। যুবকেরা, চিরান্বেষিত অশ্ব তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে এক বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অতি ভ্রমণে ক্লান্ত, নৈরাশ্যে বিরক্ত ও মুনির অনুমিত কপটভাব ও প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনিই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন, এই স্থির করিয়া মনের সাধে তাঁহাকে যথোচিত প্রহার করিলেন। তৎকালে হিন্দু মুনিবাক্য সেই ষাটি হাজার বলবান যুবকের যষ্টি অপেক্ষাও সমর্থতর ছিল। ঋষি যষ্টি প্রহার জন্য ক্লেশের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হওয়াতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া প্রহর্ত্তাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন। অভিসম্পাত করিবামাত্র তাঁহাদের দেহ সকল ভস্মরাশি ও আত্মা সমুদায় নরকগামী হইল।

নরপতি পুত্রদিগের ঈদৃশ বিষম বিপদের সম্বাদ পাইয়া, পূর্ব্বে অশ্বের নিমিত্তে যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্তেও সেই রূপ ব্যাকুল হইলেন। তিনি মুনি সন্নিধানে পুত্রদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, ক্ষমা ও তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষির নিকট অশ্ব রাখা সাহসশূন্য ইন্দ্রেরই যে ধূর্ত্ততা, তাহা প্রকাশ হইল। এত পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করা হইয়াছিল যে, পাছে অশ্ব আপনার নিকট পাওয়া যায় এবং আপনি তাদৃশ বলবান শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অশ্ব রক্ষা করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ধ্যানপরায়ণ মুনিসমীপে গুপ্তভাবে অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যুবকেরা তথায় অশ্ব অবলোকন পূর্ব্বক ঋষিকে প্রহার করিয়া আপনাদের দুঃসাহসের শাস্তি

পাইবে। রাজার পুত্রশোকজনিত দুঃখ দেখিয়া মুনির হৃদয় করুণার্দ্র হইল। তিনি নরপতিকে পুত্রগণের উদ্ধারের নিমিত্তে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই কার্য্য সাধনের একমাত্র উপায় ছিল। স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক পাতালে লইয়া যাইলেই এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এই কার্য্য সগর বা তাঁহার বংশীয় আর কাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

সগর বংশীয় অনেকেই উহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ভগীরথ বিষ্ণুর সাহায্যে গঙ্গাকে হিমালয়ে আনয়ন করেন। লক্ষ লক্ষ পাপীকে উদ্ধার করিলে, পাছে কেহ তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে আনয়ন করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। "তুমি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কেবল সগরের ষাট সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলেই, আমি তোমাকে পুনরায় স্বর্গে আনয়ন করিব," বিষ্ণু তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর গঙ্গা শান্তভাবে ভগীরথের অনুগমন করিয়া হিমালয়ে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তথা হইতে হরিদ্বার ও অন্যান্য অনেক স্থান অতিক্রম করিলেন। সেই সমুদায় স্থান তাঁহার আগমনে তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইল। আসিবার সময় পথে তাঁহাকে অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি এক গিরিগুহায় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রগজ ঐরাবত পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। আর এক সময়ে শিব বার বৎসর তাঁহাকে আপনার জটার মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইলে মহেশ আপনার জটা চিরিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন।' হরিদ্বারে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রামায়ণে উহার এইরূপ উল্লেখ আছে—

"হরিদ্বারে যেবা নর স্নান দান করে।
তার পুণ্যের সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে॥"

গঙ্গা আসিবার সময় যে সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন সেই সমুদায় স্থানও হিন্দু শাস্ত্র মতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে কতিপয় স্থান তীর্থ বলিয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতা বিখ্যাত। অবশেষে গঙ্গা ষাটি হাজার বৎসর গমনের পর সাগ অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ এতাবৎকাল ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর অন্তরী আসিয়া পাতালে অবতরণপূর্ব্বক সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করিলেন গঙ্গাসলিল স্পর্শমাত্রেই তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইল। ভগীরথ অভী সিদ্ধি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে গঙ্গার স্তব করি লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং "আমি সাগরের সহিত মিলিত হই, তুমি আপনার রাজ্যে গিয়া বহুকাল তাহা ভোগ কর," এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। ভগীরথ তাহাই করিলেন; কিন্তু অনেক কাল গঙ্গার সহবাসে থাকাতে, পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি গঙ্গাকে মাতা বলিয়া ডাকিতেন। অবশেষে আপন পুত্র সৌদাসকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী গঙ্গার নিকট একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপে যাবজ্জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। পরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে গঙ্গার ইতিহাস এই রূপ লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্মমেলার কথা অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যানের অবতারণা যে হইয়াছে, পাঠকবর্গকে কেবল সেই স্থানের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত আমরা উহা এত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে

বৃত্ত হই নাই। কিন্তু এই নদী হিন্দুদিগের অর্চ্চনার একটী ধান বস্তু, এবং এই উপাখ্যানে সর্ব্বদা উহার উল্লেখ হইবে বলিয়া দশ বাহুল্যরূপে বর্ণন করা গেল। সাগর অন্তরীপেই এই নদী তিত হওয়াতে এই স্থানে স্নান করা হিন্দু উপধর্ম্মের এক অত্যন্ত বিত্র কার্য্য। তদ্বিষয়ে রামায়ণে এই রূপ কথিত আছে;—

"মহাতীর্থ হইল যে সাগর সঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥
যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইয়া যায় স্বর্গ পুরে॥"

প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষে ২৭শে হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ই স্থানে মেলা অর্থাৎ সাগরস্নান হইয়া থাকে। ঐ সময়ে দেশের সকল স্থান হইতেই সন্ন্যাসী ও যাত্রী তথায় আসিয়া উপ-স্থিত হয়। বাঙ্গালা, বেহার, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, পঞ্জাব ও নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের সমাগম হওয়াতে, খ্রীষ্টীয়ান উপদেশকদিগের প্রতি সর্ব্ব-সাধারণের নিকট সুসমাচার প্রচার ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করিবার ঈশ্বরের যে আদেশ আছে, তাহা সম্পন্ন করিবার উত্তম সুযোগ হয়। আমরা পাঠকবর্গের নিকট প্রথমে যে উপদেশকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই স্থানে তাদৃশ সময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন।

ইনি জনতার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। ঈশ্বর অবজ্ঞাত হইতেছেন, এবং সেই জনশূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের একমাত্র দূতস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকাতে তাঁহার প্রতি কি গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি মনে মনে তাহা ভাবিতে

লাগিলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন মুমূর্ষু লোকদিগকে বলে, তিনি ধ্যসাধনা করিতেছিলেন, তাহারা তাহা শুনিল না। কিন্তু যিনি সেই রূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ওষ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার সময় স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। এবং প্রত্যেক ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক বিতরণ করিবার সময় তিনি দিবাসী হইবার পূর্ব্বে, তিনি আপন প্রেমের পরিশ্রমের পুরস্কারের অকৃত্রিম ভক্তিসহকারে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! তোমা য় জানিতে না পারিলেও, ঈশ্বর তৎকালেই তাহা প্রস্তুত করিয়া বাক্য যেন লোকের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া তোমার নিক থিয়াছিলেন।
ফিরিয়া না যায়। ইহাতে যেন তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়

উপদেশক যাইতেং কতিপয় ব্যক্তিকে আধুনিক কপিলমন্দিরে যাহারা ইহা গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে যে বশ করিতে দেখিয়া, তাহাদের অনুগমন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে ইহা সুফল উৎপাদন করে।" বিনষ্টপ্রায় পাপিদিগের প্রতি যীশু রিলেন না। সেই মন্দিরটী ক্ষুদ্রাকৃতি ও চতুষ্কোণ, তীরহইতে কেমন আশ্চর্য্য প্রেম, তিনি প্রত্যেকের নিকট তাহা বলিতে লাগি রি শত হস্ত দূরে অবস্থিত, দেখিতে অতি বিশ্রী, এবং পূর্ব্ব মন্দি- লেন। কিন্তু তাঁহার সস্নেহ অনুরোধ প্রযুক্ত উহা শ্রবণ করা দূরের সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য বোধ হয়। পূর্ব্ব মন্দির থাকুক, প্রত্যুত পৌত্তলিক শ্রোতৃবর্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল দিও অনেক কাল হইল সমুদ্র তরঙ্গে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাঁহার গাত্রে প্রস্তর, কর্দ্দম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিল। তিনি হার ভিত্তি দেখিলে তাহা যে একটী বৃহৎ মন্দির ছিল, ইহা প্রহারিত ও তিরস্কৃত হইলেন। অবশেষে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ ইই প্রতীত হয়। এক্ষণে যে ক্ষুদ্র দলটী মন্দির মধ্যে প্রবেশ হইয়া পুস্তক মুদ্রণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া গেলেন। পৌত্তলি রিল, তাহাতে একটী ব্রাহ্মণকন্যা ও তাঁহার দুইটী পুত্র ছিলেন। লিকেরা মহা জয়লাভ হইল মনে করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল একটী পুত্র প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ও দেখিতে সুন্দর, দ্বিতীয়টী কয়েক সেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদে সের শিশুমাত্র। তাঁহাদের সঙ্গে দুইটী দাসী ছিল। সেই নিকট হইতে যাইবার সময়, তাহাদের প্রাচীন উপধর্ম্মে ব্রাহ্মণকন্যা ও দাসী দুইটী দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতেছিলেন। প্রতিকূলে নিস্তব্ধ ভাবে যে অমোঘ অস্ত্র চালনা করিতেছিলেন তাহারা সকলে মন্দির সমীপে তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি- তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। "ঈশ্বর উঠিয়া আপন শত্রুদের পর ব্রাহ্মণকন্যা আপন পুত্রদ্বয় লইয়া মোহন্তের নিকট দিগকে ছিন্নভিন্ন করুন," তিনি এই যে প্রার্থনা করিলেন, তাহা গেলেন। তাহা শুনিতে পাইল না। "আমার নিকট যাচ্ঞা কর, তাহাকে ছিলেন। কপিলের এক পার্শ্বে লোহিত বালুপ্রস্তরে নির্ম্মিত অপ- আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে অন্যদেশীয়দিগকে, ও তোমা ত অশ্বের এবং চতুর্দ্দিগে হনুমান ও অন্যান্য সামান্য দেবতার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দিব," আপন প্রিয় পু প্রতিমূর্ত্তি ছিল। ব্রাহ্মণী মোহন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া এক যীশুর নিকট ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা পূরণজন্য তিনি যে তাঁহাকে খানি অতি সুন্দর রুমালে করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা দিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার চরণতলে এক খানি উৎকৃষ্ট রেশমি কাপড় রাখিলেন। অনন্তর মাতা শিশু সন্তানটীদ্বারা কিছু দিবার নিমিত্ত কম্পমান করে যৎকালে তাহার হাত বাড়াইয়া ধরিলেন, তৎকালে লোভপরায়ণ মোহন্ত, যে ঘুঙ্গুরগুলিতে সেই অবোধ শিশুটীর ক্ষুদ্র পদদ্বয় তৎকাল পর্য্যন্তও অলঙ্কৃত ছিল, তাহা খুলিয়া লইলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে মোহন্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে অন্যান্য সহস্র সহস্র লোকের সহিত বাজারের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রধান ঘাটে গমন করিলেন। এই স্থানে চারি জন পুরোহিত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। উহাদিগকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সেই আদ্র ভূমিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। দাসীরা তাঁহাকে ধারণ করিল। তিনি স্বয়ং যাইতে পারিলেন না, উহারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া জলের ধারে লইয়া গেল। এই স্থানে একটী মহাজনতা হইল। প্রধান ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত হইতে সৌম্যমূর্ত্তি ছোট শিশুটীকে লইয়া তৈল, সিন্দুর ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইল, এবং লোহিত ও হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র পরাইয়া তাহার মস্তকে অনেক মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া উপদেশকের অন্তঃকরণে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। উহারা যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইল। তিনি ঈশ্বরশক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে তাঁহার ক্ষমতাসাধ্য হইলে, সেই নিষ্ঠুর কার্য্য নিবারণ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন, ভারতবর্ষের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি পূর্ব্ব আগষ্ট মাসে, যে গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবে, তাহার কঠিন শাস্তি হইবে বলিয়া

এক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা তৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যে প্রয়োজিত হয় নাই। উপদেশক একাকী ছিলেন। কিন্তু পুরোহিতগণ ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ব্যগ্র ও বহুসঙ্খ্যক সাধারণ লোক ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল। সুতরাং একাকী প্রতিজ্ঞাপালনে হস্তক্ষেপ করা উন্মত্ত চেষ্টা হইবে, তিনি এই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই শিশুহত্যা নিবারণের নিমিত্ত যে অস্ত্রধারী সিপাহিদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা অবশ্য সেই বাজারের কোন না কোন স্থানে থাকিবে, ইহা তাঁহার স্মরণ হইল। অনন্তর তাহাদের আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, এবং আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শিশুটী কোন ক্ষুধাতুর কুম্ভীরের উদরস্থ হইতে পারে, সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে এই চিন্তার উদয় হইল। যাহা হউক, এই সমুদায় বিষম চিন্তায় মগ্ন হইয়াও তিনি বিলম্ব করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর, এবং "হে ঈশ্বর ! যেন কোন ঘটনাতে এই ক্রিয়ার বিলম্ব হয়," সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়া সিপাহিদের অন্বেষণে গমন করিলেন।

এই সময়ে মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক শিশুকে জলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা মূর্চ্ছাপন্ন মাতাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। তিনি অবশেষে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। কিন্তু যে দারুণ কাণ্ড হইবে, তাঁহার তাহা স্মরণ হইবামাত্র, "আমার বাছাকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই ?" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ এই নির্দ্দয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক দক্ষিণা পাইবে, এই আশা করিয়া বলিল, "না না, তা হবে না, তুমি একে গঙ্গাকে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ ; সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পালন কর্‌তে হবে। দেবতাকে

মন খুলে দান করা চাই, কেমন তুমি সম্মত হলে ত? সম্মত হলে, বল, তা হলে আমি গঙ্গাকে তাঁর আপন বস্তু প্রদান করি।" সেই শোক সন্তপ্তা জননী, "না না, আমি সম্মত নই, প্রাণ থাকৃতে আমার প্রাণধনকে দিতে পার্‌বো না। আমার কপালে যা থাকে, হবে, এর চেয়ে মরণ ভাল," উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন।

এই কথা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত রুষ্ট হইয়া বলিল, "তোমার মরণের কথা ভাব্‌ছো? তাতো হবে না; তোমার এই বড় ছেলেটী, যাকে বড় ভাল বাস, এক দণ্ড না দেখে থাকৃতে পার না; তারই

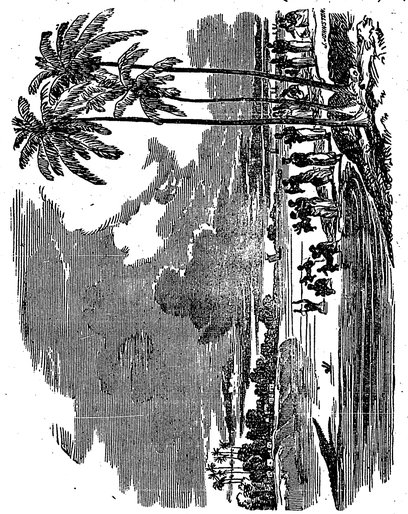

প্রাণ যাবে। ভেবে দেখ, তুমি এর প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্যে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন কি আর সে কথা মনে নাই? তুমি ঠিক জেনো, মা গঙ্গা তোমার উপর রাগ কর্‌লেন, আমি তোমায় শাপ দিলাম। কোলের ছেলেটী দিলে না। এরে নে ঘরে যাবে বটে; কিন্তু তোমার এই বড় ছেলেটীকে হারাবে। কি বল, এখনও রাজি হও।"

এত কথা বলিলেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। যাতনাতে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া বলিল, "যদি তুমি কথাও না বল্‌তে পার, হাত নেড়ে বল যে তোমার সন্তানকে সমুদ্রে ফেলে দিই," তাহাতে অভিলষিত সঙ্কেত প্রদত্ত হইল; লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনন্তর পুরোহিত শিশুটীকে হাতে করিয়া "হে গঙ্গে! গত বৎসর যখন এই শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই, তৎকালে ইহার মাতা 'যদি তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই সাংঘাতিক রোগ শান্তি কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই শিশুকে দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; তুমি ইহাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ করাতে, ইনি এক্ষণে এই শিশুসন্তানকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছেন। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর; এ তোমার বস্তু।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া শিশুটীকে জলে নিক্ষেপ করিল। শিশুটী জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, ঝুপ্ করিয়া একটী শব্দ হইল। জননী উহা শুনিবামাত্র শোকে উন্মত্তা হইয়া জল মধ্যে নিমজ্জন পূর্ব্বক শিশুকে বাঁচাইলেন; এবং "না না, আমি গঙ্গাকে ছেলে দিব না। যখন আমি মানত করেছিলাম, একবারে পাগল হয়ে গিয়াছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার মেয়ে ছেলে হবে। তা হলে আমি এক দিন দিলেও দিতে পার্‌তাম, কিন্তু বেটা ছেলে! না, একে আমি কখনো প্রাণ ধরে

দিতে পারবো না। আমার চক্ষের উপর ছেলেকে ডুবে মর্তে দেখ্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় দেখাইল। ব্রাহ্মণীর অন্তঃকরণে মাতৃস্নেহ অপেক্ষা উপধর্ম্মে বিশ্বাস বলবত্তর ছিল। সুতরাং তিনি পুনরায় সম্মত হইলেন। পুরোহিত দ্বিতীয় বার শিশুটীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অমনি উপদেশক আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। সিপাহিদলও ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। দুরাত্মা ব্রাহ্মণ সাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিষেধক ব্যবস্থা প্রচার হইয়াছে শুনিয়াও, সেই অস্বাভাবিক হত্যা কাণ্ডে উদ্যত হওয়াতে, ঐ সিপাহিদলের অগ্রস্থিত ব্যক্তি কঠিন রূপে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। পুরোহিত এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তাহার পর অন্যান্য লোক সকলও পলাইল। ক্ষণকাল মধ্যেই উপদেশক, সিপাহিদল ও সেই আনন্দিত পরিবার ব্যতীত তথায় আর কেহই রহিল না। নিরুপায় জননী পূর্ব্বে যে উপদেশককে স্পর্শ করিলে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে এক প্রকার পূজাই করিলেন। তিনি বলিলেন, "সাহেব, তুমি আজ আমার যে উপকার করেছ, তা বলে জানাবার নয়। তুমি আমার বাছাকে বাঁচালে ; আমি ছেলে হারিয়ে কেমন করে বেঁচে থাক্‌তাম! আমি তোমার কিছু উপকার কর্‌তে পার্‌ব না ; কিন্তু ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন। তোমার ভালর জন্য আমি রোজ মা কালীর কাছে জানাব। সাহেব, তুমি সাত বেটার বাপ হও, তোমার ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ হউক ; তোমার সোনার দোত কলম হউক।"

ব্রাহ্মণী আনন্দিত হইয়া এই সমুদায় কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণেই আবার তাঁহার অর্দ্ধপ্রফুল্ল অর্দ্ধবিষণ্ণ বদনে উদ্বেগসূচক

বিষাদ চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি ভীত হইয়া সিপাহিদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি পুরুতের শাপের কথা ভুলে গিয়াছিলাম গো ; সত্যই কি আমার মহেন্দ্র এখানে মর্‌বে? আমার বড় ছেলেটীকে কি এখানে রেখে যেতেই হবে? হায়, আমি কি কপালই করে এসেছিলাম। একটী ছেলেকে নষ্ট না করে কি আর একটীকে রক্ষা কর্‌বার উপায় নাই?"

সিপাহিরা হিন্দু। তাহারা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আকার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "না মায়ি, তোমার ছেলিয়া মর্‌বে না। তোমার তো দোষ হইল না, তুমি তো গঙ্গাজীমে ছেলিয়া ফেলিয়া দিতে রাজি ছিলে গো! তবে তোমার দোষ কি? হামি লোক তো দিতে দিলুম না। গঙ্গাজী রাগ কর্‌বে তো হামি লোকের উপরে রাগ কর্‌বে, তোমার কিছু হোবে না।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকন্যার বিষণ্ণ মুখে কিঞ্চিৎ আশার লক্ষণ লক্ষিত হইল। তিনি পরিচারিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও দাসী! ও তারা! আয়, আমরা আর এই সর্ব্বনেশে জায়গায় থাক্‌ব না। চল্, নৌকোয় যাই। মা কালী করুন, আমাকে যেন আর এই জায়গা দেখ্‌তে না হয়।" দাসীরা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিল, "মা ঠাকুরুণ! অমন কথা বল্‌বেন না। তীর্থেতে এসে ও কথা বল্লে দোষ হয়। মা ঠাকুরুণ! দুর্গা দুর্গা বলুন। জানি কি যদি রাস্তায় কোন বিপদ হয়।"

ব্রাহ্মণী তাহাদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, সত্য, আমি কি বল্‌তে কি বলে ফেলিছি। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে? দেবতারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি এই তীর্থে এসে যে কি ক্লেশ পেয়েছি, তা তোরা কি জানিস্? তোরা আমার মত ব্যথা পেলে আর কখন এখানে আস্‌তে চাইতিস্ না। পুরুত

ঠাকুর যখন আমাকে বল্লেন যে, আমার রাজনকে না দিলে মা গঙ্গা আমার মহেন্দ্রকে নষ্ট করবেন, তখন আমার মনটা যেন কেমন করে উঠ্‌লো। যা হক বেনে, আমার বাছাদের কল্যাণে দেশে গিয়া খুব পূজো দেবো।"

অনন্তর উপদেশক, সিপাহিদল ও ব্রাহ্মণ কন্যা বিদায় হইলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া, যেখানে নৌকা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিকের পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ উপদেশকের মনে একটী ভাব উদিত হইল। ঈশ্বর যেন স্বয়ং এই ভাবটী তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত করিয়া দিলেন। তিনি মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র! থাম থাম, তোমাকে এই এক খানি পুস্তক দিব। তুমি ইহা নষ্ট করিও না; কিন্তু পড়িতে শিখিলে, পড়িও।" এই কথা বলিয়া, তিনি তাহাকে একখানি নূতন ধর্ম্মনিয়ম দিতে গেলেন। কিন্তু মহেন্দ্র উহাকে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় বোধ করিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং মাতার অনুমতির নিমিত্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "মহেন্দ্র! তুমি বই খানি নাও। সাহেব তোমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তা কি তুমি ভুলে গেছ?" এবং উপদেশকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমি জানি, মহেন্দ্রর বাপ ওকে কোন খ্রীষ্টানি পুস্তক পড়িতে দেবেন না। যা হ'ক, আমি স্বীকার হলাম, তোমার খাতিরে আমি ঐ বই খানি নষ্ট করবো না।"

ঈশ্বরপরায়ণ উপদেশক বলিলেন, "তুমি যে ইহা স্বীকার করিলে, তজ্জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম; কিন্তু এই পুস্তকে কি কি আছে, তুমি জানিতে পারিলে, ও তোমার পুত্রেরা ইহা পড়িলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবা। ইহাতে নিষ্পাপ এক ব্যক্তির কথা আছে; তাঁহার নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি পাপের দণ্ডস্বরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা সহ

ও আপনার অমূল্য শোণিত পাত করিয়া জগতের সমুদায় লোকের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। হায়! তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস ও কেবল তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে, তাহা হইলে তোমাকে সমুদায় অপরাধের ক্ষমার নিমিত্ত এখানে এই জলে স্নান করিতে আসিতে হইত না। জলে কেবল শরীর পরিষ্কার হয়, কিন্তু আত্মা পবিত্র করিতে পারে না। আমাদের ঈশ্বর প্রেমসিন্ধু। পাপিরা মুক্তির নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হইবে কেন? এই নিমিত্ত তিনি আপন পুত্রকে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মৃত্যুভোগ করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে নিরপরাধ ব্যক্তি অপরাধিদিগের নিমিত্ত প্রাণ দান করিলেন। এই পুস্তকে যে ঈশ্বরের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি তোমার এই শিশু সন্তানকে চাহিতেন না। কারণ সমুদায় পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুই তাঁহার। তিনি কেবল তোমার অন্তঃকরণ চান। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রেম ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে, তুমি অনন্ত জীবন লাভ করিতে পার।' এই সমুদায় কথা সেই ব্রাহ্মণ কন্যার কর্ণে অদ্ভুত বোধ হইল এবং তাঁহার স্মৃতিপথে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল। যদিও তিনি এত মূর্খ ছিলেন যে, হিন্দু উপধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতাপ্রণালী ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, এবং যদিও এই সমুদায় বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল না, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বার বার উহা উচ্চারণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্ত বোধ হইল। যাহা হউক তিনি হঠাৎ উপদেশকের দিকে ফিরিয়া "সাহেব, তুমি যা বল্লে, আমাদের শুনতে নেই, মহেন্দ্রর বাপ শুনলে কি বল্‌বেন? এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাতে কি উপকার হইল? একটী অমূল্য ক্ষুদ্র বীজমাত্র বপন করা হইল। যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের জীবনপ্রদ সত্য বাক্য পাঠ করিতেও

স্বীকার করিবে না, বরং তাহাকে গৃহের আবর্জ্জনার অংশ মাত্র এবং ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত বস্তুস্বরূপ বোধ করিবে, তাহাদিগকে সেই অমূল্য রত্ন প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ঐরূপ ঘটিলে নিরুৎসাহ হইতে হয়। কিন্তু আমরা যে সময়ের বিষয় লিখিতেছি, তখন লোকের কুসংস্কার বদ্ধমূল থাকাতে অধিক ফল পাইবার আশা ছিল না। যে পুস্তকের বাক্যদ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহার একখানি একটী হিন্দু পুরোহিতের পরিবার মধ্যে গ্রহণ করাইতে, ঈশ্বর যে তাঁহাকে সমর্থ করিলেন, এই নিমিত্ত উপদেশক ঈশ্বরের প্রতি সকৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া আপনার নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাতা দুই পুত্রের সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিয়া পাঁচ দিনের পর দেশে পঁহুছিলেন। ব্রাহ্মণী এক্ষণে পতির সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন, তদ্বিষয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। "আমি মহা-পাতকী, আমি দেবতার নিকট মানত করিয়া পালন করি নাই, স্বামী আমাকে দূর করিয়া দিবেন," এই আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, বাপের শরীরে কি মায়া নেই—অবশ্য আছে, তিনি আমায় কিছু বল্‌বেন না।" যাহা হউক, তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং এপর্য্যন্তও শিশু সন্তানটী জীবিত আছে, এই অর্দ্ধ সুখ দুঃখজনক গোপনীয় বিষয়টী বিবেচনা পূর্ব্বক আপন স্বামীর নিকট প্রকাশ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তৎকালে সাবধানে নিদ্রিত সন্তানকে বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সাবধান হইবার আবশ্যক ছিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নকালীন পূজা করিতে বসিয়াছিলেন; এই সময়ে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিলে, তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, ইহা তাঁহার স্ত্রী ও ভৃত্যগণ বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি শিব পূজা সমাপন করিয়া আহ্নিক আরম্ভ করিতেছেন।

এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, মহেন্দ্র সাগরদ্বীপে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছিল, তৎসমুদায় একটী বৃদ্ধা দাসীর নিকট বলিতেছে। সেই কঠোরব্রত পুরোহিতের অন্তঃকরণে মানবোচিত দয়া দাক্ষিণ্য ছিল। সুতরাং তিনি যে শীঘ্রশীঘ্র পূজা সমাপন করিয়া প্রিয়তম শিশুর বাস্তব বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পত্নীর নিকট গমন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার পত্নী ধীরভাবে সস্মিত বদনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে, তিনি চমৎকৃত হইলেন।

তিনি বলিলেন, "কি গো! গঙ্গা আমাদের রাজনকে লয়েছেন! মহেন্দ্রের মা! তুমি ছেলেকে সাগরে ফেলে দিয়ে কেমন করে দাঁড়ায়ে রয়েছ? দেবতার মায়া কেউ বুঝ্‌তে পারে না। গর্ভধারিণীকেও এরূপ সুস্থির রেখেছেন! তাঁরা তোমার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, আমার প্রতি সেরূপ নন। আমি এই দশ দিন যে কি যাতনা পাচ্ছি, তা বলে জানাতে পারি না। তুমি জান, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দুবার তোমার নিকট লোক পাঠিয়েছিলাম? বলে দিয়েছিলাম যে, তুমি সেই পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে বালকটীকে ফিরিয়ে আন্‌বে? তা হলে গঙ্গাও সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু মানত না দিলে আমাদের ভাল হবে না ভেবে, আমি দুই বারই তাদের ফিরিয়ে আনিয়েছি। যা হ'ক, অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে। তোমরা ভালয় ভালয় ফিরে এসেছ, এই ঢের।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কিন্তু মহেন্দ্রের মা! তুমি ধন্য মেয়ে, ছেলে ভাসিয়ে এখনো বেঁচে আছ। তোমায় দেখ্‌লে আমার ভয় হয়।"

এক্ষণে তাঁহার নিস্তব্ধ ভাব ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হইল।

এক্ষণে তাঁহার গোপনীয় বিষয় অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি পতির পদতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "রাজন গেলে কি আমি বাঁচতুম? না, আমার বাছা মরে নি, সে বেঁচে আছে। আমি তাকে ফিরিয়ে এনিছি, ঐ সে দোলায় ঘুমুচ্ছে।" ইহা শুনিয়া পিতা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আ! সর্ব্বনাশ, করেছিস্ কি! তোর কি পাপের ভয় নাই?"

"তুমি আমাকে দুষবার আগে সব কথা শোন।" ব্রাহ্মণী পতিকে এই অনুরোধ করিলেন, এবং কি প্রকারে সলিলসমাধি হইতে প্রিয়তম পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, কেবল উপদেশকের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বলিলেন না। পিতা একতান মনে ও হর্ষবিকসিত নেত্রে তৎসমুদায় শ্রবণ করিলেন, এবং কথা সমাপ্ত হইলে, "হাঁ, হাঁ, সিপাহিরা যা বলেছে তা সত্য, তোমার কোন দোষ নেই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি শিশুটীকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন।

ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাদের সুশাসনপ্রযুক্ত বহুকালাবধি কোন পরিবারের বিবরণে এমত কোন শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। এক্ষণে হিন্দু মাতারা ঈশ্বরদত্ত সন্তানের পরিবর্ত্তে গঙ্গাসাগরে পুষ্প ও নারিকেল প্রভৃতি ফল নিক্ষেপ করিবার সময় তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, ইহা ভাবিয়া ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা আনন্দিত হউন।

স্নান আহ্নিক সমাপন না করিয়া, প্রগাঢ় হিন্দুরা কখনই আহার করেন না। পিতা পুত্রের আহার হইলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মহেন্দ্রকে গঙ্গাসাগর হইতে কি কি দ্রব্য আনিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, অম্‌নি মাতার নিকট দৌড়িয়া গেল। মাতা যদিও ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পতির আহার সমাপন না হইলে আহার করিতে বসেন নাই। তিনি আহার করিতে

বসিতেছেন, এমন সময়ে মহেন্দ্র গিয়া বলিল, "মা! আমরা গঙ্গাসাগর থেকে যে সব সামগ্রী এনেছি, আমাকে দেও, বাবা দেখ্‌বেন।" মাতা নূতন ধর্ম্মনিয়মের কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মহেন্দ্রকে আপনার চাবি দিয়া, এই কথা বলিয়া দিলেন, সবুজ সিন্ধুকটী খোল; তা হইলেই সব পাবে। আমি এখন খেতে বস্‌লাম, আমাকে যেন আবার যেতে না হয়। বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

ব্রাহ্মণী আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথাগুলি শুনিয়াছেন, এবং খ্রীষ্টীয়ান পুস্তক স্পর্শ করিয়া হস্ত অপবিত্র করিয়াছেন, এই কথা শুনিলে পতি কেমন বিরক্ত হইবেন জানিয়া, উপদেশকের সহিত কথোপকথন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম গ্রহণ বৃত্তান্ত সাবধান পূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহেন্দ্র অন্যান্য দ্রব্যের সহিত নূতন ধর্ম্মনিয়মখানিও লইয়া পিতার নিকট দৌড়িয়া গেল। সে একটী ক্ষুদ্র পাত্র দেখাইয়া বলিল, বাবা! সাগরের সঙ্গে গঙ্গা যেখানে মিলেছে, সেই খানের জল এই ভাঁড়ে আছে। মা বলেছেন, সাবধানে এই জল রাখ্‌লে আমাদের ভাল হবে। এই বিল্বপত্র ও জবা ফুল; জলে ফেলে দেবার সময় আমি তুলে নিছ্‌লাম। মা গয়না রাখ্‌বার জন্য এই সুন্দর বাক্সটী কিনেছেন। এই দেখ, মা আমার জন্য কেমন চেলির কাপড় কিনেছেন। তোমার এই সাদা কাপড়।" বালক এই রূপ বলিতেছে, এমন সময় নূতন ধর্ম্মনিয়ম খানির প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে অমনি পিতা কহিলেন, "এই যে আর এক খানি রামায়ণ দেখ্‌ছি; বোধ হয় তিন খানিতেও খেদ মেটে নি। মহেন্দ্র তোর মা আবার এক খানি কিন্‌লেন কেন?" এই কথা শুনিবামাত্র, মাতা এই পুস্তক খানি যে লইয়াছেন, পিতার নিকট এই বিষয় গোপন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রের একবারেই সেই কথা স্মরণ হইল।

উহা ভুলিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে, সে বুঝিতে পারিল, এবং সত্যের বিষয়ে একেবারেই অশিক্ষিত বাঙ্গালি বালক, স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততা ও চতুরতা সহকারে তৎক্ষণাৎ বলিল, "হাঁ, বাবা, এখানি কাকার জন্য মা এনেছেন। তিনি গঙ্গাসাগর থেকে একখানি বই আনতে বলেছিলেন।"

মহেন্দ্র পিতাকে এইরূপ প্রতারণা করিয়া আপনার চতুরতার বিষয় বলিবার নিমিত্ত পুস্তকখানি লইয়া, মাতার নিকট দৌড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং "যা হয় হবে, আমি সেই সাহেবের কাছে যখন স্বীকার হয়েছি—এখানি কখন নষ্ট করব না," এই কথা বলিতে বলিতে নিরাপদ স্থানে সেই অমূল্য পুস্তকখানি লুকাইয়া রাখিলেন।

মাতা ও পুত্র তাদৃশ যত্ন সহকারে যে পুস্তকখানি রাখিতেছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে কখন যে ঘটনা হয় নাই, তাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, ইহা তখন অনুভব করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পর চল্লিশ বৎসরের অধিক সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পাঠকবর্গকে সেই গৃহেই প্রবর্ত্তিত করিতেছি। আহা! উহার অবস্থা কেমন পরিবর্ত্ত হইয়াছে! মহেন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা অনেক কাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধের পত্নী তদপেক্ষা ত্রিশ বৎসরের ছোট, তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। হিন্দুবিধবোচিত ক্লেশ ব্যতীত বোধ হয়, তিনি শেষ অবস্থা সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে যাপন করিতেছেন। সেই বালক মহেন্দ্রের মস্তকে এখানে সেখানে দুই এক গাছি চুল পাকিয়াছে। তিনি এখন বাটীর কর্ত্তা। পৈত্রিক সম্পত্তি সকল

তাঁহারই অধিকৃত। মহেন্দ্র বাবু সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া বদান্যতা প্রকাশপূর্ব্বক আশ্রিত ও দরিদ্র অনেকগুলি কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবুর যথাসময়ে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, চারি পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তিন পুত্র ইতিপূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছে। চতুর্থটী কলেজে লেখা পড়া করে। কন্যাটী সুন্দরী ও চতুরা, বয়স ছয় বৎসর এবং বাটীর সকলের আদরের সামগ্রী।

মহেন্দ্র বাবুর স্বভাব প্রায় তাঁহার পিতার মত ছিল। তিনি পিতার ন্যায় কঠোরব্রত ছিলেন, এবং সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে উল্লিখিত নিয়ম ও আচারগুলির প্রতি তাঁহারও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। অন্যান্য বিষয়ে হউক আর না হউক, পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিতে পুত্রেরা আমার অনুকরণ করে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অভিলষণীয় ছিল। কিন্তু এক বিষয়েই তিনি নিতান্ত নিরাশ হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমার ব্যতীত, আর কেহই উহাতে কিছুই ভক্তি করিতেন না। দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকুমার অবাধ্য ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। আপনার পিতা প্রস্তর ও কাষ্ঠের পূজা করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে স্পষ্টই পরিহাস করিতেন; এবং জনশ্রুতিমাত্র হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা শ্রুত হইয়াছিল যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মোচিত ব্যবহারগুলির এত বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মে যাহাদের সহিত আহার করা নিষিদ্ধ, আপনার ন্যায় যথেচ্ছাচারী সেই সকল লোকের সহিত তাঁহার একত্র ভোজন পান চলিত।

চন্দ্রকুমারের ছোট প্রসন্নকুমারের স্বভাব তদ্বিপরীত ছিল। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সুগঠিত পাণ্ডুবর্ণ ও বিষন্ন বদন অবলোকন করিলে, তাঁহার শরীরে যে ক্ষয় রোগ জন্মিয়াছে, তাহা

লক্ষ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনি অধিক কাল জীবিত থাকিতে না পারেন, ইহা তাঁহার আপনার বা পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারো মনে উঠে নাই। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ও অন্যান্য প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণেরা যে হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে চলিতেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, উহাতে বালকবৎ উপহসনীয় আচার, অত্যন্ত অপবিত্রতা ও আত্মবিঘাতক অসত্যতা দেখিয়া অনেক কাল উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আধু-নিক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের দ্বারা উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার সত্যান্বেষণের ভয়ানক প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। তিনি উহার বাহ্যাড়ম্বর ও সম্পন্ন যুক্তি ও অদ্ভুত তর্ক বিতর্কে মোহিত হইয়া ভাবিলেন, আমি ইহা হইতে অনেক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিব। তিনি উহার সংক্ষিপ্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম ও নিরাকার উপা-সনাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকারে পৌরা-ণিক হিন্দুধর্ম্মহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য সহকারে আপানাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অকৃত্রিম ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও ধ্যান করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মদের মতে উহাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। যদিও তিনি এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে অস্থির ও অসুখী বোধ হইত।

সকলে এই অবস্থায় অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মনোহর সায়ংকালে প্রসন্ন একত্র বেড়াইতে যাইবার নিমিত্ত, প্রিয়তম কনিষ্ঠ সহোদরকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা বাহিরে উপস্থিত হইলে, "দাদা! আপনি কি সমাজে যাচ্ছেন?" নবকুকার প্রসন্নকে এই কথা জিজ্ঞাসিলেন।

প্রসন্ন বলিলেন, "না, নব! আমি সমাজে যাচ্ছি না। আমাদের বাটীর সকলে যা শুনলে বিরক্ত হবেন, আমি এমন একটী কাজ কর্ত্তে যাচ্ছি। সেই নিমিত্তে আমি দাদার সম্মুখে উহার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু বোধ হয়, তোমার নিকটে অনায়াসেই আমার গোপনীয় বিষয়টী বলতে পারি, কি বল?"

নব বলিলেন, "দাদা! আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন, আমি কখনো কারু নিকট প্রকাশ করব না। আপনি জানেন, আমি সকলের অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভাল বাসি।"

প্রসন্ন কহিলেন, "ভাল, তবে বলি শোন। রামদয়াল নামক যে খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে আমাদের সে দিন আলাপ হয়েছে, তাঁর নিকট যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করব। তিনি বাইবেলের সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা পাবেন, আমিও ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা করবার নিমিত্তে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বর করুন, যেন আমাদের ধর্ম্মই সত্য নিকষে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু নব, আমি এতে নিরাশ হচ্ছি। আমি যে সুখ অন্বেষণ করি, এতে তা নাই।"

নব বলিলেন, "দাদা! আপনি এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মে সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করতে পারেন নাই বলে, ঐরূপ হচ্ছে। কিছু দিন হল, আমাদের মামাত ভাই বলেছিলেন যে, আমরা সরলভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ম সকল গ্রহণ ও নিশ্ছিদ্ররূপে তৎসমুদায় সম্পাদন করেছি, যে পর্য্যন্ত এই কথা বলতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা শান্তির আশা কর্ত্তে পারি না।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসিলেন, "নব! তিনি কি স্বয়ং এমন কথা বলতে পারেন?"

নব বলিলেন, "হাঁ, তিনি বলেন যে, আমি বলতে পারি।"

প্রসন্ন দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "হায়! তবে আমাদের ধর্ম্মসং-

ক্রান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান অত্যন্ত স্বতন্ত্র। ভাল নব! ক্ষমা করা কি নিয়ত কর্ত্তব্য বলে উপদিষ্ট ও প্রশংসিত হয় নাই? উহা কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, দুর্ব্বলের বল এবং বলির ভূষণ বলে কথিত হয় নাই? কিন্তু আমরা কি সে দিন আমাদের মামাত ভাইকে তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে সেই লজ্জাকর বিবাদ কর্ত্তে শুনি নাই? তিনি সেই কার্য্য করে কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে প্রবোধ দিলেন? নব, তা কোন প্রকারেই হতে পারে না। তিনি যা বিবেচনা করেন, তা অসম্ভব। বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য নিয়ম রক্ষা করা কঠিন কর্ম্ম। সেই বিষয় স্মরণ হলে, আমার উৎসাহ ভঙ্গ হয়। আমি দেখ্‌ছি যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই পাপে পতিত হই। ভাল, এখন ও কথা থাক, রামদয়াল আস্‌ছেন, চলো, আমরা ইহাঁর সহিত বাটীর মধ্যে যাই।"

যুবকেরা পরস্পর শিষ্টাচারপূর্ব্বক নমস্কারাদি করিলেন। নব অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। সহোদর ব্রাহ্মধর্ম্মেই সুস্থির থাকেন, তিনি মনে মনে এই অভিলাষ করিলেন বটে, কিন্তু প্রসন্নকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ বা তাঁহার অভিপ্রেত কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রামদয়াল তৎক্ষণাৎ বন্ধুদ্বয়কে বসিতে আসন দিয়া মেজের উপর একটী আলোক রাখিলেন, এবং আপনার বাইবেলখানি লইয়া তাঁহাদের নিকট বসিলেন।

স্বর্গীয় দূতেরা যেরূপ সভা দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের সভা সেই রূপ হইল। পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রামদয়াল আপনার উপাস্য ঈশ্বরের নিকট সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অনুমতি চাহিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ অতি বিনীতভাবে সেই অনুরোধে সম্মত হইলেন। অনন্তর রামদয়াল দণ্ডায়মান হইয়া, ঈশ্বরে অন্তঃকরণ অর্পণ পূর্ব্বক

কহিলেন, "হে জ্ঞান, আলোক, জীবন ও সুখের মঙ্গলময় উৎস! তুমি আমাদের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হও; আমাদিগকে তোমার সমুদায় ইচ্ছা জ্ঞাত কর; কিরূপ সেবা তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দেও; এবং যে পথে আমাদের অনন্ত জীবন লাভ হইতে পারে, তোমার প্রকাশিত সেই পথে আমরা যাহাতে গমন করিতে পারি, আমাদিগকে এরূপ প্রসাদ বিতরণ কর। আমরা নিজ নামে নয়, কিন্তু যিনি আমাদের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তোমার সেই প্রিয়তম পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেই এই সমুদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ঐ যুবকেরা তৎকালে এই প্রার্থনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু পরে প্রসন্ন সর্ব্বদা বলিতেন যে, তিনি কখনো উহা বিস্মৃত হন নাই। সেই কথাগুলি তাঁহার পারমার্থিক অভাব এমন প্রকৃতরূপে প্রকাশ করিল যে, পরে বাইবেল বা কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক খুলিবার পূর্ব্বে স্বতই তাঁহার মুখ হইতে, "হে জ্ঞান, আলোক, জীবন এবং সুখের মঙ্গলময় উৎস! তুমি আমার অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হও," আপনার খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুর এই প্রার্থনা উচ্চারিত হইত।

প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, প্রসন্ন এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, "ভাল রামদয়াল! তুমি ব্রাহ্ম ছিলে, কিন্তু এখন ব্রাহ্মসভার মত পরিত্যাগ করেছ। তুমি কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে, অনুগ্রহ করে আমাকে তার কারণ বল্‌বে?"

রামদয়াল বলিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকাই আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিরক্ত হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ।"

এই কথা শুনিয়া নব কহিলেন, "রামদয়াল! তুমি খ্রীষ্টীয়ানের মত তর্ক করিও না, আমাদের সহিত তোমার সাধারণ ভাবে তর্ক

করাই উচিত। আমরা প্রায়শ্চিত্তের, অন্ততঃ মনুষ্য যাহা করিতে পারে না, এরূপ কোন কার্য্যের আবশ্যকতা একবারেই অস্বীকার করি।"

রামদয়াল বলিলেন, ভাল, ঈশ্বরের গুণ বিষয়ে অনেক অংশে আমাদের উভয় পক্ষেরই ঐক্য আছে। তোমরা বল যে, তিনি অনাদি, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমময় এবং পবিত্রতার উৎস ও পাপের দণ্ডদাতা। আমরাও তাই বলে থাকি। ভাল, আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, পবিত্রতার উৎস ও সত্যস্বরূপ সেই পবিত্র পুরুষ আমাদের পাপ ও দুষ্কর্ম্ম সকল কি প্রকার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন? তোমাদের কি বোধ হয়, তৎসমুদায়ে কি তাঁহার ক্রোধ হয় না? আপনার স্বভাবানুসারে পাপের দণ্ডদাতা হয়ে আমাদের কর্ম্মানুরূপ ফল দেওয়া কি তাঁর উচিত নহে? দেখ, কোন ব্যক্তি মনুষ্যের নিকট দোষ করলে, তাকে তজ্জন্য প্রকৃত দণ্ড ভোগ কর্ত্তে হয়, এবং সেই দণ্ডবিধানও আমাদের ন্যায়ানুগত বোধ হয়। অতএব এখন বিবেচনা কর, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, ও অধিপতি, তাঁহার প্রতি পার্থিব পিতা মাতা, বন্ধুবান্ধব ও সর্ব্ব প্রকার উপকারক অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার নিকট একান্ত বাধ্য থাকা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে ত্রুটি ও অবহেলা করলে বিশেষ অপরাধ হয়, তাতে কিছুই সন্দেহ নাই। ঐ বিশেষ অপরাধের বিশিষ্টরূপ দণ্ড হওয়াও আবশ্যক, নতুবা ঐশিক ব্যবস্থার যথোচিত মর্য্যাদা কোন মতেই রক্ষিত হতে পারে না।"

"আমরা যে পাপী, এ কথা অস্বীকার করবে, বোধ হয়, আমাদের মধ্যে এমন অবিবেচক কেউ নাই। ভাল, আমরা যদি পাপী হলেম, তবে বিবেচনা কর্ত্তে হবে যে, আমরা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন

রূপ অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে পারি কি না? তা যদি না হয়, তবে আর কোন পুরুষ উহা কর্ত্তে ইচ্ছুক কি না? যদি এমন কেহ না থাকেন, তবে আমাদিগকে অবশ্যই পাপের উচিত শাস্তি গ্রহণ কর্ত্তে হবে।"

নব বলিলেন, "তুমি যেমন বিবেচনা কচ্ছ, আমার সে রূপ বোধ হয় না। মনুষ্য যে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে সমর্থ, ইহা এমন অসম্ভব কি? মনুষ্য ঐশিক গুণ সকল চিন্তা, পাপের নিমিত্তে অনুতাপ এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে কি উহা কর্ত্তে পারে না?"

প্রসন্ন কহিলেন, "নব! তুমি রামদয়ালের তর্কের মর্ম্মগ্রহণ কর নাই। মনুষ্য আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক, ও উপকারকের নিকট পাপ করেছে; ঈদৃশ পাপের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। কেবল অনুতাপ ও প্রার্থনায় সেই প্রায়শ্চিত্ত হবে, তুমি কি এমন কথা বল্‌তে পার?"

রামদয়াল বলিলেন, "প্রসন্ন! তুমি আমার কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝেছ। ঐ তর্কসংক্রান্ত আর একটী কথা উপস্থিত হচ্ছে। মনুষ্য কি স্বয়ং প্রকৃত অনুতাপ অর্থাৎ পাপ ত্যাগ কর্ত্তে পারে?"

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন সন্দিহান হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পূর্ব্বে নবের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি স্বয়ং কি দৈনিক কি ক্ষণিক আপনার কোন পাপভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। অথচ মানবস্বভাব-সুলভ আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অতএব তিনি বলিলেন, "রামদয়াল! আমার বোধ হয়, আমরা সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে চল্‌লে পাপ না করে থাকতে পারি।"

রামদয়াল বলিলেন, "ভাই! ওটী সম্পূর্ণ ভ্রম। পৃথিবীর ইতিহাসে কি ঐ রূপ উদাহরণ পাওয়া যায়? যে সকল জাতি ও যে সকল রাজ্য খ্রীষ্টধর্ম্মের মধুরতা আস্বাদন করে নাই, পাপ হতে মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তারা বরং ক্রমে ক্রমে অধিকতর পাপে মগ্ন হয়েছে। মনুষ্য স্বয়ং পবিত্র হতে পারে না, তা ইতিহাসেই সপ্রমাণ হচ্ছে।"

"আরো দেখ, কোন্ বিষয় ন্যায়সঙ্গত ও কোন্ বিষয় ন্যায়-বিরুদ্ধ, এবং কোন্ কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ, এ সকল স্থির কর্ত্তে মনুষ্য যতই চেষ্টা করে, ততই তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। এমন কি, এতদ্দেশীয় একেশ্বরবাদিদের অনেক বিষয় উত্তম রূপে বোঝ্‌বার সুযোগ থাক্‌লেও, তাঁরা পাপ পুণ্যের সম্পূর্ণ স্পষ্ট লক্ষণ নিরূপণ কর্ত্তে পারেন নাই। পাপ শব্দের যথার্থ কি অর্থ করেন, আমার জান্‌তে ইচ্ছা হয়। কর্ত্তব্য বিষয়ক নিয়ম বেদে কিছুই নাই। রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য লোকে ন্যায় অন্যায়ের যে সকল মত প্রকাশ করেছেন, তার কতকগুলি উত্তম বটে, কিন্তু সেই সকল মত কোথা হতে পাওয়া গিয়েছে? এবং তৎসমুদায় যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কি? সকলি মনুষ্যকৃত; সুতরাং অত্যন্ত অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক।"

প্রসন্ন কহিলেন, "তুমি এমন কথা বলো না। ব্রাহ্মেরা প্রকৃতির আলোক হতে কর্ত্তব্য নিয়ম গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ; সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণে তা দেদীপ্যমান রেখেছেন। তিনি স্বয়ং আমাদের যা দিয়েছেন, আমরা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশক আর কোথাও পেতে পারি না।"

রামদয়াল বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌ছি,

প্রকৃতির আলোক (অথবা বট্‌লার যেমন বলেছেন, প্রকৃতির অন্ধকার) অত্যন্ত অস্থির উপদেশক। অনেক স্থলেই অন্যান্য মনুষ্যের মতের সঙ্গে প্রাকৃতমতাবলম্বিদের উপদেশের অনৈক্য। অনেক বিষয়ে তাঁদের পরস্পরই অনৈক্য। পরলোক সংক্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে প্রশ্ন, প্রকৃতির উপদেশানুসারে তাহা সম্ভাব্য-মাত্র জান্‌তে পারি। কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহে, নিশ্চিত বিষয়ই আকাঙ্ক্ষা করে। কলিকাতার ব্রাহ্মদের মধ্যে এই অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। তুমি জান, তাঁদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্ম, মনুষ্যের মৃত্যুর পর আর অন্য লোক নাই, ইহা সপ্রমাণ কর্‌বার নিমিত্তে এক খানি পুস্তক ছাপায়েছিলেন। এই অস্থিরতার নিমিত্তে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। ইউরোপে ঐ রূপ যে মত প্রচলিত আছে, তার অপেক্ষা এতে নূতন আর কিছুই নাই।

"বিশেষতঃ, পাপের বিষয় আলোচনা কর্‌বার সময়ে, সর্ব্বদা আমার মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হত। আমি পাপের উচিত দণ্ড হতে কি প্রকারে মুক্ত হব? সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও ন্যায়বান্ এক ঈশ্বর আছেন; আমি তাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করেছি; এখন কি প্রকারে উদ্ধার হব? কেই বা আমার নিমিত্ত সেই নিয়ম প্রতিপালন কর্‌বেন? দেখ্‌লাম, অনুতাপ ও আত্মশুদ্ধি ব্যতীত আরো কোন বস্তুর আবশ্যক আছে। অনুতাপ ও আত্মশুদ্ধি ভাবী পাপ হইতে রক্ষা কর্ত্তে পারে, কিন্তু অতীত পাপ হতে কে মুক্ত কর্‌বে? আমি দেখ্‌লাম, বাইবেলে এই বিষয় উল্লিখিত ও মীমাংসিত হয়েছে। আমি এই পুস্তক ঈশ্বরের বাক্য বলে একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস করে থাকি। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, ইহার সত্যতার সম্পূর্ণ প্রমাণ পেয়েছি। এখন ঐ পুস্তকে যা কিছু উক্ত

হয়েছে, তা গ্রাহ্য করে থাকি; এবং অল্প বুদ্ধিপ্রযুক্ত উহার মত সকল সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি আর না পারি, কিন্তু অসন্দিগ্ধচিত্তে তৎসমুদায় বিশ্বাস করি। বাইবেলে উক্ত আছে, 'রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।' যীশুখ্রীষ্ট 'আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।' কারণ 'যখন আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরপুত্র আপন মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আমাদের পুনর্ম্মিলন করেছেন! এখন ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়ে যীশুর জীবনদ্বারা আমাদের উদ্ধার হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" বিবেচনা করে দেখ, এই সমুদায় বাক্য পাঠ করে পুণ্য কার্য্যদ্বারা মুক্তিলাভের মত সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যীশুকৃত প্রায়শ্চিত্তগুণে আমি মুক্তি পাব, এই মতে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি না করে থাকতে পারি না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি, কিন্তু তোমার বল্‌বার সময় আমার অন্তঃকরণে আর একটী ভাব উদিত হয়েছে। বিবেচক ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব হয়ে যুক্তিবিরুদ্ধ কোন মত গ্রহণ করা কি আমাদের উচিত?"

"যাহোক, পুনঃসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই এই বিষয় বিবেচনা করি। তা হলে সেই সময় আমরা সম্পূর্ণরূপে বিচার কর্ত্তে পারব। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে তোমার যে সকল আপত্তি আছে, তা বল; কিন্তু তুমি এমন বিবেচনা করো না যে, আমি প্রায়শ্চিত্তের মতে সম্মত হলেম। আমাদের যে এরূপ কথোপকথন হবে, আমি অগ্রে তা জান্‌তেম না, সুতরাং এখন তোমাকে উত্তর দিতে পার্লেম না। কিন্তু পুনঃসাক্ষাৎকার সময় উত্তর দিব।" রামদয়াল বল্‌লেন, "ভাই! আমি ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি, তাঁর মঙ্গলময় সত্য বাক্যের প্রতিকূল আপত্তি সকল আলোচনা

করবার সময়ে, তিনি যেন তোমাকে আপনার পবিত্র আত্মাদ্বারা শিক্ষা দেন, সমুদায় বিষয় তোমার নিকট বিশদ করেন, এবং খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া তোমাকে জানান।"

অনন্তর রামদয়াল বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশু পরিবর্ত্তন দেখে, উহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হবার প্রারম্ভে, যখন আধুনিক পৌত্তলিক মত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতি প্রদর্শিত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করা হয়; তৎকালে আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, প্রমাণ ও ঈশ্বরদত্ত এবং ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশক বলে গৃহীত হয়েছিল। তাতে মিশনরি ও অন্যান্য লোকের সহিত তর্ক বিতর্ক হয়। তাঁরা অন্যান্য তর্কের মধ্যে উপনিষদের বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার প্রতি আপত্তি করেছিলেন। আমাদের মধ্যে কেহই উহার খণ্ডন কর্ত্তে পারে নাই, সুতরাং বেদ অসত্য বলে প্রতীত হল। এই সকল কারণে কতিপয় বৎসরের মধ্যে উহা পরিত্যক্ত হল। ফলতঃ এখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার ব্যবহার ও মতের এবং স্মরণার্থ চিহ্ন মাত্র বলিয়া বেদ সম্মানিত হয়ে থাকে; কিন্তু পূর্ব্বে তাঁরা যেমন ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া উহার সম্মাননা কর্ত্তেন, এক্ষণে আর সেরূপ করা হয় না।"

"এই সমুদায় দেখে শুনে, আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হল। আমাদের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ কে? যথার্থ জ্ঞান কোথায়? আমাদের প্রমাণ কি? আমি আপনাপনি এই সকল প্রশ্ন কর্‌লাম। এক সময়ে যে সকল লোক ঐ সমুদায় বেদ ঈশ্বরোক্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন, কিছুকাল পরে আবার সেই সকল লোকই তা অস্বীকার কচ্ছেন। অতএব দেখ, এত প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমরা কেবল অব্যবস্থিতচিত্ত ভ্রান্ত মনুষ্যদের দ্বারা চালিত হচ্ছি।

"আমার ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করবার পর, উহাতে আর একটী মহৎ পরিবর্ত্তন হয়েছে। ব্রাহ্মেরা প্রকৃতিদত্ত উপদেশের সাধারণ মতে সন্তুষ্ট না হয়ে, ইউরোপ ও আমেরিকা হতে সহজ জ্ঞানের মত আনয়ন করেছেন; এবং তাঁদের মধ্যে এক জন উহা প্রচলিত করবার নিমিত্তে বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম তা গ্রহণ করেন নাই। এই রূপে ইতিমধ্যেই তাঁরা দুই সম্প্রদায় হয়েছেন। নিশ্চিত বস্তুই আত্মার অভিলষণীয়। আত্মা, ক্ষমা ও পরলোক বিষয়ে স্থির বিশ্বাস অভিলাষ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই সকল বিষয়ের কিছুই না পেয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেম।"

প্রসন্ন বলিলেন, "উহা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবার কোন যুক্তি হতে পারে না।"

রামদয়াল কহিলেন, "হাঁ, তোমার কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে। যে সমুদায় স্থির যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ হয়েছে, আমি তাই অবলম্বন করে, খ্রীষ্টীয়ান হয়েছি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তৃপ্তি না হওয়াতেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে আমার মন আকর্ষিত হয়। এমন বিবেচনা হল যেন আমরা কতকগুলি মনুষ্য একখানি জাহাজে আছি; কোন মানচিত্র বা যন্ত্র সঙ্গে নাই; মস্তকের উপরে অন্ধকারময় আকাশ রয়েছে; পথপ্রদর্শকদিগের মধ্যেই পরস্পর অনৈক্য; আমরা ভ্রমণ কচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না।

"এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদের জাতিভেদ বিষয়ে ব্যবহার দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি। জাতিভেদের দোষ অসংখ্য ও অনুরোধ অন্যায়। আমরা ভিন্ন, জগতের কোন জাতিই উহার দাস নহে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তাহা দোষ বলে স্বীকার করে

থাকেন; কিন্তু মুক্ত হতে অতি অল্প লোক সচেষ্ট হইয়া থাকেন। প্রকৃতি সর্ব্বত্র এই জাতিভেদের দোষ প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহার সম্মাননা ও রক্ষা কর্ত্তেন বলে, প্রকৃতির শিষ্য হয়েও তা পালন কচ্ছি।

"পৌত্তলিকতার বিষয়েও সেই রূপ দেখা যায়। একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আমরা সকলেই বিশ্বাস করে থাকি। অতএব দেবতারা দেবতা নয়; তাদের অস্তিত্ব নাই; প্রতিমূর্ত্তি কল্পনামাত্র; এবং তাদের পূজা করা নিষ্ফল ও মিথ্যা। সত্য পরমেশ্বরকে পূজা না করে উহাদিগকে অর্চ্চনা করলে তাঁর অবমাননা করা হয়। কিন্তু আমি অনেক ব্রাহ্মকে প্রত্যহই তা কর্ত্তে দেখ্‌তে পাই। যত দিন বাড়ীতে ছিলাম, তত দিন আমাকেও কর্ত্তে হত। প্রসন্ন তোমাকেও কর্ত্তে হয়। আর তুমি জান, আমাদের বন্ধু কেশব, কাশী ও অন্যান্য শত শত লোকে তা করে থাকেন। অতএব বিবেচনা করে দেখ, আমরা সকলকেই পৌত্তলিকতার প্রতিপোষণ বিষয়ে সাহায্য কচ্ছিলেম। এক্ষণকার লোকদিগের মধ্যে আমরা শিক্ষিত; অন্যান্য লোকের অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক জ্ঞানী ও সভ্য বিবেচনা করে থাকি; কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার কুরীতি প্রতিপালিত হয়েছে, তৎসকলের অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ অধিকতর মন্দ, এই দুই কুরীতির রক্ষাতে আমরাই সাহায্য কচ্ছিলেম।

"এই রূপ করাতে আমার লজ্জা বোধ হতো। আমি জানি, আমরা আত্মীয়বর্গকে ভয় করে দুঃখিত ও সঙ্কুচিত মনে পিতা মাতার আচার ব্যবহার ও মতের সম্মাননা কর্ত্তেম। কিন্তু সত্যের অধিক আদর ও মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক সম্মান করা উচিত, এবং যাহাতে তাঁর অবমাননা করা হয়, তাতে লিপ্ত থাকা উচিত

নয়, মনোমধ্যে এই সমুদায় ভাব উদিত হতো। অতএব বিষম বিপদ উপস্থিত হলেও সাহস ও বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা সত্যানুসরণ করাই আমার কর্ত্তব্য বোধ হলো।

"এই সকল বিবেচনা করে, আমি যত্নসহকারে নূতন ধর্ম্মনিয়মের ইতিহাস পাঠ করে দেখ্‌লাম, আমার ইচ্ছা সমুদায় আদি খ্রীষ্টীয়ানদের বিবরণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও পরিবর্দ্ধিত হলো। আমি ক্রমে ক্রমে দেখ্‌লাম যে, যিনি আমার অন্তঃকরণে এই সমুদায় ভাব অর্পণ করেছিলেন, সেই খ্রীষ্ট আমার সকল অভাব দূর কর্‌লেন। তিনি যে আমাকে সত্য পালন করিতে শিখাইলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ কর্‌লাম ; এবং তন্নিমিত্তই আমি খ্রীষ্টীয়ান হয়েছি।"

রামদয়ালের ধর্ম্মানুরাগে ও সৎসাহসে প্রসন্ন মোহিত হইলেন, এবং তাঁহার উৎসাহ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আরো অধিকক্ষণ কথোপকথন চলিত। কিন্তু সেই দিন রাত্রিতে তাঁহার শ্বশুরের দেখা করিতে আসিবার কথা প্রসন্নকে নব স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে কথা বন্ধ হইল।

প্রসন্ন বলিলেন, "না, আমি তা ভুলি নাই, এখনো অধিক রাত্রি হয় নাই।" এই কথা বলিয়া, কটা বাজিয়াছে, রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদয়াল বলিলেন, "নটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট আছে।" এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরেই একবারে উঠিলেন ; এবং অতি বিনীতভাবে সত্বর রামদয়ালের নিকট বিদায় লইলেন।

তাঁহাদের গমনের পূর্ব্বে প্রসন্ন রামদয়ালকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলেন, "রামদয়াল! তুমি কিছু দিনের নিমিত্তে আমাকে একখানি বাইবেল দিতে পার? আমি বাড়ীতে যত্নপূর্ব্বক পাঠ কর্ত্তে ইচ্ছা করি।"

রামদয়াল এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি এত দিন সেই মঙ্গলময় পুস্তক পাঠ কর নাই?"

প্রসন্ন বলিলেন, "না, আমি পাঠ করি নাই। এই কথা বলতে আমার লজ্জা বোধ হয়! আমি আদি ভাগের ইতিহাস একবার সামান্য রূপে পাঠ করেছিলেম, এবং তাতে আমার অত্যন্ত আমোদও হয়েছিল বটে, কিন্তু যেমন করে পাঠ করা উচিত, সেরূপ করা হয় নাই।"

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালা না ইংরাজী বাইবেল চাই?"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমার বাঙ্গালা বাইবেল ভাল বোধ হয়। ভিন্ন ভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় কথিত ভাব সকল অধিক হৃদয়রঞ্জক।"

"আমারো ঐ মত ;" এই কথা বলিয়া রামদয়াল তাঁহাকে একখানি ধর্ম্ম পুস্তক দিলেন, এবং "ঈশ্বর তোমাকে যথার্থতঃ পাঠ করিতে জ্ঞান ও প্রসাদ বিতরণ করুন," এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

বাটী গমনকালীন দুই ভ্রাতার মনোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। বিরোধি চিন্তায় প্রসন্নের অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি সত্য? অথবা ইহার সমুদায় বিষয় অমূলক? এই ধর্ম্মের শিক্ষা সকল কি যথার্থ অনিশ্চিত? এই ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা কি যথার্থই আপনাদের চতুঃপার্শ্বস্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মের পোষকতা করিয়া থাকে? ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কি কোন বিশ্বাসকর যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা নাই? খ্রীষ্টীয়ানদের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক মতই বা কেমন অদ্ভুত! তাহারা

কহে, যে পরমেশ্বর এক জন নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর পাপিদিগের প্রাপ্য ক্লেশ ও যন্ত্রণাভার অর্পণ করিয়াছেন। এই মত এরূপ অলৌকিক যে, সত্য হইলে একবারে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পাপিদের নিমিত্তে ঈশ্বরপুত্রের প্রাণ ত্যাগ! ইহা কি অদ্ভুত প্রেম! সেই প্রেম আমাদিগের বোধগম্য নহে।"

প্রসন্ন পথে যাইতে যাইতে এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না। নব যে তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিতেন না, তিনি ইহা জানিতেন। নব আহ্লাদে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন; সুতরাং সেই সমুদয় কথোপকথন তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি কেবল রামদয়ালের নূতন পরিচ্ছদের নিন্দা করিয়া, আমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরিবারবর্গ আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, এবং পিতা, মাতা ও পিতামহী গম্ভীর পরামর্শে নিযুক্ত আছেন! এ রূপে স্ত্রী পুরুষগণের একত্রে বসিয়া পরামর্শ করা হিন্দু পরিবারের মধ্যে অতি বিরল। মহেন্দ্র বাবু প্রসন্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন! তোমার শ্বশুর সন্ধ্যাকালে এখানে এসেছিলেন, তুমি জান? আমরা তোমার পুনর্ব্বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেছি; চার দিন পরে সম্পন্ন হবে।" পুনর্ব্বিবাহের অর্থ এই যে, এই সংস্কার দ্বারা স্ত্রীকে পতির রক্ষণাবেক্ষণে অর্পণ করা হয়। সচরাচর পুনর্ব্বিবাহের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে বালিকার বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতাবৎকাল সে সন্তানের ন্যায় পিতৃগৃহেই বাস করে। পুনর্ব্বিবাহ হইবার পূর্ব্বে পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী প্রকৃত বিধবারূপে পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি যে সকল কঠোর ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে তৎসমুদায়

পালন করিতে হয়; এবং সে আর কখনই বিবাহ করিতে পারে না।

কিন্তু মহেন্দ্র বাবু আরো কহিলেন, "প্রসন্ন! এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? তুমি জান, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার শ্বশুরের আস্‌বার কথা ছিল, তুমি তা জেনেও, তাঁকে এইরূপ অবহেলা কর্‌লে। আমি ভেবেছিলাম, শ্বশুরের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তুমি তাহা উত্তম রূপ জান। ভাল এখন ও কথা থাকুক, বল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "আমার এক বন্ধুর নিকট একখানি পুস্তক চেয়েছিলাম, সেই খানি আন্‌তে গিয়েছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "ও কেবল দোষ কাটাবার উত্তর। তোমার সেই বন্ধু কে, সেই পুস্তকের নাম কি, এবং এক খানি পুস্তক আন্‌তে তিন ঘণ্টা বিলম্ব হলো কেন? তা আমাকে বল? আমার বোধ হয়, তুমি অধিক দূরে যাও নাই, এই খানেই কোথাও ছিলে; সত্য করে বল!"

পিতার ঈদৃশী জিজ্ঞাসাতে, প্রসন্নের আপাদমস্তক ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। বাইবেল খানি পাছে পরিত্যাগ করিতে হয়, এই ভয় তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, এবং পিতার নিকট মিথ্যা কহিতেও প্রবৃত্তি হইল না। অতএব সত্যও হয়, অথচ আপনার গোপনীয় বিষয়টী প্রকাশ না হয়, তিনি এমন একটী উত্তর ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, এমন সময়ে নব আসিয়া বলিল, "বাবা! আমরা যার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি এখান হতে অনেক দূরে থাকেন; যেতে আস্‌তেই অনেক সময় গেছে।"

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, তিনি কে?"

নব বলিল, "বাবা! তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন! কিছু দিন হলো খ্রীষ্টানী পুস্তক পড়্‌তে আরম্ভ করেছেন। আর বোধ হয়, তাঁর তাই ভাল লেগেছে। দাদা আর আমি তাঁকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। কথায় কথায় রাত্রি হয়েছে, আমরা জান্‌তে পারি নি।" মহেন্দ্র বাবু প্রিয়তম পুত্রের ঈদৃশ সময়মত উত্তর শুনিয়া শান্ত হইলেন, এবং বলিলেন, "ভাল, আমি যে ভয় করেছিলাম, তোমরা তার চেয়ে উত্তম কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে।"

কিন্তু প্রসন্ন ইহাতে সন্তুষ্ট ও সুখী হইলেন না। তাঁহারা যে এক জন খ্রীষ্টীয়ানের নিকট গিয়াছিলেন ও নব যে সেই প্রধান কথাটী গোপন করিলেন, তাঁহার তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কোন প্রকারে পিতাকে ইহা জানাইতে অভিলাষ করিয়া, বলিতে উদ্যত হইলে, নব তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে সঙ্কেত করিল। তিনিও তাহাই করিলেন। কিন্তু সেই প্রতারণাতে তাঁহাদের কিছুই হইল না। পুস্তকের বিষয়ে অতিশয় সন্দেহ হওয়াতে, মহেন্দ্র বাবু সে কথা বিস্মৃত হইলেন না। গোপন করিবার অনেক চেষ্টার পর, অবশেষে তাঁহাদিগকে আপনাদের গোপনীয় সম্পদ বাহির করিয়া দিতে হইল। উহা দেখিয়া, মহেন্দ্র বাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে পুস্তকখানি ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; তৎপরে দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে সেই পুস্তকরত্ন ভস্মসাৎ হইল।

হায়! প্রসন্নের অতি যত্নের সেই পুস্তকরত্ন নষ্ট হইল। সেই রাত্রিতেই ইহা গোপনে পাঠ করিবেন, এই মনে করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নবৎ অন্তর্হিত হইল; বাইবেলের সত্য বাক্য, ও জ্ঞানের কথা সকল অবগত হইবেন, এই অভিলাষে একবারেই নিরাশ হইলেন।

বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় এই যে, ত্রাণকর্ত্তার প্রেমের বিষয় বিশেষ
প শিক্ষা করিবেন বলিয়া, তিনি আপনার অন্তঃকরণে যে
শাবীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইবামাত্র, শুষ্ক
ইল। ফলতঃ উহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আর
র্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে
নবরত অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। ইহাতে মহেন্দ্র বাবু
ারো ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার এই আশঙ্কা হইল যে, আপনি
যরূপ ভাবিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয়ান পুস্তক আপনার পুত্রের মন তদ-
পক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে যাহা আসিল,
তাহাই বলিয়া সন্তানদ্বয়কে এত গালি দিলেন যে, অবশেষে তাঁহারা
আহার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। বাটীতে
বাইবেল আনাতে বাটীর সকলেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন,
প্রসন্ন ইহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন। পিতামহীর নিকট অত্যন্ত
তিরস্কৃত হইবেন, এমন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল তিনিই
সেই গুরুতর দোষের উল্লেখ না করিয়া, তাঁহার নিরাশতায় শুষ্ক
দুঃখিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রসন্ন ঘরের ভিতর হইতে বাহির
হইতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধা তাঁহাকে অন্তরালেন ডাকিয়া অশ্রুপূর্ণ
লোচনে বলিলেন, "প্রসন্ন! তোমার বাপ বড় নিষ্ঠুর। তিনি রাগ
করে তোমায় অন্যায় বকেছেন, তুমি বইয়ের জন্য কিছু মনে করো
না, আমি কাল সকালে এর প্রতিকার কর্‌ব।" প্রসন্ন পিতামহীকে
অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার এই কথা শুনিয়া, সন্তুষ্ট
হইলেন, এবং উপরে উঠিবার সময়ে মনে মনে ভাবিলেন, "ঠাকুরমা
হয় তো কাল আমাকে কতকগুলি মিষ্টান্ন দিবেন, নয় আপনার
হাতে আমার জন্য ব্যঞ্জন পাক করবেন। তিনি কি আর কেউ যে
আমার ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে পারেন না, তা তিনি কিছুই ভাবেন নাই।"

প্রসন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুদায় প্রমাণ বুঝিতে পারেন নাই বটে, কি ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অনন্তকালের নিমিত্তে বিনষ্ট হইবে হইবে, তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তা আরম্ভ হইয়াছিল। এ নিমিত্তই তাঁহার পরিবারের অন্যান্য লোকে যে পুস্তককে অকর্ম্মণ্য অনিষ্টকারক বোধ করিলেন, সেই পুস্তকের প্রতি তাঁহার তাদৃ যত্ন হইল। তিনি পিতামহীর বিষয়ে যে অনুমান করিয়াছিলে সে তাঁহার ভ্রমমাত্র ছিল! তিনি পরদিন আপন গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা অতি সাবধানে কখানি পুস্তক বস্ত্রমধ্যে আচ্ছাদন করিয়া, তাঁহার নিকট আসি নি, এবং "দেখো, কেউ যেন টের পায় না" কাণে কাণে এই কথা বলিয়া, তাঁহার হাতে সেই পুস্তকখানি দিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। প্রসন্ন ইহাতে বিস্মিত হইয়া আপনার ঘরে আসিলেন; এবং সেই খানি কি পুস্তক, জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দ্বার রোধ পূর্ব্বক পাত উল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই খানি নূতন ধর্ম্ম নিয়ম জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। পূর্ব্ব পুস্তক খানির ন্যায় সেই খানির কাগজ সাদা, অক্ষর পরিষ্কার, ও ভাষা সুললিত ছিল না বটে, কিন্তু উহাতে সেই মঙ্গলময় সত্য বাক্য ও বিনষ্টপ্রায় পাপিদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় লিখিত ছিল। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল হইল, যে পুস্তকখানি প্রসন্নের পিতাকে দেওয়া হইয়াছিল, এ সেই পুস্তক। যিনি ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিয়া ঐ পুস্তক খানি দিয়াছিলেন, তিনি এখন স্বর্গগত হইয়াছেন। "জলের উপরে তোমার ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও, তাহাতে অনেক দিনের পরে ফল পাইবা," এই অলৌকিক প্রতিজ্ঞার কি আশ্চর্য্য পরিণাম!

প্রসন্ন উহা পড়িলেন, এবং বিস্তর বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু

হার অনেক বিষয় বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ পরের ন দিন, বাটীতে এত গোলযোগ হইল যে, তিনি কোন প্রকা- হি উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইলেন না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বে হার কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি হইল না। বাটীর পরিবারবর্গ বিশেষতঃ লোকেরা তাঁহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। ত্যেকেরই যার পর নাই আনন্দ হইল। নূতন বধূকে গ্রহণ রিবেন বলিয়া, প্রসন্নের মাতা ও পিতামহীর আহ্লাদের আর ীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাদৃশ আনন্দিত হইলেন কেন, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু পিতা মাতারা আপন সন্তানদিগকে সংসারী দেখিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হন, আর কিছুতেই সেরূপ হন না; ইহা সকলেই জানেন। সৌদামিনী ও নিস্তা- রিণী নামে আর দুই বধূ ইতিপূর্ব্বেই পতিগৃহে (অথবা শ্বশুর গৃহে বলিলে হানি নাই) বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিয়া নিষ্কর্ম্মে দিন কাটাইবার আর এক জন সঙ্গী পাই- বেন ভাবিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। নব শুনিয়াছিলেন যে, নূতন ভ্রাতৃপত্নী লেখা পড়া জানেন। আপনার পরিচিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এটী অতি অসাধারণ গুণ। হিন্দু ব্যবহারা- নুসারে প্রসন্নের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া, আপনি তাঁহার ভার্য্যার সহিত অনায়াসেই কথাবার্ত্তা করিতে পারিবেন, এই সকল ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; এবং নূতন ভ্রাতৃপত্নীকে লেখা পড়া শিখাইবার ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্তে উৎসুক হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য কুমার ও চন্দ্রকুমার প্রসন্নের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাহার পত্নীর সহিত কখনো কথাবার্ত্তা করিতে, অধিক কি, তাঁহার মুখ দেখিতেও তাঁহাদের প্রতি নিষেধ ছিল, তথাপি তাঁহারা আমোদ

করিতে লাগিলেন, এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, উহাতে আপনার পুত্রের অনেক উপকার হইবে।

পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসন্নই কেবল উদাসীন ছিলেন। পিতা মাতা মনোনীত করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন; তিনি বিবাহের পর আপন পত্নীকে যদিও কখন কখন দেখিয়াছিলেন, ও সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের আন্তরিক ভাব ও অভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারেন নাই। অন্যান্য দেশে যে আন্তরিক ও মানসিক সমবেদনায় পতি ও পত্নী দাম্পত্যসূত্রে সম্বদ্ধ হন, প্রসন্ন আপন পত্নীর নিকট সে আশা করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী উচিতরূপ শিক্ষা পান নাই। পিতার অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিতেন, এবং আপন বাটীর ভিতরের ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। অধিক কি ইতিহাস ও ভূগোল যে কি পদার্থ, তাঁহার তাহা কিছুই জানা ছিল না। অতএব ঈদৃশী ভার্য্যার সহিত কোন বিষয়ে কি তাঁহার মিলন হইতে পারে? প্রসন্ন এই সমুদায় ভাবিয়া ভাবিয়া, প্রথমতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; অবশেষে সেই চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পত্নীকে শিক্ষিত করিয়া, আপনার অনুরূপ সহচারিণী করিবেন, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞায় নিশ্চয়ই যে কৃতকার্য্য হইবেন, সম্পূর্ণরূপে এই আশা করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি অতিশয় উদাসীন ভাবে উপস্থিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিবাহের দিন উপস্থিত হইল; প্রসন্ন শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দর্শনাগত মহিলাগণে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইল। তিনি তাঁহাদের উৎসব ও আনন্দধ্বনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন। পুরুষ মাত্রেই এই ক্রিয়াতে নিমন্ত্রিত হন নাই। প্রসন্ন উপস্থিত হইবার

কিছুকাল পরেই একটী ঘরে নীত হইলেন। সেখানে অন্য লোক আর কেহই গেল না। তথায় তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সৌম্যমূর্ত্তি আপন পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ভার্য্যার নাম কামিনী; কামিনীর দীর্ঘ ছন্দ, প্রশান্ত মূর্ত্তি, সুঠাম গঠন, আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচন, প্রশস্ত ললাট, নেত্রপত্র পক্ষ্মল, তাঁহার আপাদ লম্বিত সুন্দর কেশপাশ সুগন্ধ তৈল মিশ্রিত করিয়া বন্ধ ও সিন্দূরে সুশোভিত, কথাবার্ত্তা মৃদু ও মিষ্ট, এবং বিনয়ই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার বদনে স্বররূপে অবস্থান করিতেছে। তিনি অলঙ্কারে একবারেই আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার মণিবন্ধে তিন প্রকার ভূষণ, কণ্ঠদেশে চিক ও মুক্তার মালা, কেশপাশ মহামূল্য প্রস্তরখচিত স্বর্ণময় শিরোভূষণে সুশোভিত, নাশিকায় নথ, কর্ণে ঝুমকা এবং ঝুমকার প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে এক একটী মণি, বাহুযুগল সুগঠিত স্বর্ণময় বাজু ও তাবিজে অলঙ্কৃত, এবং পদদ্বয় কেবল রুপার আট গাছা মল। পায়ে পরিয়া স্বর্ণের অবমাননা করিলে সেই মহামূল্য ধাতুতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই কুসংস্কার থাকাতেই হিন্দুরা পায়ে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান করেন না।

গৃহে প্রবিষ্ট হইবার সময়, কামিনীকে ম্লান ও ক্লান্ত বোধ হইল। তিনি সঙ্কুচিত ভাবে পতির প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার তাদৃশ ভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বদিন তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মের একটী অতি জঘন্য আচার করিতে হইয়াছিল। সেই আচার এত জঘন্য যে পৌত্তলিকেরাও উল্লেখ করিতে লজ্জিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি নীচ, সকল হিন্দু পরিবারের মধ্যেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বদিন ঐ ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বিবাহের সমুদায় বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

কেবল এই মাত্র লেখাই যথেষ্ট যে, কামিনীর আত্মীয় স্ত্রী
কতকগুলি প্রতিবেশিনী রমণীর সহিত অন্তঃপুরের উঠানে এ
হইলেন। তথায় তাঁহারা একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহার মধ্যস্থ
কামিনীকে বসাইলেন; এবং তাঁহার ও পরস্পরের গাত্রে হরি
মিশ্রিত কাদা ছিটাইয়া দিলেন। এই সময় নানাবিধ কুৎসি
তামাসা, অনুচিত কথাবার্ত্তা ও অশ্লীল গান করিয়া পাগলের ন্যা
কন্যার চতুর্দ্দিগে সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে সক
স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত অপবিত্র বিবেচনা করা উ
তাহারাও ইহাতে মিলিত হইল। আমাদের আর অধিক বর্ণন
করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নিষ্ঠুররূপে
অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়াও যে পাপের অদ্বিতীয় নিবারক মানসিক
ও আন্তরিক পবিত্রতা রক্ষা করেন না, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ

সমুদায় প্রস্তুত হইলে, তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার সংযোজিত
করিবার নিমিত্ত পুরোহিত উপস্থিত হইয়াছেন, প্রসন্ন ও কামিনীকে
এই কথা বলা হইল। তিনি আলোচাউল, ফুল, গঙ্গাজল এবং
চন্দন দিয়া, "হে মহাপ্রভাসম্পন্ন সূর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর! জগতের
আলোক! বিষ্ণুর শক্তি! বিশ্বের প্রভো! পবিত্র আত্মন্! শ্রম-
শক্তিদাতঃ! হে সহস্ররশ্মি আমাদের পূজা গ্রহণ কর,
এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও," এই মন্ত্র পাঠ করিলেন।
প্রসন্নও রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, ঐ মন্ত্র
পড়িলেন। অনন্তর পুরোহিত অন্যান্য অনেক মন্ত্র পাঠ
করিলেন। বর কন্যা তাঁহার আদেশানুসারে অঞ্জলিবদ্ধ ও পর-
স্পরের মস্তক স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য করিলেন। তৎপরে একটী
প্রার্থনার পর ক্রিয়া সমাপন হইল। সেই প্রার্থনা এ স্থলে
উল্লেখের যোগ্য নহে। আমরা তৎকালে প্রসন্নের অন্তঃকরণে

বেশ করিতে পারিলে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যায়মান অভক্তি
য় সেই দিনের ক্রিয়াতেই অত্যন্ত বদ্ধমূল হইল, তাহা দেখিতে
াইতাম। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যে ধর্ম্ম এত অপবিত্রতায়
মিশ্রিত, তাহা বিশুদ্ধি, পবিত্রতা ও সত্যের উৎস ঈশ্বর হইতে
কোন প্রকারেই উৎপন্ন হইতে পারে না।

উল্লিখিত ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত দশবিধ ধর্ম্মক্রিয়ার মধ্যে নবম। প্রত্যেক মনুষ্যের স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা জীবনাবধি পর্য্যায়ক্রমে এই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। জন্মের পূর্ব্বে দুটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি হইয়া থাকে—জাতকর্ম্ম; নামকরণ; অন্নপ্রাশন; কর্ণবেধ; উপ-নয়ন; বিবাহ; পুনর্ব্বিবাহ; এবং শ্রাদ্ধ।

পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইলে, মহা উৎসব হইতে লাগিল। প্রসন্নের শ্বশুর মহা সমারোহে দর্শনাগত স্ত্রীলোকদিগকে ভোজ দিলেন; এবং নৃত্য গীতাদি যথেষ্ট আমোদ হইল। অনন্তর বর কন্যা বিদায় হইলেন। কন্যা আচ্ছাদিত পাল্কীর মধ্যে নীত হইলেন। বাহকেরা আসিবার পূর্ব্বে, তাহারা ও অন্যান্য লোকে তাঁহার রূপ লাবণ্য দেখিতে পাইবে না বলিয়া, নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহাকে উহার মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পিতৃগৃহে যেরূপ রুদ্ধ ছিলেন, তদপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর রুদ্ধ হইতে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুনর্ব্বিবাহের পর বাহকগণ নববধূ কামিনীকে যে বাটীতে লইয়া গেল, তাহা অধিকাংশ হিন্দুদের বাটীর রচনাপ্রণালীক্রমে নির্ম্মিত। দীর্ঘ প্রস্তে প্রায় চৌত্রিশ হস্ত একটী সুন্দর অনাবৃত উঠান আছে; উত্তরাভিমুখ হইয়া সেই উঠানে প্রবেশ করিতে হয়। সম্মুখে

কালী, দুর্গা, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতা পূজা করিবার দালান উঠা
হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দালানে নানা প্রকার মূর্ত্তি আছে
তৎসমুদায় ধূলিধূসরিত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। কেব
উৎসব দিবসেই সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত ও বিবি
শোভাকর বস্তুতে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। ঐ অনাবৃত উঠানে
চতুর্দ্দিকে ছাদযুক্ত অল্প পরিসর বারাণ্ডা আছে, তাহাকে চকমিলান
বলা যায়। বারাণ্ডার পশ্চাদ্ভাগেই দুই সারি ছোট২ কুঠরী আছে
ঐ সকল কুঠরীতে বৈঠক ও মজ্‌লিস হইয়া থাকে, এবং বাটীর
অবিবাহিত যুবকেরাই উহাতে শয়ন ও বিশ্রামাদি করে। বাটীর
এই অংশের সমুদায় ভাগকে সদর বাটী বলে। বাহিরের লোকেরা
কেবল এই খণ্ডই দেখিতে পায়। অন্যান্য মহল তাহাদের দৃষ্টি-
গোচর হয় না। দালানের পশ্চাদ্ভাগে ঐ প্রকার আর একটী উঠান,
উহার চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী। বাটীর এই খণ্ডকে
অন্তঃপুর কহে। অন্তঃপুর হইতে সদর বাটীর উঠানে যাইবার
একটী গুপ্ত পথ আছে। যে সকল স্ত্রীলোক সচরাচর সদর
বাটীতে আসিতে পারে না, তাহারা পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে অন্যের
অদৃষ্ট হইয়া সেই গুপ্ত পথ দিয়া দালানে উপস্থিত হয়। অন্য
সময়ে তাহাদের তথায় আসিতে নিষেধ আছে; এমন কি, যে
সময়ে অতি সমারোহে পূজাদি হইয়া থাকে, তৎকালেও তাহারা
সর্ব্বদা দালানে গতায়াত করিতে পারে না, অন্তঃপুরেই থাকে।
অন্তঃপুরের মধ্যে ঠাকুর ঘর আছে। উহা অতি পবিত্র স্থান,
বাটীর পরিজনদিগের মধ্যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, প্রায় অনেকেই
প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুর প্রণামাদি
করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাহাদের নিত্য পূজা আহ্নিক প্রভৃতি
করা অভ্যাস আছে, তাহারা ঠাকুর ঘরেই তাহা সম্পন্ন করে।

অন্তঃপুরের মধ্যে আর যে সকল গৃহ আছে, তাহাতে রন্ধন, শয়ন ভোজন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেবল ঐ সকল নির্জ্জন বড় বড় কুঠরী ও বারাণ্ডাতেই পরস্পর মিলিত হইতে ও কথোপকথন করিতে পারে; সদর বাটীর উঠানে অথবা তৎসংলগ্ন কুঠরীতে যাইতে তাহাদের একবারে নিষেধ।

মহেন্দ্র বাবুর বাটী ঠিক এই রূপে নির্ম্মিত। উহা দোতলা। দ্বিতীয় তল অন্যান্য বিষয়ে ঠিক প্রথম তলের মত, কেবল দালানটী দোতলা নহে; উহার একটী মাত্র ছাদ। এই নিমিত্ত দালানটী দেখিতে যেরূপ সুন্দর, অন্যান্য অংশ সেরূপ নহে। যদি বল, ঐ বাটীতে অধিক কুঠরী। সত্য। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা ধনাঢ্য, তাঁহারা প্রায়ই বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণ করেন, এবং নিজ বাটীতে তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। বাটীর পরিবারদিগের মধ্যে যাহারা বিধবা, গৃহস্বামীর সহিত নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও, তাহারা বিবেচনা করে, যে আমাদের ভরণ পোষণ ও আনুকূল্য করা ইহাঁরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই বিবেচনা করিয়া, তাহারা তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়ে।

মহেন্দ্র বাবু এই সকল প্রাচীন রীতি পদ্ধতি এক বারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকেও অনেকগুলি লোককে প্রতিপালন করিতে হইত। মাসী, ছোট পিসী, পিতৃব্য পুত্রের বধূ, বিধবা ভাগিনেয় বধূ, খুড়্‌শাশুড়ী এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ইহারা সকলে তাঁহার পরিজন মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহার মাতা তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, মাতার প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত, মহেন্দ্র বাবুর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা রাজেন্দ্র বাবুও পৈতৃক বাটীর অধিবাসী ছিলেন। পাঠকগণের স্মরণে থাকিতে পারে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত

হইল, এই ব্যক্তি শৈশবাবস্থায় অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন ; ইনি অদ্যাপি বলিষ্ঠাবস্থায় যুবক পুত্রদ্বয়ের সহিত জীবিত থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিবার অব্যবহিত পরেই স্ত্রী বিয়োগ হয়। তদবধি ইনি আর বিবাহ করেন নাই। মহেন্দ্র বাবুর একটী পিতৃহীন পিতৃব্য পুত্রও সেই বাটীতে বাস করিত। তিনি তাহার প্রতি সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তৎকালে মহেন্দ্র বাবু সমারোহে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন ; তাহাতে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এদিকে তাঁহার চারিপুত্র, তন্মধ্যে তিন জন বিবাহিত হইয়াছিলেন। সূর্য্যকুমারের দুই ও চন্দ্রকুমারের এক পুত্র ছিল। মহেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা হেমলতা, তাঁহার পত্নী ও তিনি স্বয়ং, সমুদায়ে চব্বিশ জন পরিবার। এতদ্ব্যতীত অনেক দাস দাসীও ছিল।

প্রসন্নের পুনর্ব্বিবাহের পর প্রায় তিন মাস অতীত হইলে, এক দিবস সূর্য্যকুমারের পত্নী সৌদামিনী অন্য মনস্কা হইয়া বারাণ্ডাতে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার শিশু সন্তান গোপাল তদীয় পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে কামিনী এক খানি রামায়ণ হস্তে লইয়া আপনার কুঠরী হইতে বহির্গতা হইলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বারাণ্ডার রেলে ঠেস দিয়া ভূমিতেই বসিলেন। অনন্তর যে প্রকার বিশেষ স্বরে সচরাচর বাঙ্গালা কাব্য পাঠ হইয়া থাকে, সেই রূপ স্বরে তিনি রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনী বলিলেন, "কামিনি! তোমার এই বই খানি দেখে আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমার কাছে শিব পূজা শিখি এবং তুমি যেমন রোজ প্রাতঃকালে শিবপূজা করে থাক, সেই রূপ আমিও করি ; গোপালের বাপেরও বড় সাধ।" কামিনী বলিলেন,

"দিদি! তুমি পড়তে অভ্যাস কর, তা হলে শাস্ত্রে যে সব পূজার বিধি আছে, শিখাবো। আমাকে বল্লে আমিই তোমাকে পড়াতে পারি।"

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "না কামিনী, তা হবে না, আমি বই পড়তে শিখ্‌লে গোপালের বাঁপ বড় রাগ করবেন ; সে ছাড়া আমার ছেলে পুলে আছে ; আর দেখ, আমাদের বংশে কেউ কখন পড়া শুনা করে নি, আমাকেই প্রথম আরম্ভ কর্ত্তে হবে। যা কখন হয় নি, তা কর্ত্তে নেই।"

কামিনী জন্মাবধি তাদৃশ তর্ক বিতর্ক শুনিয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং সৌদামিনীর বাদানুবাদ তাঁহার হৃদয়রঞ্জক হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি আজ সকালে আমার পাখিকে পড়াতে শুনেছ, বোধ হয় তোমাকেও তেমনি করে শিব পূজার মন্ত্রগুলি শিখাতে হবে ; যা হোক, আরম্ভ করা যাবে কখন?"

সৌদামিনী বলিলেন, "তোমার মত হলে, এখনি আরম্ভ করা যায়। আমার বোধ হয়, গোপাল অনেকক্ষণ ঘুমোবে, একটু বসো, নিস্তারিণীকে ডেকে আনি। তারও শিব পূজা শেখা চাই।"

চন্দ্রপত্নী কামিনীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না। নিস্তারিণীর বিরক্ত হইবার কারণ এই ;—ইতিপূর্ব্বে কামিনীর অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দুঃখ হওয়াতে, তিনি একবার আপনার মাতাকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মহেন্দ্র বাবু সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিমিত্ত এক খানি সুন্দর বস্ত্র আনিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই সামান্য বস্তু দিয়া কামিনীকে সন্তুষ্ট ও পিতৃগৃহগমন সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন। নিস্তারিণী, তাঁহার ন্যায় পরিচ্ছদ প্রাপ্ত না হওয়াতে, কামিনীর দুঃখ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া উল্লেখ

করিয়া বলিলেন, "কামিনী চালাক মেয়ে। এ বাড়ীতে যে কাঁদে, সেই খেতে পায়," এই সশ্লেষ বচন বলিয়া, শ্বশুরের প্রতি যথাসাধ্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কলহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। প্রসন্নের পিতামহী তিরস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন।

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এই রূপে তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন হয়; সৌদামিনী এই সময়ে নিস্তারিণীকে কামিনীর নিকট পড়িবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন প্রকারেই মিলন হইল না।

নিস্তারিণী সৌদামিনীকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি, দিদি! তুমি কি পাগল হয়েছ? সেজোবউ সবে সে দিন এসেছে, এর মধ্যেই শ্বশুরের এমনি সো হয়েছে, যে তিনি আমাদের কেবল মিষ্টি কথায় ভুলান, আর ওকেই সব ভাল ভাল জিনিস দেন। আর ওরই কাছে বসে শিব পূজা শিখ্‌তে হবে! আমি ভাই সত্তি বল্‌ছি, কামিনীর সঙ্গে আমাদের ভাব সার্ব না থাকাই ভাল! ওর কাছে আমাদের কিছু শিখে কায নাই। আর একটু পড়তে জানে বলে ওর অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, একি কখন সহ্য হয়? যা হোক, ও কিছু দিন পরে জান্‌তে পার্‌বে। দিন কতক চুপ করে থাক, রান্নার পালা আস্‌তে দেও, তখন জান্‌তে পার্‌বে যে, লেখা পড়ায় ব্যঞ্জন মিষ্টি হয় না। ভাল ও যদি না বুঝ্‌তে পারে, সেজো ঠাকুরপো ত পারবে। তখন ওর পক্ষে ভাল হবে না। সন্তান হলে, আরো মন্দ হবে। বোধ হয়, ছেলে দুদের জন্যে কাঁদলে রামায়ণ শুনাবে, না হয়, শিবের নাম জপ করে ছেলেকে ঘুম পাড়াবে।" সৌদামিনী, নিস্তারিণীর এই সমুদায় কটূক্তি শুনিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ছি নিস্তারিণি! তুমি কামিনীকে কাঁদালে? দুর্ব্বাক্য বল্‌তে তোমার কি

কিছু ক্লেশ বোধ হলো না? তুমি দেবতার নিন্দা কর্‌লে। ভাল, এখন যাও; অলুক্ষণে এই ঝগড়া ভুলে যাও।"

"বড় দিদি, আমাকে বড় ভাল বাস্‌তেন, এখন আমার শত্রু হলেন। আমি এমন কখন সহ্য করব না। গলায় দড়ি দেবো, না হয় বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে জলে ঝাপ দে যেমন করে হোক, মরব," নিস্তারিণী এই কথা বলিতেং আপনার কুঠরীতে গমন করিলেন।

সৌদামিনী নিস্তারিণীর স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি তাঁহার সেই সকল বাক্যের কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। ফলতঃ সৌদামিনী নিস্তারিণীর বিপক্ষও হন নাই; তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত শান্ত, ধীর ছিলেন। সর্ব্বদাই নিস্তারিণীর উদ্ধত ভাব সহ্য করিতেন; এবং অন্যান্য সময়ের ন্যায় এখনও তাঁহাকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন।

সৌদামিনী কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার অশ্রুজল মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি নিস্তারিণীর দুর্ব্বাক্যে কিছু মনে কর না, সে কাল এজন্যে দুঃখ করবে। আমাকে শিবপূজা শেখাও, আমি মনোযোগ দে শুন্‌বো; শিবপূজা শিখে তোমার ভাশুরকে সন্তুষ্ট করতে আমার বড় ইচ্ছে।" কামিনী সৌদামিনীর সান্ত্বনা বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সৌদামিনীকে তৎক্ষণাৎ শিবপূজা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কামিনী বলিলেন, "দিদি! মনোযোগ কর। শিবপূজা কর্ত্তে হলে আগে খানিকটা গঙ্গা মৃত্তিকা নিয়ে 'আমি মৃত্তিকা লইলাম' এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তার পর শিব গড়ে একটী বিল্বপত্রের সুপৃষ্ঠে রাখ্‌তে হবে। বিল্বপত্র শিব বড় ভাল বাসেন। তার পর 'ত্রিশূলধারিন্ এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও; এবং আমার অর্চ্চনা সমাপন পর্য্যন্ত ইহাতেই অধিষ্ঠান কর।' এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তাতে

শিব স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অগ্রে আর কয়েক সম্প্রদায় দেবতার পূজা না করলে, মহাদেব তোমার পূজা গ্রহণ করবেন না। আগে গণেশ, সূর্য্য, দুর্গা, বিষ্ণু ও সর্ব্বদেবময়ী এক দেবতা, এই পঞ্চ দেবতার পূজার মন্ত্র শিখ্‌তে হবে। এঁদের এক এক জনের নাম করবার সময়, শিবের কাছে এক একটী ফুল দিতে হবে। তারপর নবগ্রহ পূজা করতে হবে। এঁদের নাম করে আগেকার মতন শিবমূর্ত্তিতে ফুল দিতে হবে। তার পর দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋৎ, বরুণ, বায়ু, ধনপতি কুবের এবং স্বয়ং মহাদেব, এই অষ্ট দিকপালের পূজা করিবে। এই সকলের পূজা হলে পাতালাধিরাজ অনন্ত ও ঊর্দ্ধ দেশের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর্ত্তে হবে।"

"এমন সময় শিবের পূজা আরম্ভ হয়। শিব পূজা এই রকমে কর্ত্তে হয়; একটী ফুল শিবকে দিয়ে আপনার মাথায় রেখে, তোমার এই সব মন্ত্র ধ্যান কর্ত্তে হবে। ইহা শাস্ত্রোক্ত; ইহাকেই শিবের ধ্যান বলে। 'তিনি নিত্য, ত্রিলোচন, রজতগিরি সদৃশ সুন্দর, চারুচন্দ্র তাহার শিরোভূষণ, মণির ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গশোভা এবং চারিহস্ত। এক হস্তে আশীর্ব্বাদ ও অপর হস্তে অভয় দান করিতেছেন; এই নিমিত্ত তাঁহাকে অভয় বলিয়া থাকে। তৃতীয় হস্তে পরশু ধারণ করেন, এবং চতুর্থ হস্তে মনোহর মৃগ শোভা পাইতেছে। তিনি প্রফুল্লচিত্ত; তিনি উপাসকদিগকে মঙ্গল বিতরণ করেন। কমল তাঁহার আসন, দেবতারা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া স্তব করিতেছেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাঁহার পরিধেয় বসন, তিনি বিশ্বের আদি, তিনি বিশ্বের বীজ, তিনি নিখিল-ভয়হর; এবং তিনি পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র।' চক্ষু বুজিয়ে আস্তেং এই ধ্যান বলে তোমার মাথা থেকে ফুল নামাবে। তার পর আর একটী ফুল শিবের মাথায় রেখে শিবের প্রতি মন খাটি করে, আবার ঐ ধ্যান পড়বে।

"এই রূপে ধ্যান সাঙ্গ করে, কোন ভদ্র লোককে খেতে বল্লে আমরা যেমন তাঁর সেবা করে থাকি, সেই রূপ মহাদেবের পূজা কর্‌তে হবে। সাত রকম কার্য্য দ্বারা তা কর্ত্তে হয়। প্রথমে পাদ্য—কোসা হতে কিঞ্চিৎ জল লয়ে পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত শিবকে দিতে হয়। দ্বিতীয় অর্ঘ্য—কোন ব্যক্তি আমাদের বাড়ীতে এলে, আমরা যেমন পা ধোবার জল দেবার পর, তামাক টামাক দিয়ে তাঁর শ্রান্তি দূর করি, এও সেই রকম। দূর্ব্ব, আতপ চাল, ফুল, গঙ্গাজল, আর চন্দন দে অর্ঘ্য প্রস্তুত করতে হয়। তৃতীয় আচমনীয়—হাত ধোবার জন্যে দিতে হয়। চতুর্থ সচন্দন পুষ্প। পঞ্চম ধূপ। ধূপ দেবার সময় ধুনা গুগ্‌গুলাদি গন্ধ দ্রব্যের ধূম কর্ত্তে হয়। ষষ্ঠ দীপ। সপ্তম নৈবেদ্য।

"শিব পূজা করবার পর শিবের অষ্ট মূর্ত্তির পূজা কর্ত্তে হবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যাজক, সূর্য্য এবং চন্দ্র এঁরাই অষ্টমূর্ত্তি; পূজার সময় প্রত্যেকের নাম করে এক একটী ফুল দেবে। তার পর দশ বার শিব নাম জপ্‌ করবে। শেষে ভূমিষ্ঠ হয়ে, 'তুমি স্বয়ম্ভু, তোমার দ্বিতীয় আর কেহই নাই, তুমিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়। হে দেব, আমার পূজা গ্রহণ করে, আমার মঙ্গল কর, এই প্রার্থনা করবে। এখন কেবল একটী অঙ্গ বাকী। সেই অঙ্গটী এই—হস্ততালি, গালবাদ্য, ও পদশব্দ; এবং তৎসঙ্গে বোম্‌ বোম্‌ মহাদেব! বোম্‌ বোম্‌ এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ কর্ত্তে হবে। এই রকম করলে শিব বড় সন্তুষ্ট হন।"

এই কথা বলিয়া কামিনী সৌদামিনীকে কহিলেন, "দিদি! আমি তোমাকে বুঝাবার জন্য বাঙ্গালায় মন্ত্র গুলির মানে বল্লুম, কিন্তু তোমাকে আসল মন্ত্র সংস্কৃতে শিখ্‌তে হবে।"

শিবপূজা সৌদামিনীর অত্যন্ত কঠিন বোধ হইল; তিনি বিবেচনা করিলেন, সমুদায় মন্ত্র শিখিতে অনেক দিন লাগিবে;

বিশেষতঃ অপরিচিত সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু কামিনী তাঁহাকে প্রত্যহ আহ্লাদপূর্ব্বক শিখাইতে স্বীকার করিলেন, এবং তাহাই স্থির হইল। এই সময়ে প্রসন্ন আপন কুঠরী হইতে বাহির হইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কামিনীকে আহ্বান করিলে তিনি সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! আমাকে এখন যেতে হলো। তোমার দ্যাওর জল খাবার দিতে ডাকুছেন।" এই কথা বলে, তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রসন্ন কামিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কামিনী সাতিশয় ধীর প্রকৃতি ছিলেন; এবং যদিও তাদৃশ লেখা পড়া শেখেন নাই বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল যে, স্বামী তাঁহাকে যাহা শিখাইতে ইচ্ছা করিতেন, অল্প শিক্ষা দিলেই তাহার অধিকাংশ শিখিতে পারিতেন। কামিনীও পতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্ঞান করিতেন। যাহা হউক, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে প্রসন্নের মনোমত হইয়াও এক বিষয়ে তাহার অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামিনীর পৌত্তলিক ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও সাংসারিক বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্না হইয়াও, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। অতি গর্হিত কর্ম্মেরও বিধি শাস্ত্রে থাকিলে, তিনি তাহা করিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। বালকবৎ কার্য্যও শাস্ত্রবিহিত হইলে, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা হইত না। অতি অসম্ভব উপাখ্যানও শাস্ত্রোক্ত বলিয়া অম্লান মুখে বিশ্বাস করিতেন; এবং অতি অসৎ কার্য্যও ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বোধ হইত।

প্রসন্ন ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে সত্যালোকে

উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও, কামিনীর মন তদবধি শয়তানের দুশ্চেষ্টায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া রহিয়াছিল। শয়তান তৎপথাবলম্বিদিগকে সেই রূপ রাখিতে ভাল বাসে। প্রসন্ন অন্তঃকরণে প্রায় খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। বিবাহ হওয়াতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন হইলেন; এবং এই সুযোগে সানন্দ মনে আপনার খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে তাঁহার যে যে সন্দেহ ছিল, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন নিস্তেজ উপাসনার প্রতি দিন দিন তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে লাগিল, এবং ইহার একই প্রকার নীতিশিক্ষা ও স্থূল পদার্থের প্রশংসা আর তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিতে পারিল না।

রামদয়াল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, যেমন আমরা তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারি না, তেমনি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের মধ্যেও অনেক বিষয় মনুষ্যের বোধগম্য হয় না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে আমাদিগকে প্রকৃত যুক্তিবিরুদ্ধ কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেয় না।" প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের ত্রিত্বের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। রামদয়াল বলেন, "তাহা যুক্তির অতিরিক্ত, কিন্তু বিরুদ্ধ নহে; আমরা অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত বুঝিতে পারি না।" তিনি একটি উদাহরণ দিয়া এই আপত্তি বিশেষরূপে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, "এমন ত অনেক বিষয় আছে, যাহা মানববুদ্ধি ও জ্ঞানের অতীত। যখন পদার্থের বিষয়, এবং বিশেষ মন কি পদার্থ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না, তখন ঈশ্বরের অবস্থা ও অভিপ্রায় বুঝা আমাদের পক্ষে সুতরাং অসম্ভব।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, নিরপরাধিকে শাস্তি দেওয়াতে ঈশ্বরের ন্যায়সিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে কি না, প্রসন্নের অন্তঃকরণে

এক বার এই আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল; রামদয়ালের এই উত্তর কিয়ৎ পরিমাণে তাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। রামদয়াল প্রসন্নকে বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে পাপের শাস্তি দেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে না জানিলে, মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই কার্য্যের ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করিতে পারে না। আমাদের ইহা স্মরণ করা উচিত, যিনি পাপিদিগের নিমিত্তে আত্মপ্রদান করিয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছানুসারেই তাহাদের প্রাপ্য দণ্ড স্বয়ং সহ্য করিয়াছেন। ঈশ্বরের এই কার্য্যের ন্যায়ান্যায় জানিতে হইলে, এই জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ শাসন প্রণালীর চরম অভিপ্রায় কি, তাহাও আমাদের জানা উচিত। অধিক কি, তাহা হইলে, আমাদিগকে তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধির সহভাগী হইতে হইবে। কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই এই সমুদায়ের অধিকারী হইতে পারি না। রামদয়াল আরো বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ যীশুকে প্রেরণ করিয়া যেমন এক উপায়ে জীবের প্রতি বাৎসল্য ও ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় কেহ কি উদ্ভাবন করিতে পারেন? এই উপায়ে কি সর্ব্বশক্তিমান অধিরাজের পবিত্রতা, জ্ঞান ও সত্যতা রক্ষিত হয় নাই? এই উপায়ে কি প্রকৃতরূপে পাপ প্রকাশিত হয় নাই? এই উপায়ে কি ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপির অন্তঃকরণে অভিলষিত ফল উৎপাদিত হয় নাই? অধিক কি বলিব, এই উপায়ে কি নশ্বর মানবের গোচর বা অগোচর ঐশিক ন্যায়পরতা ও জ্ঞান এবং দয়া সম্বন্ধীয় অভিপ্রায় সকল অসীম সুফলজনকরূপে সুসিদ্ধ হয় নাই?

প্রসন্নের অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কুসংস্কার ছিল না; তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে সত্যানুসন্ধান করিতেছিলেন; সুতরাং এতাদৃশ তর্ক বিতর্কে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতাবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান

জন্মিল। তাঁহার ঐ জ্ঞান কেবল মানসিক ছিল না। অনেক লোক মনে মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য জানে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করে না। প্রসন্নের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। যীশু স্বীয় প্রেম-রজ্জুতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার পাপভার বিলক্ষণ অনুভব করিয়া, ত্রাণকর্ত্তার প্রয়োজন জানিতে পাইলেন।

আমাদের পবিত্র ধর্ম্মের গুণ এই যে, ধর্ম্মের জ্যোতিঃ যাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তিনি অন্যের পারমার্থিক মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। নবশিষ্য প্রসন্নের চরিত্রও তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আপন পত্নীকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। প্রকাশ্যরূপে চেষ্টা করিলে, পাছে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং রামদয়ালের সংসর্গজনিত আনন্দ ও উপকার লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি নানা কৌশলে কামিনীকে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কখনও তদ্রূপ করেন নাই।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, কামিনী জল খাবার দিবার নিমিত্ত প্রসন্নের সমীপে গমন করিয়াছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রসন্ন পিতামহীর দত্ত নূতন ধর্ম্মনিয়মখানি সসম্ভ্রমে মুদিত করিলেন। তদ্দ্বারা ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার বিশেষ সাহায্য হইত। কামিনীর প্রবেশকালে তিনি রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। তদন্তর্গত সমুদায় বিষয় তাঁহার অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক ছিল। তিনি কামিনীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার পাশে আসিয়া বসো, আজি আমরা একত্র আহার করি, কেহই আমাদের নিকট আসিবে না। আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি ইহাতে কিছুই দোষ

বোধ কর না। যে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম, তোমার সহিত সে বিষয়ে কথা কহিব।"

কামিনী আপনার প্রতি প্রিয়তমের সর্ব্বদা বয়স্যবৎ ব্যবহারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন, ও আপনাকে সম্মানিতা বোধ করিতেন। তিনি পতির তাদৃশ অনুরোধে পরম পুলকিত হইয়া হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনী! তুমি জান. জগতে আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম আছে?"

কামিনী বলিলেন, "হাঁ, মুসলমান্ ধর্ম্ম আছে।"

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ, মুসলমান ধর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর একটী ধর্ম্মও আছে, আমি সেই ধর্ম্মের বিষয় পাঠ করিতেছিলাম। সেই ধর্ম্মে সমুদয় মনুষ্যকে পাপী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।"

কামিনী বলিলেন, "হাঁ, তা আমার সত্য বোধ হয়; পাপ না করে, এমন মনুষ প্রায় দেখ্‌তে পাই না। এই সুখের বিষয় যে পাপ যেমন আছে, পুণ্যও তেমনি করা যেতে পারে। ঐ সব কর্ম্ম দুঃসাধ্য নয়। পুণ্য কর্ম্ম করতে পারলে পাপ হতে মুক্ত হয়ে আমরা ইন্দ্রলোকে যেতে পারবো।"

প্রসন্ন বলিলেন, "এ পুস্তকে বলে, পুণ্যকর্ম্ম কিছুই নাই।"

কামিনী এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, পুণ্য কর্ম্ম নাই! দরিদ্রকে দান করলে, ব্রাহ্মণ ভোজন, পুষ্করিণী খনন করালে, ব্রতনিয়ম করলে কি পুণ্য হয় না?"

প্রসন্ন বলিলেন, "না। এ পুস্তকে ঐ সমুদায়কে পুণ্য কর্ম্ম বলে না। আমরা প্রত্যেক সৎকার্য্য করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর

সমীপে ঋণী। সুতরাং তৎসমুদায় করিলেও আমাদের ঋণ পরিশোধ ও কর্ত্তব্যমাত্র সম্পাদন করা হইল। তাহাতে কিছু পুণ্য নাই।"

কামিনী বলিলেন, "তবে ঐ ধর্ম্মে কোন উপকার নাই; পুণ্য কর্ম্ম করে পুরস্কার না পেলে, তা করতে কার প্রবৃত্তি হবে? আচ্ছা সেই সৃষ্টিছাড়া ধর্ম্ম যারা মানে, তারা কি প্রকারে স্বর্গে যাবে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "আর এক জনের পুণ্য দ্বারা।" কামিনী বলিলেন, "আমি এরূপ সহজ কার্য্যের কথা কখন শুনি নাই। কিন্তু ওদের বিলক্ষণ ভ্রম দেখ্‌তে পাচ্ছি। কারণ সকলে পাপী হলে, কেউ উদ্ধার করতে পারে না।"

প্রসন্ন বলিলেন, "তাহা নহে, উহাদের ভ্রম হয় নাই। সেই ত্রাণকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর অবতার। তিনি নিষ্পাপ, অতএব পাপিদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন।"

কামিনী বলিলেন, "এতে তোমার এই বলা হচ্ছে, যে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। ভাল, যদি তাই হয়, তবে এতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আমাদের দেবতারা কি ঐ রূপ করেন না? কিন্তু ঈশ্বরের অবতার হবার আবশ্যক কি? তাঁর কথাতেই ত সব হতে পারে, তিনি ইচ্ছা করলে পাপিরা অমনি স্বর্গে যেতে পারে। তাঁর কি বিষ্ণুর মতন বিশেষ বিশেষ কার্য্য করতে হয়েছিল?" প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনি! তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে।" প্রসন্ন অতর্কিতভাবে এই কথা বলিয়া, পরে সাবধান হইয়া বলিলেন, "এই পুস্তকে যেরূপ লেখা আছে, তদনুসারে তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, এই ধর্ম্মাবলম্বিরা ঈশ্বরাবতারের পুণ্যদ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।"

কামিনী বলিলেন, "ভাল, তাঁর পুণ্যকর্ম্মে মানুষের কেমন করে উপকার হতে পারে?"

প্রসন্ন কহিলেন, "ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারেই এই প্রকারে সম্পাদিত করেন। ঈশ্বর পাপের শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যু সহ্য করিবার জন্যে মানবরূপ ধারণ করিলেন; এবং সেই দণ্ড ভোগ করিয়া মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আত্মপ্রদান করিলেন। সামান্য মনুষ্যের জীবন অপেক্ষা তাঁহার জীবন অধিকতর শ্রেষ্ঠ; সুতরাং কেবল তাঁহার জীবনদানেই পৃথিবীর সমুদায় লোকের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

কামিনী বলিলেন, "তা বুঝতে পারি, যদি সত্য হয়, কিন্তু সত্য হতে পারে না। রাজা প্রজার জন্যে প্রাণ দান করবেন, এ কেমন অসম্ভব কথা! এরূপ নম্রতার কথা কে শুনেছে! আমাকে কি এই বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বরাবতারের পুণ্য দ্বারা আমাদের উদ্ধার হবে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনি! কেবল এই নিয়ম আছে যে, আমাদিগকে তাঁহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম করিতে হইবে।"

কামিনী কহিলেন, "তা হলেই আমাদের যত ইচ্ছা, তত পাপ করতে পারি?

প্রসন্ন বলিলেন, "ঈশ্বর নিষ্পাপ ও পবিত্র। তোমার বিবেচনায় তিনি কি প্রকার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইতে পারেন।"

কামিনী বলিলেন, "পবিত্র ও নিষ্পাপ কর্ম্মেই ঈশ্বর তুষ্ট।"

প্রসন্ন কহিলেন, "যথার্থ বলিয়াছ। তন্নিমিত্তেই এই ধর্ম্মাবলম্বিরা, যাঁহার দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট

করিবার জন্য পবিত্র আচারে জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করেন।"

এই কথা শুনিয়া কামিনী ঈশ্বরাবতারের বিষয় আরো জানিতে ইচ্ছুক হইলেন!

প্রসন্ন বলিলেন, "অনেক বৎসর হইল, তিনি যিহুদা দেশে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হরির ন্যায় শূকর, কূর্ম্ম বা বামণ রূপে অবতার হন নাই। উপদেশকের ন্যায় মনুষ্য-মণ্ডলীতে বাস ও দ্বাদশ শিষ্য সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণ করিতেন। যেখানে যাইতেন, সেই খানেই লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন ও অদ্ভুত রূপে তাহাদের পীড়াশান্তি করিতেন। তিনি কথামাত্র বলিলেই তাহাদের রোগ দূর হইত, তাহা কেবল নয়, তিনি অন্ধকে দর্শনশক্তি দান, বৈদ্যে যে কুষ্ঠরোগ নিবারণ করিতে পারিত না, তন্নিবারণ, এবং মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেন। তিনি ক্রীড়া কৌতুকের নিমিত্ত এই সমুদায় করিতেন না, লোক-দিগের প্রকৃত উপকারের নিমিত্তই করিতেন। কিন্তু অবশেষে সেই দেশের দুরাচার পুরোহিতেরা তাঁহার উপদেশে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল এবং তাঁহাকে ক্রুশে বধ করাইল।"

কামিনী কহিলেন, "আঃ! কি আশ্চর্য্য। তার পর কি হলো?"

প্রসন্ন বলিলেন, "তিনি কেবল বিদ্বান ও সাধু মনুষ্য হইলে, অধিক আর কিছুই ঘটিত না। কিন্তু তিনি যে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা তাঁহার কার্য্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার দেহ হিন্দুদের ন্যায় পোড়াইয়া না ফেলিয়া মৃত্তিকাতে সমাহিত হইল। তিনি তিন দিন কবরে থাকিয়া পুনরুত্থান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।"

কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ তাঁকে আবার বেঁচে উঠ্‌তে দেখেছে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি ও সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেখিয়াছিলেন।"

কামিনী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তবে বুঝেছি; বোধ হয়, তাঁরাই ঐ গল্পটী রটিয়েছেন। থাক থাক, আমি আর শুন্‌ব না; এবং তুমি আর ঐ বই দেখ্‌তে পাবে না। অমন বই পড়লে তোমার মন অস্থির হবে। তুমি মহাভারতের যে অধ্যায়টী শুনে হেসে থাক; এস, আমি তোমার কাছে সেই অধ্যায়টী পাঠ করি, তুমি শুন। তাতে তোমার মন প্রফুল্ল হবে, আর এই নূতন মত ভুলে যাবে।"

এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন বলিলেন, "প্রিয়তমে! আমার এখন শুনিবার সময় নাই; তিনটার সময় একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে, অতএব আমাকে এখন যাইতে হইবে!" কামিনী বলিলেন, "একান্ত কি যেতে হবে? আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু তুমি যে ধর্ম্মের কথা বল্‌ছিলে, তার নাম কি, বল দেখি।"

প্রসন্ন কহিলেন, "উহার নাম জানিবার আবশ্যক নাই; ঐ মতের বিষয়ে চিন্তা করিও; তোমার সত্য বোধ হয় কি না, আমি জানিতে চাই।"

প্রসন্ন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় অনেক দূর বলিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; এবং পাছে কামিনী তৎসমুদায় বুঝাইয়া দিবার জন্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেন, এই নিমিত্ত শীঘ্র গমনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও রামদয়ালের সহিত সেই দিন সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইতেন না। তাঁহাদের সেই সমুদায় কথোপকথনে কামিনীর অন্তঃকরণে কিছু মাত্র উদ্বোধ হইল না। তাঁহার অন্তঃকরণ পাষাণময়। সুসমাচারের

সত্যমতরূপ বীজ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুরিত ও সফল হইবার পূর্ব্বেই শয়তান তাহা তুলিয়া লইল।

কামিনী গৃহের অপর পার্শ্বে একটা গোলযোগ শুনিয়া, দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ঐ গোলযোগ নিস্তারিণীর গৃহে হইতেছে শুনিয়া তদভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তথায় চন্দ্র কুমার আছেন, বুঝিতে পারিয়া, মুখ অবগুণ্ঠন করিলেন; এবং ভাশুরের অদৃশ্য হইয়া, কি হইতেছে, শুনিবার নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রকুমার আপন পত্নীকে অত্যন্ত প্রহার করিতেছিলেন। তিনি যে নিস্তারিণীর দোষেই সেই রূপ করিতেছিলেন, এমন নহে। কারণ সকল স্থানেই স্ত্রীর সহিত কাহারো বিবাদ হইলে, স্বামীই সচরাচর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। চন্দ্রকুমারের মাতা নিস্তারিণীর দোষে তাঁহাকে দোষ দেওয়াতেই তিনি স্ত্রীর প্রতি তাদৃশ নির্দ্দয় আচরণ করিতেছিলেন! মহেন্দ্র বাবুর পত্নী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ও যার পর নাই স্বার্থপর ছিলেন। চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থান হইতে ক্লান্ত ও উত্তপ্ত হইয়া আসিবামাত্র, তাঁহার স্ত্রী কামিনীকে যে সকল তিরস্কার করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদায় তাঁহাকে অতি রুক্ষভাবে জানাইয়া বলিলেন, "তুমি যদি বউকে শাস্তি না দেও, তা হলে, আমি আজ জল-গ্রহণ কর্‌ব না।" তিনি এক বধূকে অন্য অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়া যে তাদৃশ কথা বলিলেন, তাহা নহে। স্বার্থপরতাই তাহার প্রধান কারণ। নিস্তারিণীর পিতা মাতা কেহই ছিল না; কামিনীর পিতা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বীয় কন্যার ক্লেশের কথা শুনিলে, আর তাঁহাকে আপনাদের বাটীতে রাখিবেন না। চন্দ্র মাতার ভৎর্সনা কোন প্রকারেই সহ্য করিতে না পারিয়া ও কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া নিস্তারিণীকে উপানৎ

প্রহার আরম্ভ করিলেন; এবং জননীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনার জনের সঙ্গে বিবাদ করায় কত সুখ, তা এখন বুঝে দেখ্। তুই জানিস না, বউমা কেমন লক্ষ্মী ও গুণবতী? সে তোর সঙ্গে কথা কয়, এই তোর ঢের। সে ছোটো বোন্, কোথায় তাকে আদর অপিক্ষা করবি, না তারির ওপর যত চোট্! হিংসে করবার কি আর লোক পাস্ নি? খবরদার, আর কখন এমন করিস্ নি।"

কোন কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদাই ঈদৃশী ঘটনা ঘাটিয়া থাকে। ইহার নানা কারণ আছে; কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভাবই প্রধান কারণ, কেননা ঐ ধর্ম্মে মনোগত স্নেহবৃত্তি উন্নত ও কোমলভাব সঞ্চারিত হয়, অতএব ঐ ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু। তদ্ভিন্ন সামান্য কারণেও হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে এত অজ্ঞান ও মন্দ অবস্থায় রাখা গিয়া থাকে, যে উহাদের স্বভাবে মহৎ ও উত্তম গুণ থাকিলেও তাহা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অজ্ঞতার চিরসহচারিণী ঈর্ষ্যা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশিত হয়। তাহারা অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত নানা প্রকার নীচোপায় অবলম্বন করে, ইংরাজ জাতীয় মহিলারা সদ্বিদ্যা ও সৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার শিল্পকার্য্যদ্বারা যে সুখ সম্ভোগ করেন, হিন্দু রমণীদের তাহা ভোগ করা দূরে থাকুক, বরং শিক্ষাভাবে সামান্য লেখাপড়াজনিত যে আনন্দ, তাহাতেও একবারে বঞ্চিত থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দুঃসহভার সময় গৃহ-কলহেই অতিবাহিত হয়। ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সমুদায় পরিবারের সহিত একত্রবাসও বিবাদের অন্যতর কারণ; কিন্তু এই প্রথা হিন্দুদের চিরপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

কামিনী সেই গোপন স্থান হইতেই সমুদায় শুনিতে পাইলেন; এবং আপনাকে নিস্তারিণীর শাস্তির কারণ বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন! বিশেষতঃ কামিনীর স্বভাব কোন প্রকারেই বৈরনির্য্যাতনপর ছিল না। তিনি চন্দ্রকুমারের নিয়তল গমন শব্দ শুনিবামাত্র নিস্তারিণীর নিকট গেলেন; এবং তাঁহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পরস্পরের সৌহৃদ্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এরূপ আচরণ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিস্তারিণীর ক্রমে ক্রমে দুঃখ দূর হইল! তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এক খানি কাপড়ের জন্য এত রাগ করা অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে।"

অনেকে শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, এক ঘণ্টা পরেই তাঁহাদের দুই ভগিনীর এমত সৌহৃদ্য হইল, যে তাঁহারা মোগল-পাঠান খেলিতে বসিলেন। নিস্তারিণী আপন স্বামির তাদৃশ মন্দ ব্যবহার এত শীঘ্র কেমন করিয়া বিস্মৃত হইলেন, মনে করিয়া, কোন ইংরাজ স্ত্রী সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মহিলাদের মধ্যে বাস করিলে, এই সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকারেই স্থান প্রাপ্ত হইত না! ঈদৃশী ঘটনা যে সর্ব্বদা তাঁহাদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন। এরূপ ব্যবহার তাঁহাদের মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গুরুতর দোষ বলিয়া গণ্য করেন না এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনাও হয় না।*

নিস্তারিণী ও কামিনী সেই ক্রীড়াতে অত্যন্ত আমোদিত হইলেন। অন্তঃপুররুদ্ধ হিন্দুরমণীরা যে সকল নৈপুণ্যসম্পন্ন ক্রীড়া

* হিন্দু মহিলাদের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কোন কোন স্থলে কখন ঘটিতে পারে, কিন্তু যেখানে ঘটে অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই জানা যাইবেক, যে স্বামী মূর্খ, এবং ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত। এমত স্থলে নামধারী খ্রীষ্টিয়ান পরিবার মধ্যেও এরূপ ঘটা অসম্ভব নহে।

করিয়া আমোদে কালক্ষেপ করেন, তাহার মধ্যে ইহাও একটী। মোগল ও পাঠানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। এই ক্রীড়াতে রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপে অঙ্কিত হয়, ষোলটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং একটী বৃহত্তর বর্গঘর থাকে। এক দিকে মোগল ও অপর দিকে পাঠান সৈন্য ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয়। উভয় সৈন্য দলে ষোলটী গুটিকা থাকে, ঐ সমুদায় গুটিকা খেলকদের বুদ্ধিনৈপুণ্যেই চালিত হয়।

ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে, কামিনী পতির আহার সামগ্রী লইয়া স্বীয় কুঠরীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং প্রসন্নের আগমন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু প্রসন্ন সমস্ত রাত্রি বাহিরে ছিলেন না, এগারটার সময় ফিরিয়া আসিলেন, আসিবামাত্র কামিনী উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন; এবং পতির ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত বিবেচনা করিলেন। তিনি পতি সেবার্থে যাহা যাহা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রসন্নের অন্তঃকরণে ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কামিনীকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আমার নিমিত্ত তোমার ক্লেশ পাইবার আবশ্যক নাই, তুমি বিশ্রাম কর, আমাকে প্রদীপ দেও, আমি দুই ঘণ্টা পড়িব।" প্রসন্ন প্রত্যহ সেই রূপ পাঠ করিতেন; সুতরাং কামিনী মনে কিছু না ভাবিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। পরে এক সময় বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামী সেই রাত্রে যেন প্রগাঢ় প্রেমসূচক দীন নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার উপর নত হইয়া বলিলেন, "আমার পরম প্রেয়সি! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!" কিন্তু ইহা মনোহর স্বপ্ন, অথবা জাগ্রৎ চিন্তা, তাহা কিছুই বলিতে পারেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে কামিনী জাগরিত হইয়া দেখিলেন, প্রসন্ন তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনায় ও পূর্ব্ব-রাত্রির তাদৃশ অদ্ভুতভাবে কামিনীর অন্তঃকরণ বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিতামহী প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্ত কামিনী প্রিয়তম সংক্রান্ত দুর্ভাবনার বিষয় জানাইতে তৎসমীপে গমন করিলেন। সাধুশীলা বৃদ্ধা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বাটীর কোন স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। প্রসন্নকে বাহির হইতেও কেহ দেখেন নাই। অবশেষে তিনি বাটীর সকলের উঠিবার অগ্রে অতি প্রত্যূষেই বেড়াইতে গিয়াছেন, সকলে এই স্থির করিলেন। কিন্তু বেলা হইল, প্রসন্ন আসিলেন না দেখিয়া, বাটীর পরিবারমাত্রেই ভীত হইলেন; এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র বাবুর একটী বৃদ্ধ পিসি বলিলেন, "প্রসন্নকে ভূতে নে গেছে।" যদিও সকলে এই কথায় প্রত্যয় করিলেন না, কিন্তু তৎকালে ইহাতেই সকলের অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হইল।*

* ধর্ম্মে গোপন করিবার কিছু নাই, গোপন করা উচিত নহে। পূর্ব্বে অজ্ঞানতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ নবানুরাগীগণ অনেকবার বিশ্বাস গোপন করিয়াছেন, সত্য বটে। এমন কি, খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন সম্বন্ধে কোন সংবাদও না দিয়া সংগোপনে বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু জাতি পদ্ধতিই ইহার মূল। তন্নিবন্ধন পিতৃ মাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রিয়তম সন্তানের প্রতিও অযোগ্য ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। সন্তান খ্রীষ্টীয়ান হইলে অপযশঃ বিস্তর, অথচ তাহাকে বাটীতে রাখিবার কোনই উপায় নাই, সুতরাং তদবস্থায় সন্তানগণের প্রতিরোধ করাই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এক মাত্র উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু যুবকগণ এই জন্যই ব'প্তাইজিত হইবার সময় কাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। গৃহে পুনর্গমন করিবার তাঁহাদের ইচ্ছা নাই, (ইচ্ছা নাই

সূর্য্যকুমারের অন্তঃকরণে এই ভয় হইল, যে প্রসন্ন জলমগ্ন হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এই কথা মাতার সমীপে উল্লেখ না করিয়া কেবল চন্দ্রকুমারকেই বলিলেন। চন্দ্রকুমার বিশ্বাস করিলেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে একদা প্রসন্ন বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার একটী শিরা হঠাৎ ছিন্ন হইয়াছিল। চন্দ্রকুমার, এখনও তাহাই হইয়াছে, বিবেচনা করিলেন; এবং ভাবিলেন, প্রসন্ন শোণিতস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া কোথায় পড়িয়া আছেন, বাটীতে সম্বাদ দিতে পারেন নাই। কামিনীর অন্তঃকরণে নানা প্রকার শঙ্কা হইতে লাগিল। না জানি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি শ্বশ্রূর পদতলে নিপতিত হইলেন; এবং পতির অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! লোকাচারের বশবর্ত্তিনী হইতে না হইলে, আমি কেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রিয়তমের অন্বেষণে বাহির হইতাম! পূর্ব্বে এই সমুদায় লোকাচার ক্লেশকর বিবেচনা করি নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আর আমার সহ্য হয় না।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

সে কি?) তাহা নহে। কিন্তু পুনর্গৃহীত হইবার উপায় নাই, সুতরাং যান না। কেহ কেহ তথাপি সাহস পূর্ব্বক বলিয়া আইসেন; যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। অধুনাতন হিন্দু সমাজের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে তৎকালোচিত মনোভাব জ্ঞাত করিবার অধিকতর সুযোগ হইতেছে, স্বীকার করিতে হইবেক। এমত অবস্থায় সকল বিষয় পিতা মাতা অথবা অভিভাবক গণকে জ্ঞাত করিয়া বাপ্তাইজিত হইতে আসা উচিত। অধিকন্তু যদি কোন উপায়ে বাটী পরিত্যাগ না করিলে চলে, তাহাও অনুসন্ধান করা বিহিত। জগদীশ্বর করুন, যেন এমন শুভ সময় শীঘ্র আইসে, যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস প্রযুক্ত কাহাকেও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে না!

"হা প্রিয়তম! তুমি প্রত্যাবৃত্ত না হইলে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব! হা প্রিয়তম! তুমি আমাকে সমভিব্যাহারিণী করিলে না কেন? আমি তোমার সঙ্গে বৃক্ষতলে বাস ও বিহঙ্গভক্ষ্য ফল আহার করিয়াও পরম সুখে থাকিতাম। তোমার বিরহে এই অট্টালিকা আমার মরুভূমি বোধ হইতেছে। যেমন চাতকী মেঘাম্বু পান করিবার নিমিত্ত আকাশের প্রতি চাহিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার মন তোমার চন্দ্রানন দর্শন করিবার নিমিত্ত অস্থির হইতেছে। হে নাথ! আমার হৃদয় তোমারই অধীন, তুমি আসিয়া এই অধীনীকে দেখা দাও। তোমার বিরহে আমার সমুদয় সুখ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। প্রিয়তম! যদি এ দাসীকে জীবিত রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একবার আসিয়া দেখা দেও।" কামিনী হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া এবম্বিধ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

হিন্দু মহিলারা এই রূপে উন্মত্তবৎ বিলাপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কতদূর অনুভব করেন, বলা সহজ নহে। যাহা হউক, কামিনীর সেরূপ হয় নাই; তিনি আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছিলেন। কামিনীর দুঃখে দুঃখিত এবং আপনারাও অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া, প্রসন্নের ভ্রাতৃত্রয় তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়, ও প্রসন্ন সর্ব্বদা যে যে স্থানে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা তৎসমুদায়ে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে রামদয়ালের বাটী সূর্য্যকুমারের মনে পড়িল। তাঁহারা সকলে তথায় গমন করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু রামদয়াল তাঁহাদিগকে বলিলেন, "প্রসন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনে কৃত সংকল্প হইয়া এক জন খ্রীষ্টীয়ান আচার্য্যের বাটীতে আছেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল।

তাঁহারা দ্রুতগমনে গৃহে আসিয়া এই সম্বাদ দিলে তথায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু ও তাঁহার স্ত্রী যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমাদের সন্তান ভূতগ্রস্ত ও জলমগ্ন হইয়া, অথবা অন্য যে কোন প্রকারে হউক, মরিলে, ইহা অপেক্ষা ভাল হইত! আমাদের বংশের মর্য্যাদা নষ্ট হইল! আমাদের পুত্র অপর জাতিকে বিক্রয় করিলাম! পুত্রবধূ বিধবা হইলেন, জাতি নষ্ট হইল! দেবতারা অপমানিত হইলেন! হায়! আমরা এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যে আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল!" এই সময়ে কামিনীর অন্তঃকরণ বিষম পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পতির তাদৃশ ব্যবহার শুনিয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী নির্দ্দয় বলিয়া নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিবারবর্গ এই করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। "জলসংস্কার হইবার পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে অবশ্য বিশুদ্ধ করিয়া লইব। তিনি যে ইংরাজের অন্ন আহার করিয়াছেন, ও খ্রীষ্টীয়ান হইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তৎসমুদায় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেই অপনীত হইবে। তিনি কোন প্রকারেই খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারিবেন না। ভয় প্রদর্শন, বল প্রয়োগ ও প্রলোভন প্রভৃতি সদসৎ যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাকে গৃহে রাখিব। কিছুতে না হইলে, ঔষধি দ্বারা তাঁহাকে হতজ্ঞান করিব। ইহাতে কোন ক্ষোভ নাই। খ্রীষ্টীয়ান হওয়া অপেক্ষা আর যাহা কিছু হয়, তাহাই ভাল। অজ্ঞান হইয়া অন্ততঃ কন্যার ন্যায় বাটীতে থাকিবে, সেও ভাল।" শয়তান প্রসন্নের বন্ধুবর্গের অন্তঃকরণে এই রূপ বিবিধ কুমন্ত্রণা উপস্থিত করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বর আপনার মঙ্গলময় প্রতিজ্ঞানুসারে প্রসন্নের ইষ্টবিঘাতক কোন চেষ্টাই সফল হইতে দিলেন না।

মহেন্দ্র বাবু পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাচার্য্যের বাটীতে গমন করিলেন, এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই সময়ে "উত্তম বাটী, বিবি ও উৎকৃষ্ট শকট দিব বলিয়া, নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, তুমি আমাদের বালককে ভুলাইয়া আনিয়াছ," এই কথা বলিয়া তাঁহারা আচার্য্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে সেই রূপ কিছুই করেন নাই, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

সংস্বভাব আচার্য্য একটীও কথা না বলিয়া, তৎসমুদায় তিরস্কার অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিলেন, এবং পুত্রবাৎসল্যে মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃকরণে কি প্রকার ক্লেশ হইয়াছে, অনুভব করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রসন্ন যে ঘরে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, প্রসন্ন মাথায় হাত দিয়া আসন্ন বিপদ হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইবেন, তচ্চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

মহেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ বাৎসল্যভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন! এরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? বৎস! তোমাকে অবশ্যই আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমার বিরহে আমাদের বাটী শোকগৃহ হইয়া উঠিয়াছে। বাটী হইতে আসা পর্য্যন্ত তোমার জননী ভোজন পান কিছুই করেন নাই। তুমি ফিরিয়া না যাইলে, তিনি জল গ্রহণ করিবেন না। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখ, মাতৃহত্যা হইবে।"

প্রসন্ন পিতার তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক না হইলে আমাকে বলিতে হইত না, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতাম।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন,

"কি ধর্ম্ম? পিতাকে অপমান, মাতাকে হত্যা, যে স্ত্রীকে কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেম ও ভরণ পোষণ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাকেই পরিত্যাগ, অপর জাতিতে আত্মীয়ভাব, ও ডোম কাওরার সহিত একত্র আহার, এই সকল করাই কি তোমার ধর্ম্ম? ভাল প্রসন্ন! তুমি যে সকল ত্যাগ করিতেছ, তৎপরিবর্ত্তে কি পাইবে? গোমাংস ভক্ষণের সুখ! ও প্রসন্ন, তোমার অন্তঃকরণ কেমন করিয়া এত নীচাশয় হইল? বিশেষতঃ উহারা তোমাকে যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহার কিছুই পাইবে না। উহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এই রূপে যখন তখন বালকদিগকে বঞ্চনা করে।"

পিতার কথা শুনিয়া, প্রসন্ন একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে যেরূপ দুরাত্মা বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, আমি যে সেরূপ নহি, আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আপনি যে সমুদায় অঙ্গীকারের কথা বলিতেছেন, কেহই আমার নিকট সে সকল অঙ্গীকার করেন নাই। বোধ হয়, আমি কখনও গোমাংস ভক্ষণ করিব না। যে বস্তুর প্রতি এত কাল ঘৃণা হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহা আহার করা যায় না। পিতঃ! এই সকল সামগ্রী অপেক্ষা অতি গুরুতর বস্তুর দ্বারা আমার অন্তঃকরণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছে। আত্মা পরিত্রাণ পাইবে, পাপের ক্ষমা হইবে, আমি অনন্ত সুখে সুখী হইব; এই সমুদায় লাভ করিতে খ্রীষ্টধর্ম্মই অনন্যসহায়, তজ্জন্য অর্থ বা মূল্যের কিছুই আবশ্যক নাই। এই চিন্তাই আমাকে এই ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। আমরা স্বস্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের পিতা ও সৎপথ প্রদর্শক, এই বোধজনিত শান্তি সুখ ব্যতীত, এই ধর্ম্মাবলম্বনে লৌকিক সুখ কিছুই নাই। এই ধর্ম্মাবলম্বনে লৌকিক সুখের আশা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তৎসমুদায় সুখে

আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বিলক্ষণ জানি, মাতাকে, আপনাকে ও সকল সম্পত্তির অংশ হারাইলাম। যে গৃহে আমি ইতিপূর্ব্বে সস্নেহে ও সসম্মানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এখন সেই গৃহেই আমাকে পরম দোষির ন্যায় গণিত হইতে হইবে। আমাদের বাটীর অতি নীচ লোকেও এক্ষণে আমার সহিত একত্র আহার করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিবে। অধিক কি? আমার স্ত্রীও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। বাটীর প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী ও সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে অস্থায়ী জীবিকায় নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। অধিক ক্লেশের কথা আর কি বলিব, যে পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম কায না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্তে আমাকে খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুদিগের গলগ্রহ হইতে হইবে।"

প্রসন্নের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "প্রসন্ন! এই ঘৃণিত ধর্ম্মে এত ক্লেশ যদি বুঝিয়া থাক, তবে তদবলম্বনে তোমার এত আগ্রহ কেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাকে শীঘ্রই পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগের নিমিত্তে অনুতাপ করিতে হইবে। আঃ, উহা মনে হইলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাদের পরম পবিত্র দেবতারা তোমাকে ইহার ভয়ানক প্রতিফল দিবেন।"

"পবিত্র দেবতা না বলিয়া অপবিত্র অপদেবতা বলিলে ভাল হয়" চন্দ্র মনে মনে এই কথা বলিয়া সূর্য্যকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভ্রাতঃ! প্রসন্নের সহিত ও প্রকার তর্ক বিতর্ক করিবার আবশ্যক নাই। আপনার বাল্যকাল হইতে ইংরাজী শিক্ষা অত্যন্ত প্রচলিত হইতেছে! ভূগোলের প্রথম পাঠেই আমরা পৃথিবীর গোলত্বের বিষয়ে প্রমাণ পাইয়া, আমাদের শাস্ত্র

মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারি; যেহেতুক আমাদের শাস্ত্রে সমতল
বৃহদাকার ভূমণ্ডল কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছে লিখিত আছে।"

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যকুমার বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ঐ
সমুদায় শুনিতে উত্তম বটে, কিন্তু বাস্তবিক সত্য-নহে। আমি
তোমাদের ইংরাজী শিক্ষাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। উহাই
হিন্দুধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত করিতেছে।"

"কিন্তু তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা দৃঢ়তর হয় না, এই আমাদের
শুভ গ্রহ বলিতে হইবে," এই কথা বলিয়া চন্দ্রকুমার বলিতে
লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম অধিকতর সত্য
নহে। আপনাকে কেবল এই অনুরোধ করিতেছি যে, প্রসন্নের
সঙ্গে আমাকে স্বপ্রণালীক্রমে তর্ক করিতে দিউন। খ্রীষ্টধর্ম্মে
আমার বিশ্বাস আছে, আপনি এমন মনে করিবেন না। আমি
আপনার ন্যায় ঐ ধর্ম্মকে অতি অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া
থাকি।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক
বলিলেন, "বৎস! তুমি স্বপ্রণালীক্রমেই প্রসন্নের সহিত তর্ক কর।
ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে এই সকল যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য।
আমার বোধ হয়, ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।
বিশেষতঃ এখন ইংরাজী না শিখিলে চলিবার উপায় নাই। দেখ
তোমরা ইংরাজী শিখিয়া কেমন সৌভাগ্যশালী হইয়াছ। কিন্তু
সূর্য্যকুমার আমাদের শাস্ত্রে এমন পণ্ডিত হইয়াও সামান্য পুরোহিত
হইয়া রহিয়াছেন! ইনি অল্পমাত্র উপার্জ্জন করিয়া থাকেন;
তাহাতে চলিয়া উঠে না। সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা না দেওয়া
অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইংরাজী শিক্ষায়
প্রসন্নের পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রসন্ন যদি দুরাত্মা

রামদয়াল ও এই মিষ্টমুখ পাদরির নিকট না আসিত, তাহা হইলে
পরম হিন্দু থাকিত।"

সূর্য্য পিতার এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মৃদু স্বরে বলিতে
লাগিলেন, "হা অদৃষ্ট! এই প্রকারে টাকার লোভে আমরাই
ধর্ম্ম নষ্ট করি; এবং সন্তানেরা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া চিরকালের নিমিত্ত
বংশ কলঙ্কিত করিলে, আপনাদের দুর্ভাগ্য মনে করিয়া, মনকে
প্রবোধ দিয়া থাকি।" এই সকল কথা ধীরস্বরে বলাতে, চন্দ্র
শুনিতে না পাইয়া পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত প্রসন্নকে বাটীতে
যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্র বলিলেন, "প্রসন্ন! ঈশ্বর যে এক, তুমি ও আমি ইহা
উত্তমরূপে অবগত আছ; এবং আন্তরিক উপাসনা যে তাঁহার
প্রকৃত উপাসনা, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেই ইহার পরিচয় দিতেছে।
তাঁহার সমীপে সকল জাতিই সমান। তিনি ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট
বা অসন্তুষ্ট হন না। হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী পূজা ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুযায়ী
উপাসনার মধ্যে, কেবল আন্তরিক ভক্তিই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য।
হিন্দুধর্ম্মের চন্দনকাষ্ঠ, আতপ তণ্ডুল ও গঙ্গোদক এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের
হাঁটুপাতা, ভক্তি শূন্য গীত গান ও উপদেশাদি কোন কার্য্যকর
নহে। ঈশ্বর আন্তরিক উপাসনাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি ও
আমি স্বগৃহে বসিয়াই স্ব স্ব প্রণালীক্রমে তাদৃশ উপাসনা করিতে
পারিব। ইহাতে 'আমাদের জন্মদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করা উচিত,' এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন হইবে না। প্রসন্ন!
এস, বাটীতে যাই; তুমি আমার তর্ক কোন প্রকারেই খণ্ডন করিতে
পারিবে না।"

প্রসন্ন বলিলেন, "মেজদাদা, আপনার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ রক্ষা
করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইতেছে,

তাহা বলিতে পারি না। আপনি যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মদের মত মাত্র। আমি ব্রাহ্ম নহি, খ্রীষ্টীয়ান। ঈশ্বর প্রকাশিত পুস্তক পাইয়াছি। সেই পুস্তকে এই সকল উপদেশ আছে;—'পরমেশ্বর কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পৃথক্ হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না।' কারণ 'পাপাত্মার সহিত খ্রীষ্টের কি বন্ধুতা? এবং ঈশ্বরের মন্দিরেই বা প্রতিমার কি সম্বন্ধ?' 'যে কেহ আমা অপেক্ষা পিতা মাতাকে অধিক প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নহে।' 'মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া বাপ্তাইজিত হও।' এবং 'মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তিও উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।' এই সমুদায় উপদেশ বাক্য আমার গোচর থাকিতে আমি আর অধিক কি বলিব? আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনিই বলুন দেখি, আমাকে মনুষ্যের কথা অপেক্ষা ঐশ্বরিক বাক্যে কি দৃঢ়ভক্তি করিতে হইবে না?"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রসন্নের স্কন্ধে অবনত হইয়া বলিলেন, "বৎস! 'জরাজীর্ণ পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখ সাগরে নিপতিত ও তাঁহার শেষাবস্থা শোকময় কর' ইহা ঈশ্বরের উপদেশ হইতে পারে না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "পিতঃ! খ্রীষ্টধর্ম্ম আপনাকে পরিত্যাগ করিতে কখনই উপদেশ দেয় না। হিন্দুধর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে এইরূপ করিতে হইল। আহা! তাহা না হইলে আমি কেমন সুখী হইতাম! বাবা! আপনি আমাকে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে দিউন, আপনার সহিত বাস করিব।"

মহেন্দ্র বাবু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক, "সেই মতটি কি?"

জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিলেন "প্রথমতঃ আমাকে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর মুখ বিবর্ণ হইল, যেহেতু খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের একত্র সমাবেশের আশা অন্তর্হিত হইল। "দ্বিতীয়তঃ আমি পুত্তলিকাকে প্রণাম করিব না। তৃতীয়তঃ প্রকাশ্যরূপে উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমাকে রবিবারে ভজনালয়ে যাইতে অনুমতি করুন। শেষতঃ আমাকে জাতিভেদরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করুন; ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই এক শোণিতবিশিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ করিতে আমার কি অধিকার? অতএব কি ইংরাজ কি হিন্দু, কি ব্রাহ্মণ, কি কাওরা—সকল খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণের সহিত আহার করিতে অনুমতি করুন। আপনার বাটীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করুন। তথায় আমি তাঁহাদিগকে অতিথি সৎকার করিতে কদাচ যেন নিসিদ্ধ না হই।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন চলিতেছে, এবং প্রসন্ন তাদৃশ অনর্থক যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হন, এই ভাবিয়া আচার্য্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রসন্নের শেষ বাক্যটী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু তাহাতে অনুমোদন না করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার অভিপ্রায় যে মন্দ নহে, তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতা নিজ গৃহে কর্ত্তা, খ্রীষ্টধর্ম্মোৎসাহে তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। ইনি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি করিলে, খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুরা বাটীতে তোমার সহিত একত্র আহার করিবেন, এই প্রার্থনা করিয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে।"

প্রসন্ন বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না হইলে, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক পিতার মনোরথ পূর্ণ করিয়া

গৃহে ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'অকাতরে পরস্পর আতিথ্য কর।'" আচার্য্য বলিলেন, "বাপু! সত্য বটে, কিন্তু তুমি স্বাধীন না হওয়াতে, প্রেরিতের ঐ আদেশ প্রতিপালন করা বোধ হয় তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। যাহাতে তোমার পিতা কালক্রমে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে স্বগৃহে আসিতে দেওয়া গৌরব বিবেচনা করেন, তুমি আপন ব্যবহার ও কথোপকথনে খ্রীষ্টধর্ম্মের এমত গুণ প্রকাশ করিয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে ভক্তি উৎপাদন করিও।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "এঁর কথা শুনিলে হে! থাক্ থাক্ মহাশয়! আপনি আমার সহিত পরিহাস করিবেন না। আমার সন্তানকে রাখিতে চেষ্টা করিলে, আমি অভিযোগ করিয়া লইয়া যাইব। আপনি জানেন, আপনি আমার পুত্রকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলাইয়া আনিয়াছেন, এবং এখনও ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে বলপূর্ব্বক রাখিতেছেন। এক্ষণে আমা ব্যতীত উহার উপরে আর কাহারো ক্ষমতা নাই।"

প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বাবা, আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, আপনি কেমন করিয়া এ কথা বলিলেন? কেন, দুই বৎসর হইল আমার ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, হিন্দু ব্যবহারানুসারে তখনই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওরে মিথ্যাবাদী, চুপ্ করে থাক, আমার কাছে কি তোর ঠিকুজি নাই? আমি যা বল্‌ছি, তা তাতেই সপ্রমাণ হবে?"

আচার্য্য শান্তভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি প্রথমতঃ আমার বাটীতে আসিয়া বলিলেন যে, 'আমি অষ্টাদশ বর্ষ যাহাকে লালন পালন করিলাম, এক্ষণে সেই পুত্র আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ

হইল।' অতএব এক্ষণে ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আপনি অভিযোগ করিলে, আর কিছু ফলই হইবে না। বিশেষতঃ আপনি বলিতেছেন যে আমি ইহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছি ও এখনও বলপূর্ব্বক রাখিতেছি। কিন্তু আপনার সন্তানের মুখেই শুনিয়াছেন, যে সে সমুদায়ই অলীক। আমি আপনাকে বলিতেছি, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার বাটীতে অবস্থিতি করিতে পারিলে আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইব।"

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি ইতিপূর্ব্বেই পিতাকে বলিতেছিলাম, যে উনি আমাকে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে দিলে, আহ্লাদপূর্ব্বক উহাঁর সহিত গৃহে প্রতিগমন ও সাধ্যানুসারে পুত্র-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।"

আচার্য্য মহেন্দ্র বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনার পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করুন।"

এই কথাতে সূর্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! আমাদের গৃহ অপবিত্র, নির্ম্মল যশ কলঙ্কিত, চিরস্থায়ী অযশ উৎপাদন করতে হইবে! আপনি বিলক্ষণ জানেন যে আমরা খ্রীষ্টীয়ানকে গৃহে স্থান দান করিব না; তন্নিমিত্তই আমাদিগকে পরিহাস করিতেছেন।"

আচার্য্য কহিলেন, "মহাশয়! আমি কোন প্রকারেই আপনাদিগকে পরিহাস করিতেছি না। এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে কি ক্লেশ হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কেবল মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, আমি আপনাদিগকে আপনাদের বালককে লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গৃহে গমন

করিতে বলিতাম; কিন্তু আমি যে প্রভুর সেবা করি, তিনি বলিয়াছেন, 'যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত বাটী কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি বালক কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে তাহার শতগুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।' ইহাতে ইনি পরলোকে ঈশ্বরাঙ্গীকৃত জীবন মুকুট লাভ করিবেন। তবে এই মহৎ অঙ্গীকার প্রসন্নের সম্মুখে থাকিতে আমি কি তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল না হইয়া অন্যথাচরণ করিতে উপদেশ দিতে পারি? আমি আপনাদিগকে কখনই পরিহাস করি নাই। শুনিয়াছিলাম, পিতা প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকেন; তন্নিমিত্ত মনে করিয়াছিলাম, এই ঘটনাতেই 'আমি পুত্রের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভু নহি, উপাসনা বিষয়ে তাঁহার মত আমার মতের বিপরীত হইলেও, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিব কেন?' এই কথা বলিয়া, ইনি হিন্দু পিতা মাতাদের প্রথম উদাহরণ স্থল হইবেন।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমি কি প্রকারে ঈদৃশ কথা বলিব। তাহা হইলে আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। এ কথা মুখে আনিলে কেহ আমার সহিত আহার ব্যবহার করিবে না। কোন প্রকারেই পারিব না; বরং প্রাণত্যাগ করিব; অপমান অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃকল্প।"

আচার্য্য কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। আপনকার মঙ্গল চেষ্টাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু অসাধ্য বোধ হয়। মহাশয়! আপনি জানেন, এই শোচনীয় বিচ্ছেদ হিন্দু ধর্ম্ম হইতেই হইতেছে, প্রেমাত্মক খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রযুক্ত নয়। আমার পুত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইলে বা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলে, আমার ধর্ম্মের শিক্ষামতে সেই

পুত্রকে প্রেম ও পালন করা ও তাহার প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাহাকে অতি ভদ্র ও সদুপায়ে পবিত্র পথে প্রত্যানয়ন করিতে যত্নবান হওয়া আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাদৃশ ঘটনায় আপনাদের ধর্ম্মের এই উপদেশ, 'ভ্রান্ত পুত্রকে পরিত্যাগ কর। তাঁহাকে গৃহে স্থান দান করিও না। অপত্যস্নেহ ত্যাগ কর।' মহাশয়! এক্ষণে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি অন্তঃকরণের সহিত বলুন দেখি, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম ন্যায় ও ক্ষমা-গুণসম্পন্ন?"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল। তাহাতে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "এই দুঃখ আমার কপালে লেখা ছিল, অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে" এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হায়! মহাশয়! আমি এই দৈব লিখন হইতে কি কোন প্রকারেই পরিত্রাণ পাইব না? আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন, তৎসমুদায় সত্য হইলেও আপনি আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণের প্রতি দয়া করিয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রসন্নকে নিবারণ করুন। হে মহাশয়! আপনি আমার এই উপকার করুন। আমাদের পরিবারবর্গেই আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিবে।"

আচার্য্য এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার পুত্র স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতে পারিব না।"

সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই এই কথাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আসুন্ আসুন্, এখানে আর থাকিবার আবশ্যক নাই। আপনি কখনও মনে করিবেন না যে, উনি আমাদের

উপকার করিবেন। ইহাঁরা এক জনকে খ্রীষ্টীয়ান করিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন, ইহা সকলে জানে। কোন পাদরি যে অর্থলাভের সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন, আমাদের বিশ্বাস হয় না। আসুন, আমরা অন্যত্র বিচার প্রাপ্ত হইব।"

আচার্য্য ঐ মিথ্যা দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনারা প্রসন্নকে আর দুঃখ দিবেন না।" দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর এই কথা শুনিয়া অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতাকে গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিলেন। নব কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন।

নব প্রসন্নের কাণে কাণে বলিলেন, "সেজদাদা! আপনি আমাকে হিন্দুধর্ম্মরূপ মৃত্যুপথে রাখিয়া যাইবেন না। হিন্দুধর্ম্ম যে মিথ্যা, আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে দুই জনেই খ্রীষ্টীয়ান হইব।"

প্রসন্ন কহিলেন, "ভাই! যদি কোন হেতুতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ্য-রূপে গ্রহণ করিতে গৌণ সহ্য হইত, তবে তোমাকেও যীশুর চরণে আনিবার আশায় গৌণ করিতাম, কিন্তু আত্ম-ত্রাণ হানির আশঙ্কা হেতুক তাহাও করিতে পারি না। আমি তোমাকে একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিতেছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে বাটীতে যাইতে পারিব না।"

প্রসন্নের এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উত্তম হইয়াছিল। কারণ নব যে সকল মধুর বাক্য বলিলেন, ধূর্ত্ত সূর্য্য তাঁহাকে তৎসমুদায় শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অন্যান্য উপায় অপেক্ষা এই উপায়েই স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু নব প্রসন্নের অসম্মতির কথা শুনিয়া নিরাশ হইয়া গমনোদ্যত হইলেন

প্রসন্ন নবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নব! আমি তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিব। তুমি আমার স্ত্রীকে আমার স্নেহ জানাইয়া বলিবে, যদি আমি তাহার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সে যেন তাহা ক্ষমা করে। ইহা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারি না। আমি তাহার সহিত শেষ কথোপকথনে যে ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। তুমি তাহাকে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিবে, সে যেন আমার নিকট আসে, আমার ঈশ্বরকে তাহার ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করে। তজ্জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। নব! তুমি বলিবে, ঈশ্বর তাহাকে যাবজ্জীবন রক্ষা করিয়া অবশেষে অনন্ত স্বর্গধামে গ্রহণ করিবেন।"

নব প্রসন্নের সমুদায় কথা না শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। প্রসন্ন একাকী আচার্য্যের নিকট রহিলেন। তাঁহার চিরসঞ্চিত শোকসিন্ধু এক্ষণে উথলিয়া উঠিল। তিনি অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বর! এই শোচনীয় ঘটনাতে আমার অন্তঃকরণ যে কীদৃশ ব্যথিত হইয়াছে, তাহা তুমি জান। ইহাতে যে আমার অন্তঃকরণ বিচলিত হয় নাই, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি।"

মহেন্দ্র বাবু পুত্রগণ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিয়া কি করিলেন, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহারা গৃহে গমন করিবামাত্র বাটীর সকলেই তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন; এবং প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। পরে সমুদায় অবগত করিলে, সকলেই বিষণ্ণ হইলেন।

"যে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহার নিকটে আসিল না,"

এই কথা বলিয়া প্রসন্নের মাতা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে, আত্মপ্রসূত সন্তানের প্রতি জননীর অন্তঃকরণে প্রগাঢ় অনশ্বর স্নেহ বদ্ধমূল হয়। কামিনীর ক্ষোভ হৃদ্গত হইলেও কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। তিনি আত্ম-ভাব গোপন করিয়া স্ত্রীজনসুলভ গর্ব্বসহকারে বলিলেন, "তিনি আমাকে যেমন এই যৌবনদশায় বিধবা করিলেন, তেমনি আমিও তাহার প্রতিশোধ দিব। দেবতারা পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা অবশ্যই ইহার শাস্তি দিবেন।"

এই কথা শুনিয়া নব বলিলেন, "না না! বউ ঠাকরণ, তোমাকে কেমন করিয়া বিধবা করিয়াছেন ; বরং তুমি তাঁহার সঙ্গিনী হও, এই কারণে আমার দ্বারা তোমাকে এই এই কথা বলিয়া পাঠাইয়া-ছেন।" পরে প্রসন্ন স্নেহভাবে যেমন বলিয়াছিলেন, সেরূপে না বলিয়া কঠোর নিন্দা সহকারে সমুদায় জানাইয়া শেষে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তুমি যাবে বই কি, ইহার পর পুরুষদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া গোমাংস আহার ও মদ্য পান করিয়া, ভোজে আমোদ প্রমোদ করিতেছ, এমন কথা গুলোও ত শুনা চাই।"

কামিনী তাদৃশ পরিহাস শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "ঠাকুর পো, চুপ কর! বল দেখি, তোমার ভাইয়ের কি এত সাহস যে আমাকে তাঁর নিকট যেতে বলেছেন?"

নব বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার কথাগুলি অবিকল বলিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া কামিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তবে আমার উত্তর এই, তুমি তাঁকে প্রেমের বদলে আমার ঘৃণা, ও ক্ষমার বদলে আমার ক্রোধ জানাবে। তাঁকে বল্‌বে, আমার ধর্ম্ম পবিত্র ও বিশুদ্ধ ; তাঁর ধর্ম্ম অপবিত্র ও পশুযোগ্য। তাঁর ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না। আরো বলো, আমি তাঁকে

ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করি, এবং রাত দিন যদি সত্য হয়, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমার ইষ্টদেবতার কাছে তাঁর খ্রীষ্টীয়ান নামে শাপ দিব।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! স্থির হও২, সে কি এখনো তোমার স্বামী নহে? আহা! তবে তাকে অভিসম্পাত করো না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর! আমরা তাকে উদ্ধার করব, তুমি পুনরায় সুখী হবে," এই কথা বলিতে বলিতে তাঁর মুখে ঈষৎ স্মিতোদয় হইল।

এদিকে সেই দিন সন্ধ্যাকালে আচার্য্য এক খানি সমন পাই-লেন। তাহাতে এই লিখিত ছিল, "তুমি অমুক দিন অমুক স্থান হইতে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকটীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কল্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইও।" উহা রাজনিয়মানুযায়ী আদেশ, সুতরাং আচার্য্যকে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার গৃহে ও মহেন্দ্র বাবুর ভবনে সেই রাত্রি অতি ভিন্ন ভাবে অতিবাহিত হইল। মহেন্দ্র বাবুর বাটী কোলাহল, বিলাপ ও পরিতাপে পরিপূর্ণ হইল। এক্ষণে তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেব সমীপে পূজা স্বীকার করিতেছেন, এবং পুরোহিতদিগের শুভলক্ষণসূচক উক্তিতে উল্লাসিত হইতেছেন। পরক্ষণে আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে প্রসন্নের দৃঢ়তর অস্বীকার এবং তাঁহার অবিচলিত তেজস্বিতা ও অভিলাষের বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে একেবারে গিয়াছেন, ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণচিত্ত হইতেছেন।

আচার্য্যের বাটীতে সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। প্রথম রাত্রিতে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ও প্রসন্ন একটী গোল মেজের কাছে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের ভক্ত লোকদিগের নিমিত্ত কি কি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাঁহারা সেই গৌরবান্বিত

বিষয় সকল একত্র পাঠ করিলেন। আচার্য্য ও তাঁহার ভার্য্যা কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া প্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করিলে, যে প্রকৃত অন্তরানুভূত সমবেদনা উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় মনোহর বস্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখন অনুভব করেন নাই। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষেই জানু অবনত পূর্ব্বক এক অন্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! আগামী দিবসে প্রসন্নকে রক্ষা করিও; তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা বিস্তার করিও; তিনি যেন মনুষ্যমণ্ডলীতে আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত এবং অগ্নিনিহিত রৌপ্যখণ্ডের ন্যায় বিশুদ্ধ ও স্বপ্রভুর ব্যবহারোপযোগী হইয়া, প্রত্যাগমন করিতে পারেন।" এই প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, প্রত্যেকেই বিশ্রাম করিলেন; এবং সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে তাঁহাদের যামিনী যাপিত হইল।

বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, বিচারালয় বিচার শুশ্রূষু শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইল। এক জন গোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই বার খ্রীষ্টধর্ম্ম পরাজিত হইবে!" আর এক জন বলিলেন, "না, আমাদেরই পরাভব হইবে। উহাদের শাস্ত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলে যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুই ফলদায়ক হইবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মহেন্দ্র বাবু সম্পন্ন লোক, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। উৎকোচেই হউক, পারিতোষিকেই হউক, যে কোন প্রকারেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিবেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদের একটী সুবিধা আছে। মেজেষ্টর সাহেব গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান নহেন, তিনি পাদরিদের পক্ষপাতী হইবেন না। তিনি উদারচিত্ত, আমরা হিন্দু হইলেও, আমাদের প্রতি যথার্থ বিচার করিবেন।"

তাঁহারা এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বিচারালয়ের বারাণ্ডাতে এক খানি পাল্কি উপস্থিত হইল। তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। এই অনৈসর্গিক ঘটনাতে সেই দিকেই সকলেরই দৃষ্টিপাত হইল। তন্মধ্য হইতে একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে বাহির হইতে দেখিয়া, সকলেই আরো চমকিত হইল। সেই স্ত্রীলোকটী প্রসন্নের মাতা। তিনি আর কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হন নাই। তথায় আসাতে, সেই পরিবার যার পর নাই অপমানিত হইলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাসাধ্য নিবারণ করিলেও, কিছু ফলদায়ক হইল না। তিনি বার বার বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে তথায় উপস্থিত হইলেন। "আমার সন্তান বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে, এখন আর আমার লোকাচার বা লোকমর্য্যাদায় কি হইবে? আমি উহা পরিত্যাগ করিব। পুত্রকে একবার দেখিবার নিমিত্ত লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিব। সে অবশ্যই আমার কথা শুনিবে। আমার অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য করিবে না। আমার করুণোক্তি অবশ্য শুনিবে।" প্রসন্নের জননী এই আশালতা অবলম্বন করিয়া, সেই জনতার মধ্যদিয়া বিচারাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি উত্তমরূপে অবগুণ্ঠিতা ও পতি পুত্রে বেষ্টিতা হইয়া তথায় গমন করিলেও সর্ব্বত্র সকলেই নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিল। অধিক কি, দুই এক জন তাঁহাদের সম্মুখেই মর্ম্মভেদী উপহাস করিতে ত্রুটী করিল না। বিচারক এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি মহেন্দ্র বাবুকে একটী নির্জ্জন ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, "প্রসন্নের আগমন পর্য্যন্ত আপনার ভার্য্যাকে ঐ স্থানে রাখুন।" কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রসন্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে আচার্য্য ও অপর পার্শ্বে রামদয়াল ছিলেন। রামদয়াল একবার এই রূপে বিচা-

রিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রসন্নকে মৃদুস্বরে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাছে প্রসন্নের প্রতি তাঁহার আত্মীয়বর্গ কোন অত্যাচার করেন, এই আশঙ্কায় আচার্য্যের সুহৃদ দুটী ইংরাজ এই সঙ্গে রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। যুবক প্রসন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র, জনতার মধ্যে কোলাহল উপস্থিত হইল।

"আমরা অবশ্য জিতিব, ঐ দেখ, বালককে কেমন দুর্ব্বল ও ম্লান দেখাইতেছে। পাদরিরা অবশ্যই উহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়াছিল। আজি উহাদের দুর্ব্ব্যবহার প্রকাশিত হইবে।" চতুর্দ্দিকেই এই কথা কর্ণগোচর হইতে লাগিল। নিয়মিতরূপে বিচার আরম্ভ হইল। আচার্য্য প্রসন্নকে ভুলাইয়া আনেন নাই, প্রসন্নের নিতান্ত অনুরোধেই তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, ইহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল, মহেন্দ্র বাবু উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহাকে আপনার রক্ষণাবেক্ষণে রাখা উচিত, এই আপত্তি করিলেন। বিচারক শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "না মহাশয়! হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত আমার বোধে ইনি ইংরাজি ব্যবস্থানুসারেও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। যাহা হউক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন?" মহেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ প্রসন্নের ঠিকুজি উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এই ঠিকুজি অনুসারে এক্ষণে প্রসন্নের পোনের বৎসর নয় মাস বয়স হইয়াছে, বোধ হইল।" প্রসন্ন উহা দেখিবামাত্র, উঠিয়া, অকপট ক্ষোভ পূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! উহা যে আমার ঠিকুজি, আপনি এমন কথা বলিবেন না।" পরে বিচারকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইহা কখনো আমার ঠিকুজি নহে।" বিচারক

ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করি, এবং রাত দিন যদি সত্য হয়, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমার ইষ্টদেবতার কাছে তাঁর খ্রীষ্টীয়ান নামে শাপ দিব।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! স্থির হও২, সে কি এখনো তোমার স্বামী নহে? আহা! তবে তাকে অভিসম্পাত করো না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর! আমরা তাকে উদ্ধার কর্‌ব, তুমি পুনরায় সুখী হবে," এই কথা বলিতে বলিতে তাঁর মুখে ঈষৎ স্মিতোদয় হইল।

এদিকে সেই দিন সন্ধ্যাকালে আচার্য্য এক খানি সমন পাইলেন। তাহাতে এই লিখিত ছিল, "তুমি অমুক দিন অমুক স্থান হইতে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকটীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কল্য বিচারালয়ে উপস্থিত হও।" উহা রাজনিয়মানুযায়ী আদেশ, সুতরাং আচার্য্যকে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার গৃহে ও মহেন্দ্র বাবুর ভবনে সেই রাত্রি অতি ভিন্ন ভাবে অতিবাহিত হইল। মহেন্দ্র বাবুর বাটী কোলাহল, বিলাপ ও পরিতাপে পরিপূর্ণ হইল। এক্ষণে তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেব সমীপে পূজা স্বীকার করিতেছেন, এবং পুরোহিতদিগের শুভলক্ষণসূচক উক্তিতে উল্লাসিত হইতেছেন। পরক্ষণে আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে প্রসন্নের দৃঢ়তর অস্বীকার এবং তাঁহার অবিচলিত তেজস্বিতা ও অভিলাষের বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে একেবারে গিয়াছেন, ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণচিত্ত হইতেছেন।

আচার্য্যের বাটীতে সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। প্রথম রাত্রিতে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ও প্রসন্ন একটী গোল মেজের কাছে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের ভক্ত লোকদিগের নিমিত্ত কি কি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাঁহারা সেই গৌরবান্বিত

বিষয় সকল একত্র পাঠ করিলেন। আচার্য্য ও তাঁহার ভার্য্যা কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া প্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করিলে, যে প্রকৃত অন্তরানুভূত সমবেদনা উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় মনোহর বস্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখন অনুভব করেন নাই। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষেই জানু অবনত পূর্ব্বক এক অন্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! আগামী দিবসে প্রসন্নকে রক্ষা করিও; তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা বিস্তার করিও; তিনি যেন মনুষ্যমণ্ডলীতে আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত এবং অগ্নিনিহিত রৌপ্যখণ্ডের ন্যায় বিশুদ্ধ ও স্বপ্রভুর ব্যবহারোপযোগী হইয়া, প্রত্যাগমন করিতে পারেন।" এই প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, প্রত্যেকেই বিশ্রাম করিলেন; এবং সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে তাঁহাদের যামিনী যাপিত হইল।

বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, বিচারালয় বিচার শুশ্রূষু শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইল। এক জন গোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই বার খ্রীষ্টধর্ম্ম পরাজিত হইবে!" আর এক জন বলিলেন, "না, আমাদেরই পরাভব হইবে। উহাদের শাস্ত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলে যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুই ফলদায়ক হইবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মহেন্দ্র বাবু সম্পন্ন লোক, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। উৎকোচেই হউক, পারিতোষিকেই হউক, যে কোন প্রকারেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিবেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদের একটী সুবিধা আছে। মেজেষ্টর সাহেব গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান নহেন, তিনি পাদরিদের পক্ষপাতী হইবেন না। তিনি উদারচিত্ত, আমরা হিন্দু হইলেও, আমাদের প্রতি যথার্থ বিচার করিবেন।"

তাঁহারা এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বিচারালয়ের বারাণ্ডাতে এক খানি পাল্কি উপস্থিত হইল। তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। এই অনৈসর্গিক ঘটনাতে সেই দিকেই সকলেরই দৃষ্টিপাত হইল। তন্মধ্য হইতে একটী সভ্রান্ত স্ত্রীলোককে বাহির হইতে দেখিয়া, সকলেই আরো চমকিত হইল। সেই স্ত্রীলোকটী প্রসন্নের মাতা। তিনি আর কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হন নাই। তথায় আসাতে, সেই পরিবার যার পর নাই অপমানিত হইলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাসাধ্য নিবারণ করিলেও, কিছু ফলদায়ক হইল না। তিনি বার বার বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে তথায় উপস্থিত হইলেন। "আমার সন্তান বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে, এখন আর আমার লোকাচার বা লোকমর্য্যাদায় কি হইবে? আমি উহা পরিত্যাগ করিব। পুত্রকে একবার দেখিবার নিমিত্ত লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিব। সে অবশ্যই আমার কথা শুনিবে। আমার অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য করিবে না। আমার করুণোক্তি অবশ্য শুনিবে।" প্রসন্নের জননী এই আশালতা অবলম্বন করিয়া, সেই জনতার মধ্যদিয়া বিচারাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি উত্তমরূপে অবগুণ্ঠিতা ও পতি পুত্রে বেষ্টিতা হইয়া তথায় গমন করিলেও সর্ব্বত্র সকলেই নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিল। অধিক কি, দুই এক জন তাঁহাদের সম্মুখেই মর্ম্মভেদী উপহাস করিতে ত্রুটী করিল না। বিচারক এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি মহেন্দ্র বাবুকে একটী নির্জ্জন ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, "প্রসন্নের আগমন পর্য্যন্ত আপনার ভার্য্যাকে ঐ স্থানে রাখুন।" কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রসন্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে আচার্য্য ও অপর পার্শ্বে রামদয়াল ছিলেন। রামদয়াল একবার এই রূপে বিচা-

রিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রসন্নকে মৃদুস্বরে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাছে প্রসন্নের প্রতি তাঁহার আত্মীয়বর্গ কোন অত্যাচার করেন, এই আশঙ্কায় আচার্য্যের সুহৃদ দুটী ইংরাজ এই সঙ্গে রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। যুবক প্রসন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র, জনতার মধ্যে কোলাহল উপস্থিত হইল।

"আমরা অবশ্য জিতিব, ঐ দেখ, বালককে কেমন দুর্ব্বল ও ম্লান দেখাইতেছে। পাদরিরা অবশ্যই উহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়াছিল। আজি উহাদের দুর্ব্ব্যবহার প্রকাশিত হইবে।" চতুর্দ্দিকেই এই কথা কর্ণগোচর হইতে লাগিল। নিয়মিতরূপে বিচার আরম্ভ হইল। আচার্য্য প্রসন্নকে ভুলাইয়া আনেন নাই, প্রসন্নের নিতান্ত অনুরোধেই তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, ইহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল, মহেন্দ্র বাবু উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহাকে আপনার রক্ষণাবেক্ষণে রাখা উচিত, এই আপত্তি করিলেন। বিচারক শির-শ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "না মহাশয়! হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত আমার বোধে ইনি ইংরাজি ব্যবস্থানুসারেও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। যাহা হউক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন?" মহেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ প্রসন্নের ঠিকুজি উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এই ঠিকুজি অনুসারে এক্ষণে প্রসন্নের পোনের বৎসর নয় মাস বয়স হইয়াছে, বোধ হইল।" প্রসন্ন উহা দেখিবামাত্র, উঠিয়া, অকপট ক্ষোভ পূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! উহা যে আমার ঠিকুজি, আপনি এমন কথা বলিবেন না।" পরে বিচারকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইহা কখনো আমার ঠিকুজি নহে।" বিচারক

দেখিবামাত্র, কৃত্রিম অনুভব করিয়া বলিলেন, "কাগজ নূতন ও অত্যন্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু যাহা হউক, যাহারা সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝিতে পারে, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বয়ং বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহাদের ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। অতএব আমি আপনার পুত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখি, যদি ইহাঁর মনঃস্বাস্থ্য ও সুবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাঁকে আত্মপ্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া যাইবে।" বিচারকর্ত্তা ঐ রূপ বলিবেন, প্রসন্নের বন্ধুবর্গ পূর্ব্বে ইহা অনুমান করিয়াছিলেন। অতএব সূর্য্য তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি এই যুবকের জ্যেষ্ঠ সহোদর, শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, ইনি জন্মাবধিই নির্ব্বোধ, এবং অন্যায় কর্ম্ম করিলে ইহাঁকে কিছু বলা যায় না।"

বিচারক কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার সহোদরই স্বয়ং উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন, তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা নির্ণয়ে শীঘ্রই সমর্থ হইব।" তিনি প্রসন্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, আচার্য্য বলিতেছেন যে তুমি কল্য প্রাতঃকালে স্বয়ং ইহাঁর বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে, ইহা কি সত্য?"

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! স্বয়ং গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, এক মাস পূর্ব্বেই স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যের বাটীতে যাইতাম; কিন্তু এমন গুরুতর বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইনি আমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দৃঢ়রূপে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। আমি এই অনুরোধানুসারে কার্য্য করাতে ইনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কল্য গ্রহণ করিয়াছেন।'

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া তোমার খ্রীষ্টীয়ান হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে ?"

প্রসন্ন কহিলেন, "মহাশয়! প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক উপাসনা যে মিথ্যা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ; দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য ধর্ম্ম জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, কিসে তোমার এরূপ বিশ্বাস হইল ?"

প্রসন্ন কহিলেন, "মহাশয়! এই স্থান খ্রীষ্টধর্ম্মের সপক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয় বলি, সেই সমস্ত প্রমাণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমি ঈশ্বরের অভিমত কার্য্য করিয়াছি, মনোমধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসও হইয়াছে।"

বিচারক কহিলেন, "সত্য! কিন্তু তোমার বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ কর।"

প্রসন্ন "কহিলেন মহাশয়! প্রথমতঃ যে ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত, তাহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অবশ্য কোন প্রকার সন্ধির উপায় থাকিবে। হিন্দুধর্ম্মে এরূপ সন্ধির কোন উপায় নাই। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে আছে। যীশু খ্রীষ্ট আত্মপ্রদান করিয়া মনুষ্যের পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে স্বর্গীয়, এই মহা গৌরবান্বিত প্রায়শ্চিত্তোক্তিই তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ ; এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত আর কোন ধর্ম্মে নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার অনুকূলে অনেক মহৎ মহৎ প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে এই ধর্ম্মের নীতি শিক্ষা প্রধান বলিয়া গণনা করি। ভূরি ভূরি অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য ধর্ম্মোপদেশক ও প্রাচীন দর্শনবেত্তারা স্ব স্ব শিষ্যদিগকে কতকগুলি নীতি শিক্ষা দিয়া

তদ্বিষয়ে পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেবল বাইবেল পাঠ করিলে অভ্রান্ত, ন্যায় ও সত্যমূলক নীতি শিক্ষা করিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্বাংশেই ন্যূনতাবিহীন। লোকদিগকে ইহার অনুবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার ভ্রান্ত অভিপ্রায় প্রকটিত হয় নাই। এই ধর্ম্মে মনুষ্যেরা যে কেবল কার্য্যদ্বারা পাপী এমন নহে, মানসেও পাপী হন, এই উপদেশ পাওয়া যায়। ইহার নীতিশিক্ষা এত বিশুদ্ধ, যে কোন মনুষ্য তাহা কখনো সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারেন নাই। অতএব অতি সুপ্রসিদ্ধ নীতিবেত্তাদের দ্বারা অন্যান্য যত ধর্ম্ম প্রণীত হইয়াছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা যে ধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ, তাহা অজ্ঞ ও নীচ মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত হইলেও তাহাদের কৃত হইতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বর ইহার প্রণেতা।"

বিচারক যুবকের এতাদৃশ উক্তিতে চমৎকৃত হইয়া আরো শুনিতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রসন্ন কহিলেন, "মহাশয়, বাইবেলোক্ত অলৌকিক কার্য্য সকল ইহার স্বর্গীয়ত্বের অন্যতর প্রমাণ। স্বার্থসিদ্ধি ও স্বীয় দেবতার মর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতারক আচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক এই সমুদায় কার্য্য নির্জ্জনে কৃত হয় নাই। দেশের সর্ব্বস্থানে সহস্র সহস্র লোকের প্রত্যক্ষে ও সকলের উপকারের নিমিত্ত উহা করা গিয়াছিল ; এবং যাহারা ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তজ্জন্য কেবল তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি কার্য্য চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তদ্ঘটিত ক্রিয়াবিশেষ অদ্যাবধি প্রতিপালিত হয়। যীশুর পুনরুত্থান দিন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত সপ্তাহের সপ্তম দিবসের পরিবর্ত্তে প্রথম দিন বিশ্রামাহ হইয়া থাকে। কেবল এই অলৌকিক ঘটনাই খ্রীষ্টের স্বর্গীয়তার প্রচুর প্রমাণ। তদ্ভিন্ন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী

এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সুফল ও বিশ্বব্যপকতা প্রভৃতি অনেক প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"

প্রসন্ন এই কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তত্রত্য জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি এইক্ষণে যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা সেই স্বর্গীয় ধর্ম্মের অনুকূলে এই শেষোক্ত প্রমাণটী গ্রহণ কর। তোমরা নিশ্চয় জানিও, যে ধর্ম্ম বিশ্বব্যাপী নহে, তাহা ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর কি সকল মনুষ্যকে এক করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই? তিনি ইংরাজদিগকে শরীর পুষ্ট, উষ্ণ ও সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যে খাদ্য, যে বস্ত্র, ও যে ঔষধ দিয়াছেন, আমাদিগকে কি তাহার অধিকারী করেন নাই? যদি তাহাই হইল, তবে কি আত্মিক ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইবে? কোন প্রকারেই স্বতন্ত্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনের ভাব, আশা, অভাব, ও সুখ দুঃখ বোধ সমুদায়ই এক প্রকার। অতএব এক প্রকার ধর্ম্মজ্ঞানরূপ আহারদ্বারা মন ও অন্তঃকরণের পুষ্টিসাধন ও এক রূপ ধর্ম্মৌষধি দিয়া পাপপীড়িত আত্মার রোগ নিবারণ করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মে ভিন্ন জাতীয় লোকের অধিকার হইতে পারে না, তাহা সকলেই জানে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, যে উহা প্রেমময় পরমেশ্বর প্রেরিত ধর্ম্ম নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে; সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বাবস্থার লোকেই এই ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।"

"এই ধর্ম্মে ভাষা, আহার ব্যবহার ও বেশ ভূষার কিছুই নিয়ম নাই। আত্মা সম্বন্ধীয় নিয়মই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সর্ব্বজাতীয় লোকেই এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। আহা! ইহা কেমন আনন্দময় ধর্ম্ম! অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও ইহার

নিগূঢ় ভাবের মর্ম্মাববোধে সম্পূর্ণ সমর্থ হন না; অথচ এমন সহজ, যে অতি সামান্য লোকেরও উহাতে ভ্রম জন্মিতে পারে না। এই ধর্ম্ম দীনহীনকে স্বর্গরাজ্যাধিকারী সম্পন্ন করে। শোকাতুরের অশ্রুজল মোচন, ব্যাকুলিত আত্মাতে শান্তিবারি সেচন, শয্যাগত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান, মরণোন্মুখ মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে আশালতা রোপণ করে। প্রিয় বন্ধুগণ, আমি খ্রীষ্টীয়ান হইলাম, এবং ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি, তোমরাও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চিরজীবন লাভ কর।"

প্রসন্নের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, বিচারক কি বলেন, ইহা শুনিবার নিমিত্ত, তাঁহার প্রতি সকলেরই নেত্রপাত হইল। তত্রত্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকই খ্রীষ্টধর্ম্মের জয় বুঝিতে পারিলেন। এক জন বলিলেন, "যাহা হউক, পাদরিরা এই অল্প সময়ে উহাকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন।" আর এক জন পলিতকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃদুস্বরে "আমাদের দেবতারা পতিত হইলেন" বলিতে বলিতে দুঃখিতচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আর এক ব্যক্তি আচার্য্যের প্রতি বৃথা কোপ প্রকাশ করিয়া দন্তকিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন।

এ পর্য্যন্ত কেবল মহেন্দ্র বাবু নিরাশ হন নাই। তিনি প্রসন্নের বক্তৃতা শুনিয়াও, কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যেন স্বপ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বপুত্রকে পুনরায় আপনার বলিতে পারিবেন কি না, এই যাতনাযুক্ত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। প্রসন্নের কথা সমাপ্ত হইলে তিনি এক প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়া, বিচারকের চরণ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! সে এখন কি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে?" এই ঘটনা দর্শনে বিচারকেরও অন্তঃকরণ করুণাবিষ্ট হইল। তিনি অতি সদয়ভাবে বলিলেন, "না, আপনার

পুত্রকে বল ক্রমে গৃহে পাঠাইতে পারি না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার সেই কার্য্যের উত্তম কারণও প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইতে পারেন। আমার বোধ হয়, তিনি আচার্য্যের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।" মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিবামাত্র, ঈষদ আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য পূর্ব্বানুভূত ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া অগ্রসর হইয়া পিতাকে ধরিলেন। ক্ষণৈক কাল পরে মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "জননীকে দর্শন করে নাই।" বিচারক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রসন্নকে বলিলেন, "তোমার মাতা ঐ গৃহে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি একাকী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

প্রসন্ন প্রদর্শিত দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার গাত্র উদ্বেগে কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি অবিচলিত পদে গমন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায়ই বৃথা হইল। অন্তর্গূঢ় যাতনা নিবন্ধন তাঁহার হস্ত পদ কম্পমান হইল। তাঁহার হস্ত শীতল ও অবশ হইয়া গেল; তিনি যেন ক্ষণিক শান্তিলাভের নিমিত্ত উত্তপ্ত ললাটদেশে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু ললাটের শিরা সকল বিস্তৃত ও স্ফীত হইয়া, তাঁহার আন্তরিক বেদনা প্রকটিত করিল! তিনি আত্মভাব গোপন করিতে পরিলেন না। অতর্কিতভাবে তাঁহার মুখ হইতে এই প্রার্থনা নিঃসৃত হইল, "ত্রাণকর্ত্তা তুমি স্ত্রীজাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সস্নেহনেত্রে দৃষ্টিপাত কর!" এই কথা বলিয়া জননীসমীপে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র, "আমার রতন্ মণি! আমার চাঁদ! আমার জীবনতারা! আমি আজি কি শুনিলাম, বাবা!" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া, প্রসন্নের মাতা অনবরত শোকসন্তপ্ত অশ্রু-

ধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "বাবা আমার! তুমি না কি আমাকে ত্যাগ করিলে! যে তোমাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ, বাল্যকালে স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছে, যাহার প্রসাদে তুমি এখন মানুষ হইয়া উঠিয়াছ, তাহাকে ত্যাগ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে! না না, এ সকলই দুঃস্বপ্নমাত্র, এখন সে সমুদায় গিয়াছে। আমরা জাগরিত হয়েছি, তুমি এখন আমার সঙ্গে যাবে। আমি জানি অবশ্যই যাবে।"

প্রসন্ন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মা! মা! আমি মরিলাম! আপনি স্থগিত হউন, নতুবা আমি উন্মাদ হইব। হে ঈশ্বর! ইহা সামান্য ত্যাগস্বীকার নয় বটে, কিন্তু এই ক্ষতিস্বীকার তোমার বেদির সম্মুখে অতি অকিঞ্চিৎকর।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার যত্নরক্ষিত অন্তর্ব্বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আমাকে আপনার ত্যাগ করিতে হইবে।"

সন্তপ্তচিত্ত প্রসন্নের মাতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যেতে দেওয়া! আমার প্রাণধন! তাহা কোন প্রকারেই হইবে না। হায়! চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হয়েছে। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র সকলেই যেন ক্রোধে অস্তগত হয়েছেন। হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম, যে আমার এরূপ সর্ব্বনাশ হল! বাছা! তুমি আমাদের বাড়ীর আলো, তুমি কেমন করিয়া আমায় ছেড়ে যাবে? আমি তোমা বিনা জীবন ধারণ করতে পারব না। আমার সোণার চাঁদ! আমার গোপাল! আমার মুক্তার হার! আমার মাণিক! আমার রতন! আমার পাখী! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি তোমা বিনা বেঁচে থাকতে পারব না। তুমি ফিরে না গেলে, আমি প্রাণত্যাগ করব। আমাকে বিষ দেও, আমি পান করব। আমি যে পুত্রকে লালন পালন করেছি, সেই

বাছা খ্রীষ্টীয়ান হবে! ওরে আমার হৃদয়ে যেন শেল বেঁধে! আঃ! যে মুখ ফল মূল দুদ মেঠাই ভিন্ন আর কোন বস্তু পর্শ করে নাই, সেই মুখে অখাদ্য উঠ্‌বে। যে মুখে জল বই আর কিছু খায় নাই, সেই মুখে মদ উঠ্‌বে? ও মা কি সর্ব্বনাশ! না, তা কখনই হতে পার্‌বে না।" অর্দ্ধোন্মত্তা প্রসন্নের মাতা অকপট ঘৃণা সহকারে এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন সেই সকল বিলাপ বাক্য শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় অতি দ্রুতভাবে বলিলেন, "মা মা! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আর ওরূপ বল্‌বেন না। আপনার স্নেহ যে কি অমূল্য ধন, আমি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কেবল ত্রাণকর্ত্তা ও কর্ত্তব্য ব্যতীত আর সর্ব্ব দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্।" এই কথা বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। নির্ব্বোধ হিন্দুমহিলারা ত্রাণকর্ত্তা ও কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন না। "যাহাদের পরিতপ্ত হৃদয়ে স্বাভাবিক স্নেহ মৃত্যুর ন্যায়, অনন্ত ঈশ্বর! তুমি তাহাদের নিকট অতি ভীষণ ত্যাগস্বীকার অভিলাষ কর;" প্রসন্ন অতর্কিতভাবে কোন পুস্তকে পঠিত এই বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া আত্মক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু সেই ত্যাগস্বীকার করিলেন! তিনি আর ঐ বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করিলেন না। জনীনর প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়াই, বাহির হইলেন; এবং খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া আচার্য্যের ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিশ্রামাহের সন্ধ্যা সমাগত হইল। প্রসন্ন যে উন্নত পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, আপনাকে তদুপযোগী, এবং আপনার

কার্য্যকলাপ খ্রীষ্টধর্ম্ম সংগত, ও চরিত্র খ্রীষ্টসদৃশ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরসমীপে একান্ত মনে প্রার্থনায় দিনের অধিকাংশ যাপন করিলেন। বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর, পাঁচ দিন অতীত হইল। "পাছে আত্মীয়বর্গ আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যান, পাছে তাঁহারা আমাকে কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ দেন" তাঁহার অন্তঃকরণে এবম্বিধ আশঙ্কা আর রহিল না। আচার্য্য তাঁহাকে রামদয়ালের সহিত ভজনালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে শকট আনাইয়াছিলেন, তিনি নিরুদ্বেগে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য অশ্বচালককে যথা স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং উপবেশন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিলেন, "ঈশ্বর যে তাদৃশ ক্লেশকর কার্য্যের ঈদৃশ সুখাবহ পরিণাম করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।" কিন্তু আপনার যুবক শিষ্যকে এখনও যে ভীষণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হইবে, এবং তিনি সাত বার নিকর্ষিত রজত খণ্ডের ন্যায় তাহাহইতে মুক্ত হইবেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কতিপয় মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা একটি মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে যে পথ দিয়া আসিতেছিলেন, তদপেক্ষা এই পথটী অধিক নির্জ্জন ছিল। প্রসন্ন, বাপ্তাইজিত হইবার সময়ে আপনার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইবার সম্ভব, তাহার স্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত উত্তর সমুদায় মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিলেন। এ দিকে আচার্য্যের অন্তঃকরণে নানা প্রকার ভাবোদয় হইতে লাগিল। তিনি পরিণাম চিন্তায় মগ্ন হইয়া, নানা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একবার দেখিলেন, যেন আপনার যুবক শিষ্য নির্ভীত ও সাহসী ধর্ম্মোপদেশকের ন্যায় গ্রামে গ্রামে জীবনদায়ক বাক্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আর বার দেখিলেন, যেন প্রসন্ন পরিণতবয়স্ক ও বহুদর্শী হইয়া তাঁহারই ভজনালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া—

ছেন, এবং তিনি সেই ভার হইতে মুক্ত হইয়া প্রেরিতগণের প্রকৃত উত্তরপদধারির ন্যায় দেশ বিদেশে গমন করিতেছেন। চিন্তা করিতে করিতে আরো দেখিলেন, যেন আপনার সম্মুখে একটী বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন রহিয়াছে ও চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অসংখ্য মুক্তি-প্রাপ্ত লোক বসিয়া আছেন। এবং প্রসন্ন আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগের ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানগণ সহিত তথায় রহিয়াছেন। তিনি যেন সেই সিংহাসন হইতে এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, "হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য।" এবম্বিধ নানা প্রকার ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে কেবল রামদয়ালের অন্তঃকরণ অস্থির ছিল। তিনি সন্দিহান হইয়া বৃক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অবশেষে কিছু দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইহারই ভয় করিতেছিলাম। বিচারালয় হইতে প্রত্যাগমন অবধি এ পর্য্যন্ত যে কেহ আমাদিগকে কষ্ট দেন নাই, তাহার কারণই এই।" কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সাবধান হইবার সময় ছিল না। মহেন্দ্র বাবু ধনী লোকদিগের নিকট হইতে কতকগুলি লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই পঞ্চাশৎ অস্ত্রধারি পুরুষ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। তাদৃশ জনতার মধ্য দিয়া শকট চালন করা অতি শঙ্কট ব্যাপার। দুইজন লোকে অশ্ব ধারণ করিল। তিন জনে অশ্বচালককে বলপূর্ব্বক অবতারণ করিয়া বন্ধন করিল। রামদয়াল ছাড়াইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দুই জন পাঞ্জাবী তাঁহাকে ধৃত করাতে তিনি বাঙ্গালীস্বভাববিরুদ্ধ সাহস সহকারে তাহাদের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যের স্বর শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বলিলেন, "ওরে! ঐ খ্রীষ্টান্ ব্যাটাকে ছেড়ে দে, কেবল আমার ভাইকে আন্।" অনন্তর আচার্য্যকে বলপূর্ব্বক পথের এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া প্রসন্নকে শকট হইতে নামাইয়া,

এবং নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক আর একখানি শকটের তলায় রাখিয়া প্রস্তরময় পথের উপর দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল।

আচার্য্য ও রামদয়াল স্বপ্নাবস্থার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসন্ন, অশ্ব, শকট ও অস্ত্রধারি পুরুষগণ সমুদায়ই ইন্দ্রজালের ন্যায় অদৃশ্য হইল। কেবল তাঁহারা হতাশ হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিলেন। দস্যুরা স্বার্থসিদ্ধি করিল। এক্ষণে বিচারকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই তাহাদের বিশেষ চেষ্টা। আচার্য্য ও রামদয়াল দুঃখিত চিত্তে ভজনালয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের আশা অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহাদের নেত্র হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না।" "দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" এই স্বর যেন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অবশেষে আচার্য্য বলিলেন, "রামদয়াল! কি অন্যায় কর্ম্ম! আমি কল্য প্রাতে অভিযোগ করিব।"

রামদয়াল বলিলেন, "মহাশয় আমাকে বলিতে অনুমতি করিলে আমি ঈদৃশ কার্য্য করিতে নিষেধ করি।"

আচার্য্য কহিলেন, "কেন?"

রামদয়াল উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমরা যতই বিরুদ্ধ বলি না কেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশজয়িদের ধর্ম্ম বলিয়াই এদেশে প্রচলিত হইতেছে। এই ভাবটী সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও সকলেরই মনে আছে। অতএব সজীব খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ এই অমূলক ভাব যত না থাকে, ততই আমাদের উদ্যোগ করা উচিত। অভিযোগ করিয়া আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইব, তদ্বিষয়ে আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; সে যাহা হউক, বিবেচনা করুন অভিযোগ করিয়া যেন

বন্ধুকে পাইলাম, ও খ্রীষ্টধর্ম্মে সম্পূর্ণ ভক্তি আছে বলিয়া তিনি যেন সকলের সাক্ষাতে স্বীকার করিলেন; তথাচ লোকে মনে করিবে, তিনি ব্রিটিষ শাসনের সাহায্যে খ্রীষ্টীয়ান হইলেন।"

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য অনুধ্যান করিয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, কিন্তু প্রসন্নের নিমিত্ত কি কিছুই করা যাইবে না?"

রামদয়াল কহিলেন, "মণ্ডলীর লোকেরা পিতরের নিমিত্ত যাহা করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই করা উচিত। আমরা তাঁহার নিমিত্ত অনবরত প্রার্থনা করিব। তাহা করিলে আপনি দেখিবেন, প্রসন্ন নিরাপদে পুনরায় আমাদের নিকট আসিবেন। "তাহাদের মধ্যে এক জনও বিনষ্ট হইবে না,' এই বাক্যটী যাঁহাদের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, তিনিও তাঁহাদের এক জন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রসন্নের শারীরিক আঘাতের বিষয়ে কোন আশঙ্কা কর না? অধিকাংশ হিন্দু পরিবার বিষের গুণ ও তাহা প্রয়োগ করিতে জানে। কেমন, জানে না? স্ত্রীঘটিত কোন অপমান হইলে, মৃত্যু সাধন করিয়া গুপ্ত করে। তাহাদের বিবেচনায় যে সন্তান বংশ চিরকলঙ্কিত করিতে উদ্যত, তাহারা কি তাহার প্রতি তাদৃশ আচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবে? অথবা তাহা অত্যন্ত গুরুতর বোধ হইলে, বুদ্ধিভ্রংশক ঔষধ খাওয়াইয়া প্রসন্নের বুদ্ধিলোপ করিতে পারে। উঃ! তাদৃশ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি নষ্ট হইবে! ইহা চিন্তা করিতেও আমার ক্ষোভ হয়।"

"মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আপনকার সহিত ঐক্য হইতে পারিতেছি না। তাঁহার বান্ধবেরা যে তত দূর করিবেন, ইহা কোন প্রকারেই আমার সম্ভব বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, এবম্বিধ যত গল্প হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অনেক বাড়ান কথা আছে। আমি কখনও স্বয়ং ঈদৃশ ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই।"

আচার্য্য কহিলেন, "রামদয়াল তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ঈশ্বর করুন, যেন প্রসন্ন সর্ব্ব বিপদ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু রামদয়াল! তাঁহার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে।"

সূর্য্য কেমন করিয়া প্রসন্নকে শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, এক্ষণে আমরা সেই বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেহই কিয়ৎক্ষণ একটীও কথা কহিলেন না। প্রসন্ন অচেতন হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তিনি যে ভক্তি, যে আশা ও যে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, এখন তৎসমুদায় কোথায় গেল? তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি যেরূপ গাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার চিত্তে নিপতিত অন্ধকার তদপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন ছিল না। "স্বর্গে বাস্তবিক ঈশ্বর আছেন?" "যদি খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি আপন ধর্ম্মকে এরূপ লজ্জাকর ভাবে পরাজিত হইতে দিতেন?" এই প্রশ্নদ্বয় তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, তাহাতেই বিলীন হইল। পরে তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, হিন্দুধর্ম্ম না খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, ইহার যথার্থ অনুভূতির যথোপযুক্ত উপায় করুন। ইহাতে জগন্মণ্ডলের বিনাশ হয় হউক। কিন্তু হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! তাহাতেই কি সেই কথা নির্ণয় হইতে পারে? এই রূপেই যে নিশ্চিত হইবে, তাহাই বা কি প্রকারে জানা যায়। কি জানি দুই ধর্ম্মই মিথ্যা, আমিও মিথ্যা, কেবল এক দৃশ্য মাত্র। এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে আমি যে থাকিব তাহাই বা কি প্রকারে জানি? জগৎ আছে কি? হাঁ আছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। হাঃ! স্বমতাভিমানি, প্রমাণ আবার কি?"

অহে নিরূপায় সন্দিহান শিষ্য! সাহস অবলম্বন কর। কুপথ-

প্রবর্ত্তক শয়তান তোমার নিমিত্ত দুর্ভেদ্য বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, এবং সম্প্রতি অনেক অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সে অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে তোমাকে অবতারিত করিয়াছে; কিন্তু সাহস অবলম্বন কর। শয়তান অপেক্ষা অধিকতর মহতের হস্তে ঐ গহ্বরের চাবি আছে; তিনি তোমাকে নিরাপদে আনয়ন করিবেন। তোমার পথ অতি বক্র, অন্ধকারময় ও রসাতলস্থ কিম্বা তোমার অজ্ঞাত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তিনি তোমাকে আপনার অনুগ্রহরূপ তৃণময় ক্ষেত্রে ও আপনার সন্নিধানরূপ রবিকিরণে নিরাপদে আনয়ন করিবেন!

সূর্য্য দেখিলেন, প্রসন্ন আপতিত বিপদের প্রতি মনোযোগ না করিয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন। মুক্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাকে গাড়ির তলায় যেমন রাখা গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপই পড়িয়া রহিলেন। অথচ কোন সাংঘাতিক আঘাত লাগে নাই। যাহা হউক, সূর্য্য তাঁহাকে ঐরূপ চিন্তা করিতে দিলেন না। প্রসন্নের স্থির ভাব দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন হয় তাঁহার বাটীতে যাইবার বিষয়ে বিশেষ মতামত নাই, নয় বাপ্তাইজিত হইবার পূর্ব্বে মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া হর্ষিত হইয়াছেন। অবশেষে আর কেহই আমাদের অনুধাবন করিতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি প্রসন্নের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন; এবং খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে গিয়া থাকিবার বিষয়ে, তাঁহাকে পরিহাস পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সেই চেষ্টা কোন কার্য্যকর হইল না। তিনি প্রসন্নের মুখশ্রী দুঃখে ম্লান ও বিবর্ণ হইয়াছে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, যে আপনার বাক্যবাণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আর তিরস্কার না করিয়া উপদেশ ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

তিনি কহিলেন, "দেখ প্রসন্ন! যদি সত্য বল, তবে বোধ হয় দুরাত্মা খ্রীষ্টীয়ানদের ঘৃণিত ব্যবহার ও ভ্রমাত্মক আশার হস্ত-হইতে মুক্ত হইয়াছ বলিয়া, তুমিও আমার ন্যায় আহ্লাদিত হইয়াছ।"

"দাদা! সেই আশা ভ্রমাত্মক বলুন কি না বলুন, কিন্তু আমি এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উহাতে পরমসুখী ছিলাম; এখন বলুন দেখি, আপনারা তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে কি দিয়াছেন? কেবল নিরাশ করিয়া দুঃখই দিয়াছেন। আমি আর কখনই হিন্দু হইব না। আপনারা আমাকে নাস্তিক করিবেন। কিন্তু নাস্তিকের ঐহিক পারত্রিক অপেক্ষা পশুর ঐহিক পারত্রিক শ্রেয়ঃ; ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। আমি দেখিতেছি, আমার তাহাই হইবে। স্বর্গ, নরক ও পৃথিবী সমুদাই অন্তর্হিত হইতেছে, আমিও অন্তর্হিত হইতেছি। ঈশ্বর! যদি তুমি থাক, তাহা হইলে আমাকে এই ঘৃণিত জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত কর।" সূর্য্য প্রসন্নের সহসা কথিত ঈদৃশ বাক্যের উত্তর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু এই সুযোগে চতুরতা পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ! ভাই তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। তোমার ঈশ্বর সত্য হইলে, তিনি কি তোমাকে আমাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন না? তোমার ঈশ্বরের আবার ক্ষমতা! ফলতঃ কএক জন রজপুতের লাঠি তাহা অপেক্ষা বলবত্তর। তুমি সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, পরিবারের মধ্যে কতকগুলি লোকের জ্ঞান ছিল, নতুবা তুমি এতক্ষণে কোথায় থাকিতে, বলিতে পারি না।" শয়তান ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রসন্নের অন্তঃকরণে যে সকল কথা উদিত করিয়াছিল, ইহা কি সেই সকল কথার প্রতিধ্বনি নহে? কিন্তু এক্ষণে অন্যের মুখ হইতে উচ্চারিত ও

বিষম মর্ম্মভেদিরূপে উত্থিত হওয়াতে ঐ কথায় প্রসন্নের সুমতি উত্তেজিত হইল। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, "ঈশ্বরনিন্দা করিবেন না। আমি কি বলিয়াছি? যাহা কিছু বলিয়াছি, ভুলিয়া যাউন। আমার ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর। তিনি এখনও আমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার এরূপ করিবার কোন উদ্দেশ্য আছে। হাঁ অবশ্যই তাঁহার কোন উদ্দেশ্য আছে। আপনি পরে তাহা বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন এবং স্বীকারও করিবেন।"

প্রসন্ন ঐ কথার ভয়ানক অর্থ, ও তাহা যে কিছু দিন পরে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, ইহা তৎকালে বুঝিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আমরা যে বাটীর দিকে যাইতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া সূর্য্য বলিলেন, "বাড়ী! না না, বাড়ীতে নয়। তোমার পলায়ন প্রযুক্ত বাটীই আমাদের পক্ষে অতি ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। উদ্ধতস্বভাব পুরোহিতেরা প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহবেষ্টন করিয়া, তোমার এই পাগলামির নিমিত্ত আমাদের জাতি গিয়াছে, বলিয়া থাকে। ভাই প্রসন্ন! উহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আরো দেখ, পিতা অতি পবিত্র ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। জীবনাবধি কখন পূজাতে অশ্রদ্ধা করেন নাই। এক্ষণে আর হিন্দু বলিয়া পরিচিত হন না। এই কথা এক বার ভাবিয়া দেখ।" বলিতে বলিতে সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! কেবল তোর নিমিত্তই এই সকল হইয়াছে। আঃ! ইহা স্মরণ করিলেই আমার গাত্র দগ্ধ হইয়া উঠে। তুই উৎসন্ন যা।"

এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমাকে শাপ দিয়াছেন?"

সূর্য্য বলিলেন, "না, তিনি টাকা দিয়া, এবং তুমি পাগল হইয়াছ, এই ও অন্যান্য সহস্র কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহারা যত পাইল, ততই চাহিল। দিন দিন এত অপমান করিল ও বলপূর্ব্বক এত অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল যে, আমরা আর সহ্য করিতে পারিলাম না। তাহার পর তোমার শ্বশুর আসিয়া আমাদের দুঃখের একশেষ করিয়াছেন। তিনি আপন কন্যাকে চাহিয়া প্রকারান্তরে বলিলেন, যে আমরা টাকা পাইব বলিয়া তোমাকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিয়াছি। আর নূতন বউমাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া দিব বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি।"

প্রসন্ন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি তাকে পাঠায়ে দেছেন?"

সূর্য্য প্রসন্নের সেই প্রথম ঔৎসুক্যে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "না, তিনি পাঠাইয়া দেন নাই। কহিলেন, 'কোন প্রকারেই বউমাকে পাঠাইয়া দিব না।' পিতা ভাবিয়াছিলেন, বউমা বাটীতে থাকিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

প্রসন্ন মৃদু স্বরে কহিলেন, "প্রেয়সি! আমি কেবল একটী কর্ম্ম করিলে তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু কোন প্রকারেই করিব না; নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই করিব না। কারণ যে জন খ্রীষ্ট অপেক্ষা পিতা বা মাতা বা স্ত্রীকে অধিক ভাল বাসে, সে তাহার যোগ্য নহে। হে ঈশ্বর! আমি যাহাতে তোমার দৃষ্টিতে যোগ্য হইতে পারি, তুমি আমাকে সেই রূপ সাহায্য কর।

সূর্য্য ঐ কথা যেন শুনিয়াও শুনেন নাই, এমত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তৎপরে আমরা অনেক কষ্টে তোমার শ্বশুরকে বিদায় করিয়াছি। যদি আমরা বউমাকে তোমার সহিত মিলিত হইতে

প্রবৃত্তি দি, তাহা হইলে আমাদের পরিবার শুদ্ধ সকলকেই শাস্তি দিবেন ও রাত্রিতে আপন কন্যাকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অপমান যাহাতে না হয়, এই নিমিত্ত আমরা খুড়া মহাশয়ের বাটীতে রহিয়াছি, তুমি সেখানে সকলকেই দেখিতে পাইবে।"

প্রসন্ন আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। বুঝিতে পারিলেন, যে সহরের বাটী হইতে পলায়ন অপেক্ষা খুড়ার বাটী হইতে মুক্ত হওয়া দশগুণ কঠিন হইবে। যাহা হউক, তাঁহার অন্তঃকরণে তৃপ্তিকর বিশ্বাস শীঘ্র আবির্ভূত হইল। সেই বিশ্বাসের সমীপে লৌহকীলক ও প্রস্তরভিত্তিও কোন কার্য্যকর নহে।

চারি ঘণ্টা অতি দ্রুতবেগে গাড়ি চালাইয়া, অবশেষে তাঁহারা লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের নিকটে পৌঁছিবামাত্র পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে গাড়ির ভিতর হইতে একটা জ্বলন্ত মশাল বাহির করা গেল। বাটীর পরিবারেরা দেখিবামাত্র সূর্য্য কৃতকার্য্য হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। দুই প্রহর রাত্রি হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই তৎকালে নিদ্রা যান নাই। বাটীর মধ্যে অতি ভয়ানক হরিবোলের ধ্বনি উঠিল। লাঠিয়ালগণ ও বাটীর ভৃত্যেরা একত্র হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। যখন সকলে আনন্দ ও অত্যন্ত গোলমাল করিতে করিতে প্রসন্নকে গাড়ির ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল, তখন তিনি একটীও কথা কহিলেন না। তাঁহার পিতা রোদন করিতে করিতে তাঁহার স্কন্ধদেশে পতিত হইলেন। সূর্য্য প্রসন্নকে কি প্রকারে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ঘৃণিত পাদরি কি প্রকারে পরাজিত হইলেন, নব ও চন্দ্র ইহার সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা হউক, প্রসন্ন কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করাতে এবং ক্রমাগত দুঃখিত থাকাতে তাঁহাদের

মনোরথ অসম্পূর্ণ রহিল। অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলে মাতা সান্ত্বনা করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রসন্ন যাইবার সময় কোন্ পথ অরক্ষিত ও কোন্ গরাদিয়া ভগ্ন, তাহা সতর্কভাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাদৃশ অনুসন্ধানে পরে অনেক উপকার হইবে এই ভাবিয়া, তিনি সেই রূপ করিলেন। বারাণ্ডাতে মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার চিরসঞ্চিত দুঃখ বিবৃতদ্বার হইল। তিনি অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ও মা! এ আপনার উচিত হয় নাই। বিচারালয়ে আপনার নিকট আমার সমুদায় অভিপ্রায় বলিয়াছিলাম, অতএব আপনি আমাকে পুনরায় আনিলেন কেন? আপন ইচ্ছাতে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছি, পাদরির কোন কথায় বশীভূত হই নাই। ফলতঃ কাহারো কথায় কিছুই করি নাই। মা! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, আপনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই কেন? আমি এক্ষণে পৃথিবীর সকল লোক অপেক্ষা দুঃখী। আপনি আমাকে খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত মিলিত হইতে দিবেন না, এবং আমিও আর কখনো হিন্দু হইতে পারিব না। আমার দুঃখের কূল-কিনারা কিছুই দেখিতেছি না। এই অকূল সমুদ্র দেখিলে আমার মনে শঙ্কা উপস্থিত হয়।"

প্রসন্নের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তুমি পুনরায় হিন্দু হইবে না কেন? তোমার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে। আমরা টাকা খরচ করিতে ক্রটি করিব না। বাছা! জাতিভ্রষ্ট থাকার অপেক্ষা আমাদের ভিক্ষা করিয়া খাওয়া বরং ভাল। এক কড়া কড়ি থাক্‌তেও তা হবে না। এখনও তোমার জাত যায় নাই। তুমি ত বাপ্তাইজ হও নাই। এখনও ত তারা মন্ত্র পড়্‌তে পারে নাই।

গোমাংস তোমার মুখে দেওয়া হয় নাই। বাছা! বল যে হয় নাই।"

না মা! আমি গোমাংস খাই নাই; এবং খ্রীষ্টীয়ান হইলেও খাইতাম না। জলসংস্কার কোন মন্ত্র বা যাদু নহে। আহারের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। নির্ম্মল জলে ধৌত করণমাত্র। এই রূপে আত্মাকে সমুদায় পাপমলা হইতে ঈশ্বর পবিত্র করিবেন এই বিশ্বাসের চিহ্নমাত্র।"

মাতা বলিলেন, "তাহারা তোমাকে এই রূপ বিশ্বাস করাইয়াছে বটে, কিন্তু আমি তোমাকে যা বল্‌ছি, তুমি শেষে তা দেখ্‌তে পেতে। কিন্তু দেবতারা ধন্য যে সেই বিপদ আমাদের উপর পড়ে নাই। প্রসন্ন! বউমাকে দেখ্‌তে চাহ না?" প্রসন্নের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বলিলেন, "হাঁ জানি, তুমি দেখ্‌তে চাহ। কিন্তু যত দিন প্রায়শ্চিত্ত না কর, তত দিন তাঁকে পাবে না। কামিনী বলেন, যে পর্য্যন্ত তুমি জাতিভ্রষ্ট থাক্‌বে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে দেখা অপেক্ষা তাঁর মৃত্যুও ভাল! শীঘ্র শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত কর, তা হলেই ভাল। খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আর ফিরে যেতে পার্‌বে না। এই দুইয়ের এক খানা হবে। হয় তুমি চিরকাল কারাগারে থেকে কষ্ট ভোগ কর্‌বে, নয় পূর্ব্বে যেমন ছিলে, সেই রূপ থাক্‌বে। আমাদের সকলের প্রিয় হয়ে ও বাড়ী উজ্জ্বল করে থাক।"

এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন বলিলেন, "মা! তবে আমি কারাগারেই থাক্‌ব। কামিনীকে অনেক কথা বল্‌ব মনে করে আজ রাত্রিতেই তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে দেখ্‌তে চায় না, আপনি আমাকে একটী ঘর দেখিয়ে দিন, আমি সেই খানে একলা থেকে ধর্ম্মচিন্তা ও প্রার্থনা করব।

প্রসন্নের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, যেন তিনি আর সে প্রসন্ন নন, তাঁহার কথা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, প্রার্থনা আবার কি? কিন্তু অধিকক্ষণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলেন না। প্রসন্ন বিশ্রাম করিতে চান, মাতৃসুলভ বাৎসল্য আসিয়া যেন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দিল। তিনি তাঁহাকে একটী সুরক্ষিত নির্জ্জনগৃহে রাখিয়া ব্যাকুলচিত্তে ও বিষন্নবদনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কেবল প্রসন্ন শেষ রাত্রিতে দুই ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তাদৃশ বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আর কেহই একবারও নেত্র মুদ্রিত করেন নাই। প্রসন্নকে সত্বর জাতিতে লইবার উপায় করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণগণ আহূত হইলেন। তাঁহারা সকলে এক মত হইয়া বলিলেন, "প্রসন্নকে অকপটভাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা কোন প্রকারেই হইবে না।" প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, প্রসন্নকে এক দেবালয়ের সমীপে দাড়ি, গোঁপ ও মস্তক মুণ্ডন এবং কএক শত টাকা মূল্যের কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণেরা আরো অনেক টাকা ও একটী কুৎ ভোজ পাইবেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, এই রূপে দেবতাদের ন্যায়রক্ষা, ক্রোধের শান্তি ও পাপীর পাপ মোচন হইবে। যাহা হউক, প্রাতে প্রসন্নের প্রতিজ্ঞার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি পূর্ব্বে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এখনও সেই রূপ রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে বাটীতে সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া আহ্লাদিত হইত, এক্ষণে সেই বাটীতে তাঁহাকে কুকুরের ন্যায় ঘরের বাহিরে আহার করিতে দেওয়াতে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈদৃশ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। যীশু যখন গর্ব্বিত ফরীশীর বাটীতে

গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি সামান্য সূত্রধর-সন্তানের ন্যায় ব্যবহার হইয়াছিল! তাঁহাকে সম্মানরূপ চুম্বন করা বা অভিষেকে তৈল দেওয়া হয় নাই। উচ্চ জাতি হইলে, তাঁহার প্রতি সেই সমুদায় মর্য্যাদা করা যাইত। প্রসন্নও স্বপ্রভুর ন্যায় সেই অপমান সহ্য করিতে ভাল বাসিলেন।

প্রসন্নের আত্মীয়বর্গ দিন দিন অত্যন্ত অধীর হইতে লাগিলেন। ঈদৃশ অন্যান্য ঘটনাতে যে সকল উপায় ফলদায়ক হইয়াছিল, তাহারাও সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম অতি পবিত্র, তাহা গ্রহণ করিতে অসচ্চরিত্র লোকদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এই ভাবিয়া, তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দূষিত এবং তিনি যে ধর্ম্ম আন্তরিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, অসদাচরণ দ্বারা তাহাহইতে তাঁহার মন বিচলিত করিতে চেষ্টা করিলেন।- তিনি 'যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে নর্ত্তকী ও মদ্য সময়ে সময়ে প্রেরিত হইত, আত্মীয়বর্গ তাঁহার প্রতি স্নেহ করিয়াই যেন এই সকল উপায়দ্বারা তাঁহাকে বর্ত্তমান দুঃখ নিবারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অপরিসীম সাহায্যের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস থাকাতে তিনি এই সকল সংহারক প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রবঞ্চকের রব শুনিতে অস্বীকার করিলেন। এবং ঐ সমুদায় ভয়ানক সাংঘাতিক প্রলোভন গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এই নিমিত্ত তিনি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন। প্রসন্নকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়বর্গের কল্পনা নিষ্ফল ও অর্থ বৃথা নষ্ট হইল। পুরোহিতেরা অর্থ পাইবার অভিলাষে ক্ষণে ক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত গোলযোগ আরম্ভ করিলেন, এবং সত্বর প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, সমুদায় পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইবেন বলিয়া, ভয় প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন। মাতার অন্তঃকরণে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে একান্ত উৎসুক হইল। স্ত্রী বিধবার ন্যায় কষ্ট পাইতেছিলেন। পিতা দুঃখে ও অপমানে দিন দিন ক্লিষ্ট হইতেছিলেন। গত কয়েক দিনের মধ্যেই মহেন্দ্র বাবুর কেশ সকল ধবল ও গতি স্খলিত হইয়া উঠিল। কর্কশস্বভাব সূর্য্য আপনাকে বাটীর এক প্রকার কর্ত্তা বিবেচনা করিতেন। বংশের কোন অপমানের কথা হইলে ক্রোধে তাঁহার চিত্ত অধীর হইত। এ দিকে খুড়া মহাশয়, "আমার বাটীতে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছে, আমি আর তোমাদিগকে বাটীতে রাখিতে ভালবাসি না" এই কথা ভাবভঙ্গীতে জানাইলেন! ঠাকুর মা সর্ব্বদা দুঃখিত ও নিস্তব্ধ থাকিয়া রোদন করেন। তিনি প্রসন্নের কারারূপ গৃহের মধ্যে গোপনে যাতায়াত করেন, কোন কথা বলেন না; কিন্তু সতত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাছে কেহ আপনার প্রিয়তমের অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই রূপ সতর্ক থাকিতেন। তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নের রক্ষক করিলেন। তাঁহার আহার সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন।

আত্মীয়বর্গ প্রসন্নকে দুর্ব্বাক্য ব্যতীত আর কিছুই বলিতেন না। সুরা, বেশ্যা, বিবিধ আমোদ ও অর্থ প্রলোভন দেখাইলেও কিছুতেই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল না। তাঁহাকে শুধরাইবার আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার প্রতি পীড়ন, নিষ্ঠুর আচরণ, ও তিরস্কার আরম্ভ হইল। অনাহারে রাখিলে তাঁহাকে শুধরাইতে পারা যাইবে না, ঠাকুরমা এই কথা বলিয়া অত্যন্ত অনুরোধ না করিলে তাঁহাকে কেবল ভিজা চাল খাইতে দেওয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার অনুরোধে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদত্ত হইলেও, প্রসন্ন সর্ব্বপ্রকার সুখসেব্য বা বিলাসোপযোগী দ্রব্যে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার শয্যা কাড়িয়া লওয়া হইল। তামাক খাইতে দেওয়া হইত না। উত্তম বস্ত্রের

পরিবর্ত্তে মোটা কাপড় দেওয়া হইল। তাঁহাকে পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ ও যাহাতে মনের চালনা হইতে পারে, এরূপ সকল বস্তু তাঁহার গৃহ হইতে অপসারিত হইল। যাঁহাদের মনোবৃত্তি তত উত্তমরূপে পরিচালিত বা যাঁহাদের স্বভাব তত কোমল নহে, তাঁহাদিগকেও ঈদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে দেখা গিয়াছে। ঈদৃশ ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারেন না। প্রসন্নের তাহাই হইল। তাঁহার আকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। মন্দ অবস্থায় রক্ষিত হওয়াতেই যে তাঁহার মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কুসংস্কারশূন্য পরীক্ষকদিগের নেত্রে এতদ্ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইত না। কিন্তু সূর্য্য সেই অবস্থা দৃষ্টে প্রসন্নকে পাগল বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, এখন আর প্রসন্নকে স্বকর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হইতে হইবে না। যাহা হউক, পাগলের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না, সূর্য্য স্বয়ং প্রশ্নকারী না হইয়া, ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন কৌশলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। এই বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া নানা প্রকার মত হইল। কিন্তু পাপী পাপহইতে মুক্ত হইতে অভিলাষী না হইলে কোন প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবিতে পারে না, কেবল এই বিষয়ে সকলের ঐক্য হইল। এই সিদ্ধান্ত স্থির হইবামাত্র, সূর্য্য কোন ঘটনাক্রমে সেই-ঘরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন।

তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনারা কেবল একটী ফাঁকি লইয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। নির্ব্বুদ্ধিকে সকল কর্ম্মেই প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। উত্তম আহার পাইলে সে যেমন কোন আপত্তি না করিয়া তাহা আহার করিবে, সেইরূপ আপনারা যে কোন প্রকারেই হউক না

কেন তাহাকে পাপহইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, সে তাহাতে কিছুই আপত্তি করিবে না। আপনারা একেবারেই কেন বলুন না যে, একজন নির্ব্বুদ্ধি পরিত্রাণ পাইতে পারে?"

তাঁহাদের মধ্যে এক জন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সূর্য্যের কথাতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উদয় হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা বুঝিলাম। ভাল এক জন পাগল ব্রাহ্মণ পরিত্রাণ পাইতে পারে, ইহা যেন স্বীকার করিলাম।"

সূর্য্য এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! তোমাদিগকে ধন্যবাদ, অবশেষে এরূপ স্বীকারে এক প্রকার পথ পাওয়া গেল।" তিনি এই কথা এমনি আস্তে আস্তে বলিলেন, যে আর কেহই শুনিতে পাইলেন না, এবং বলিতে বলিতে সর্পের ন্যায় তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সচরাচর অতি সহজেই সকল বিষয় বিশ্বাস করে, ও অত্যন্ত উপধর্ম্মপ্রিয় হয়। তাহাদের মন অতি প্রেমপ্রবণ। সূর্য্য সেই সকল উপায় করিতেছেন, এ দিকে বাটীর স্ত্রীলোকেরা একটী অদ্ভুত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কামিনী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে প্রসন্ন কোন খ্রীষ্টীয়ান স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন, কামিনীর প্রতি তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ নাই। কামিনীর প্রতি পুনরায় তাঁহার তাদৃশ প্রেম জন্মানই, সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। তাঁহারা একটী ধূর্ত্ত মায়াবিকে আনাইলেন। ঐ ব্যক্তি অতি নীচ ব্রাহ্মণ। তাহার বশীকরণ করিবার শক্তি প্রসিদ্ধ। কামিনী রোদন করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির নিকট আপনার সমুদায় শোচনীয় বিষয় বলিলেন, এবং আপনার প্রতি স্বামির অন্তঃকরণ পূর্ব্বের ন্যায়

অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, কিন্তু ইহাতে আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইবে ও আমাকে অত্যন্ত বিপদেও পতিত হইতে হইবে।" আরো কহিলেন, "তাহা সম্পন্ন করা ষাটি টাকা ব্যয়সাধ্য।" ইহারা ঐ প্রকার অন্যান্য কার্য্যেও অনেক টাকা লইয়া থাকে। যাহা হউক, কামিনী তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। বশীকরণ করিতে যে যে দ্রব্য প্রয়োজনীয়, মায়াবী তৎসমুদায় বলিলেন। সেই বাটীর মধ্যে একটী ঘর চাহিয়া তাহার মধ্যে চণ্ডী দেবীর উদ্দেশে একটী ক্ষুদ্র বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আম্রপল্লব ও উপরে তণ্ডুল ও সিন্দূর প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া কহিলেন, "এই দেবীর সমীপে দশ দিন ক্রমাগত অর্চ্চনা, জপ ও যাগ করিতে হইবে; তৎপরে দশদিন প্রত্যহ ত্রিমাত্রাপথে প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহার পর দশ দিন গঙ্গাতে দ্রব্যাদি প্রদান ও প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহার পর তিন দিনের কার্য্য অতি ভয়ানক। কোনটা অর্দ্ধদগ্ধ, কোনটা মৃতপ্রায় ব্যক্তির ও পচা মড়ার মধ্যে বসিয়া আমাকে জপ করিতে হইবে। এই সমুদায় ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, একটী চণ্ডালের শব লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শবসাধন করিতে হইবে। এই সময়ে দেবী স্বয়ং আমার নিকট আসিবেন, এবং আমার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, যাহাতে আমার অসৎ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এমন মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। তাহাতে আমার মন বিচলিত না হইলে, আমি প্রকৃত সময়ে বলিতে পারিব যে, 'জননি! তুমি এখানে আসিয়াছ, এখন আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' অনন্তর সর্ব্ব মঙ্গল হইবে। এই রূপ করিলে তেত্রিশ দিনের দিনে কামিনীর প্রতি স্বামির সম্পূর্ণ অনুরাগ হইবে। কিন্তু দেবীকে দেখিয়া আমার মন বিচলিত

হইলে, সেই চণ্ডালের শব হইতে ভূত উত্থিত হইয়া আমাকে বধ করিবে।"

তেত্রিশ দিন! এত কাল অপেক্ষা করিতে হইবে! উহা অসম্ভব, আমরা কোন প্রকারেই তাহা পারিব না। আমাদিগকে অন্য কোন উপায় দেখিতে হইবে। বাটীতে জাতিভ্রষ্ট অপবিত্র রহিয়াছে; ওদিকে পুরোহিতেরা পরিবারবর্গকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের দীর্ঘ দুঃসময় কি প্রকারে অতিবাহিত হইবে? অন্যে এরূপ ভাবিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না: কিন্তু সূর্য্য এই প্রকার ভাবিলেন। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ানদের উপর মায়াবিদের কোন ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিলেন, "খ্রীষ্টীয়ানদিগকে কেবল লাঠিতেই সোজা করা যাইতে পারে। আমি ইতিপূর্ব্বেই সকল মায়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উহাদেরও সমুদায় বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার মায়া আছে।" পৌত্তলিক সূর্য্য, তুমি অজ্ঞাতভাবে সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু শয়তানের মোহিনী শক্তির প্রতিকূলে খ্রীষ্টীয়ানদের স্বতন্ত্র শক্তি আছে। তাহা এই, "আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি; তাহারা কখন বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে হরণ করিবে না।"

অনন্তর সূর্য্য কয়েক দিবস বাহিরে যাইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইত যে, তিনি এক জন ভয়ানক ডাকিনীর কুটীরে যাইতেন! কতিপয় ক্রোশ অন্তরে অতি নির্জ্জন স্থানে উহার বাটী ছিল। সেই শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোক সকল তাঁহার বাটীর নিকটে বাস করিত। কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া ততদূরে গেলেন কেন, বলা দুঃসাধ্য ছিল। কেবল তাহার পিতামহী উহার কারণ অনুভব করিয়াছিলেন।

সূর্য্য যখন বাহিরে যাইতেন, তখন বৃদ্ধা সন্তুষ্ট থাকিতেন ; কি
প্রসন্নের গৃহে আসিলে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ও ভাবভঙ্গি সতর্ক
ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন।

অবশেষে সূর্য্য এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, "খ্রীষ্টীয়ানদে
মধ্যে যাওয়াতে যে পাপ হইয়াছে, প্রসন্ন দুই দিন পরে তাহা
প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সকলে, অধিক কি
পুরোহিতেরাও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তিনি আরো বলি-
লেন, "প্রসন্ন এত দিন অস্বীকার করিয়াছিলেন, এখন সকলের
সম্মুখে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইয়া আমাকে নির্জ্জনে এই কথা
বলিয়াছেন।" কিন্তু পরিবারবর্গের মধ্যে কেবল পিতামহী প্রসন্নের
সহিত সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা করিতেন, তিনি তাঁহার কিছুই পরিবর্ত্ত
লক্ষ্য করিলেন না। যাহা হউক. বাটীর সকলেই অত্যন্ত আহ্লা-
দিত হইলেন, এবং প্রায়শ্চিত্তের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ঠাকু-
রমা সেই রাত্রিতে প্রসন্নের আহার সামগ্রী লইয়া তাঁহার ঘরে
যাইতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্য যেন তাঁহাকে অতর্কিতভাবে থামা-
ইয়া বলিলেন, ঠাকুরমা! আমি নিজের জন্য কিছু শরবৎ প্রস্তুত
করিয়াছি, আপনি অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে ইহার এক গ্ল্যাস্
লইয়া যাউন। আমি প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসি, অতএব একাকী
না পান করিয়া তাহাকেও এক গ্ল্যাস দিলাম্।"

বৃদ্ধা সূর্য্যের হস্ত হইতে শরবতের গ্ল্যাস লইতে লইতে বলিলেন,
সূর্য্য! তুমি যে কএক দিন পর্য্যন্ত প্রসন্নের প্রতি সহোদরের
উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।"
এই কথা বলিয়া, সূর্য্যের দৃষ্টিপথের অগোচর হইবামাত্র জানালা
দিয়া নিস্তব্ধভাবে শরবৎ ফেলিয়া দিলেন ; এবং কহিলেন, "এই
আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সমারোহ শেষ হইল। আমি এরূপ না

করিয়া থাকিতে পারি না। সেই অসাধারণ বুদ্ধি নষ্ট করিতে পারি
না। অনন্তর সত্বর আর কিঞ্চিৎ শরবৎ প্রস্তুত করিয়া প্রসন্নকে
দিলেন। দিবামাত্র প্রসন্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি
কি বড়দাদার নিকট ইহা পাইয়াছেন?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "হাঁ বাছা! খাও।"

বৃদ্ধা এপর্য্যন্ত কখনও তাঁহাকে প্রতারণা করেন নাই।" অতএব
তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সুস্বাদু পানীয় পান
করিলেন।

পরদিন সূর্য্যকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অস্থির বোধ হইল। তিনি
প্রসন্নের গৃহমধ্যে গেলেন না বটে, কিন্তু যেন কোন বিষম সম্বাদ
শুনিবার নিমিত্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিলেন। পিতামহী
ঘরের ভিতরে যাতায়াত করিলেন, কিন্তু কোন সম্বাদ আনিলেন না।
প্রায়শ্চিত্তের দিন উপস্থিত হইল। সূর্য্যও অত্যন্ত অধীর হইয়া
উঠিলেন ; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। "প্রসন্ন! এখন
এস, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছ যে আজি প্রায়শ্চিত্ত
করিবে। সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। এখন তুমি এস।" এই
কথা বলিতে বলিতে সূর্য্য প্রসন্নের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রসন্ন অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি
কি অঙ্গীকার করিয়াছি? আপনি কি বলিতেছেন, কিছু বুঝিতে
পারিতেছি না।" সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "হাঁ, এখন এই কথা
বলা ভাল বটে। তোর মনে হয় না, পরশ্ব দিন তুই আমাকে বলি-
যে, তুই তোর দোষের জন্যে অনুতাপ করছিস্, এবং লজ্জিত হয়ে-
ছিস্। ওরে দুরাত্মন্! এখন তুই সে সব কথা ভুলে গিছিস্।"

প্রসন্ন অতি ধীরভাবে বলিলেন, "আমি আর কিছুর নিমিত্ত অনু-
তাপ করি না। প্রত্যুত স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বরকে পূজা না করিয়া

যে এতকাল পুত্তলিকাপূজক ছিলাম ও হিন্দু থাকিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অবমাননা করিয়াছি, আমার কেবল এই দোষ, তজ্জন্যই লজ্জিত আছি।"

সূর্য্য এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "শুন্‌লেন, এর কথা শুন্‌লেন। এ হিন্দুর বাড়ী, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ রয়েছেন্। ওকেই বা আর কিছু বল্লে কি হবে, ও পাগল, পাগলের কার্য্যই এই। আমি বরাবর জানি, ও পাগল কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। এখন তো তারা বিশ্বাস কর্‌বে?"

প্রধান পুরোহিত সেই দিনের ক্রিয়াতে আপনাকে কিঞ্চিৎ অনাদৃত বোধ করিয়াছিলেন। তিনি এই সুযোগে কহিলেন "কৈ আমি তো কিছু দেখিতেছি না। ভাল তাহাও স্বীকার করিয়া লইলাম। সূর্য্য বাবু! আপনি যে বলিয়াছিলেন, পাগলকে সকল বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আপনার পাগল সহোদরকে শীঘ্র স্বীকার করান। প্রায়শ্চিত্তের আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। আজি প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, আমি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সকলে অভিসম্পাত ও নিন্দা করিতে করিতে এই বাটী পরিত্যাগ করিব। তোমরা আজি দুই সপ্তাহ এক জন খ্রীষ্টান্‌কে বাটীতে রাখিয়াছ; তথাপি আবার মহা হিন্দু বলিয়া ভাণ কর? কি জঘন্য ব্যাপার! কি প্রলাপ! আমরা আর সহ্য করিতে পারি না।"

সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পাগলের কথা শোনা উন্মত্ততার কর্ম্ম, এবং মূর্খের কথা শোনা মূর্খতার কর্ম্ম। প্রসন্ন পাগল ও মূর্খ। উহার নিমিত্ত নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর উহার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ সামান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া উহাকে জাতিতে লইতে হইবে।" তিনি এই সকল বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

কথা কোন কার্য্যকর হইল না। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আর যদিও তাঁহারা সম্মত হইতেন, কিন্তু "আমি মুক্ত হইবামাত্র খ্রীষ্টীয়ানদের নিকট যাইব, আমার নিমিত্ত আপনাদের অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার বৃথা হইবে," প্রসন্ন অতি ধীর ও শান্ত ভাবে এই কথা বলাতে তাঁহারা একেবারে হতাশ হইলেন।

সূর্য্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, "তুই যদি আবার খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেতে পারিস, তা হলে আমি সুজাত নহি।"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। আপনি যখন আমার রক্ষক হইয়াছেন, তখন এই গৃহই যে আমার মৃত্যুভূমি হইবে, আমি তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। সেই কারণেই আমি আরো বিশেষরূপে কহিয়াছি যে, কোন প্রকারেই খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। জীবনাবধি শয়তানের পূজা করিয়া আসিতেছি; মনে করিয়াছিলাম, আর কএক বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রভু যীশুর ভজনা করিব। যদিও আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার যে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ পাইয়াও আহ্লাদিত হইতেছি। তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী থাকিলে তিনি আমাকে জীবনমুকুট প্রদান করিবেন। আপনি আমাকে তাদৃশ কিছুই দিতে পারিবেন না।" এই কথা শুনিয়া সকলে একেবারে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "তুমি সেই প্রলাপ বাক্যে বিশ্বাস কর?" প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ সম্পূর্ণ ও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি।"

তাহাতে প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "তবে খ্রীষ্টানেরা তোমাকে যাদু করিয়াছে, তাহারা তোমার কর্ণে মোহিনী মন্ত্র দিয়াছে।"

প্রসন্ন বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা, বলুন। কিন্তু ইহা নিশ্চয়

জানিবেন যে ঈশ্বরের বাক্য সজীব* ও বিক্রমমান, এবং দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, অগ্নির ন্যায় খরতর, এবং প্রস্তর চূর্ণকারী হাতুড়ির ন্যায় কঠিন। সেই অস্ত্রের ধারে আমার বাল্যকালাবধি সঞ্চিত কুসংস্কার সকল ছিন্ন হইয়াছে। আর যদিও আমি এখনও পাপ করিয়া থাকি; কিন্তু সেই অগ্নিতে আমার পাপাসক্তি নষ্ট করিয়াছে; এবং সেই হাতুড়িতে আমার কঠিন হৃদয় চূর্ণ করিয়া, যীশুর প্রেম স্মরণ করাইয়া তাহা আর্দ্রীভূত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমি আর কিছু যাদু বা মোহিনী মন্ত্র জানি না। আপনারা যাহা কিছু বলুন না কেন, আমি কিছুতেই নিরাশ হইব না। আমার দেহ এই বারে নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু মানস পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না।"

ঘোর পৌত্তলিকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মে সূর্য্যের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। প্রসন্ন যাহা কিছু বলুন না কেন, তাঁহার এই প্রত্যয় ছিল যে, আপনি যত যাদু করিবেন, প্রসন্নের তৎসমুদায় হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর আছে। তিনি ভাবিলেন, ইহাকে বিনাশ করা সন্দেহ স্থল। সেই বিষে যে কোন কায হইল না, ইহার কারণ ভাবিয়া কছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বুড়ী আমাকে বলিয়াছিল যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ একবারও প্রসন্ন উন্মত্ত হইবে, এবং আমি স্বয়ং জানি, এমন অনেক ঘটনাও হইয়াছে; কিন্তু এখন এ কি হইল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে যদি পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। সূর্য্য মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন;—

"হাঁ, দেখিতেছি, আমি স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তুমি আমাকে তাহাতে অবিশ্বাস করাইতে চাও। কিন্তু প্রসন্ন! নিশ্চয় বলিতেছি, আমি কোন প্রকারে তাহা করিব না। পুনরায় কহিতেছি,

তুমি পরশ্ব আমার নিকট অঙ্গীকার করেছিলে যে, আজ প্রায়শ্চিত্ত করবে; এবং কর্‌তেও হবে।" প্রসন্ন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি কখনও অঙ্গীকার করি নাই এবং ঐ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নির্ব্বোধ কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তও কোন মতে করিব্ না। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, ঐ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি এরূপ কোন অঙ্গীকার করিয়াছি, তুমি এ কথা হয় স্বপ্নে শুনিয়াছ, নয় মিথ্যা বলিতেছ।'

সূর্য্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমাকে এমন কথা! আমি তোর বড় ভাই! ভাল, তুই থাক্, আমার প্রমাণ আছে। তোর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছিল, তার চিহ্নস্বরূপ তোর নিকটে প্রণয় পূর্ব্বক যে এক গ্লাস শরবৎ পাঠায়েছিলাম, তাহা তুই পান করেছিলি কি না?"

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ, পান করেছিলাম, ঠাকুরমাও বলেছিলেন যে তুমি তা দিয়েছিলে; কিন্তু কোন বন্দোবস্তের কথা শুনি নাই এবং স্বীকারও করি নাই।"

সূর্য্য মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুনরায় অপ্রতিভ হইলাম। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহার কোন যাদু আছে। আঃ! দুরাত্মন্ খ্রীষ্টান।"

এই কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র বাবু ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "বৎস! উহাকে ছাঁড়িয়া দেও। উহাকে লইয়া আমরা সুখী হইব না। আমি জন্মান্তরে অবশ্য কোন গুরুতর পাপ করিয়া থাকিব, তজ্জন্য এই দুর্দ্দশা ঘটিল। হায়, প্রসন্ন! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি যাহা করিতেছ, তাহাতে তোমার যে হানি, তাহাই যদি জানিতে, তবে কখনও এরূপ করিতে না। তোমাকে বলিলে, আর কি হইবে, তোমাকে বলা আর অরণ্যে রোদন করা উভয়ই সমান।"

প্রসন্ন কহিলেন "পিতঃ! আমাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলে, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য! আমি ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিব না।" তাঁহার খুড়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমরা এরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি। সূর্য্য এ আমার বাড়ী বাপু! আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই পাগলকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেও। আর ব্রাহ্মণদিগকে বল, প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে ইহাকে এত দিন বাটীতে স্থান দেওয়ায় আমাদের পাপ হইয়াছে, আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ঐ দুরাত্মার নামও আর করিও না।"

সূর্য্য প্রসন্নকে বাহির করিয়া দিবার পূর্ব্বে আর চারি দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "পিতঃ! খুড়া মহাশয়! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, বংশের মধ্যে এক জন খ্রীষ্টীয়ান্ হইলে আমাদিগকে কি প্রকার অপমানগ্রস্ত হইতে হইবে। হেমলতার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলে, আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। খ্রীষ্টীয়ান-কলঙ্কিত এই বংশে কেহই বিবাহ করিতে চাহিবে না!"

তাঁহারা দুই বৃদ্ধে পরিতাপ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমাদের দুঃখ সাগরের পার নাই! প্রতিক্ষণে বাড়িতেছে। সূর্য্য! তুমিই কেবল এই কথা মনে করিয়াছ। কিন্তু যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি পুরোহিতদিগকে বশ করিতে পার, তবে প্রসন্নের নিমিত্তে যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, কর।"

সূর্য্য কহিলেন, "আঃ! সে ভার আমার। টাকা হলেই সম্পন্ন হবে। পিতঃ! আপনাকে আর একটী কথা বলি, সমুদায় সম্পন্ন হওয়া, অনেক অর্থব্যয়সাধ্য। ভরসা করি, আপনি তাতে সম্মত আছেন।'

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "অর্থ ব্যয় হউক তাহাতে আমি কুণ্ঠিত নহি, যদি পুত্রকে উদ্ধার করিতে পারি, তবে যত কাল আমার এক কড়া কড়ি থাকে, তাহাও দিতে প্রস্তুত। হা! পুত্রহ।"

ভারতবর্ষের মধ্যে যে দল শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় পাইতেছে, সূর্য্য সেই দলের এক জন ছিলেন। নব্য সম্প্রদায় বলিয়া আর একটা দল আছে। ইহারা যথেচ্ছাচারী; ধর্ম্মের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহারা বলিয়া থাকে, "আমরা খ্রীষ্টীয়ান বা হিন্দু কিছুই নহি, উভয় ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছি"। কিন্তু সারাংশ গ্রহণ এই যে, পাছে কুসংস্কারবিশিষ্ট পরিজনগণ ক্ষুব্ধ হন, এই জন্যে তাহারা বাটীতে হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করে; বাহিরে ধর্ম্ম বা জাতির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার, পান ও সম্ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীরা অন্য দলের স্ত্রী অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত নহে। কুসংস্কারশূন্য হওয়াতে ও কোন ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা না থাকাতে, যদিও ইহারা প্রাচীন হিন্দুদের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি কোন অত্যাচার করে না বটে, কিন্তু অন্যান্য গোঁড়া হিন্দুদের ন্যায় ইহারাও ঈশ্বররাজ্য হইতে সমদূরবর্ত্তী রহিয়াছে।

সূর্য্য গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তিনি কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ এমন নহে, ব্যবসায়েও পুরোহিত ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় নিয়মেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। অযৌক্তিক মত দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্ম এক বারে তিরোহিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি অন্যান্য বিষয়ে অত্যন্ত চতুর হইলেও, ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ ও অজ্ঞান ছিলেন, সুতরাং যে প্রাচীন ধর্ম্মে কেবল তাঁহার চক্ষে কোন দোষ লক্ষিত হইত না, প্রসন্ন তাহা ত্যাগ করাতে তদীয় অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। প্রসন্নের জাতি নাশের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহার জ্ঞান নাশ করা তৎ-

সমীপে সামান্য বোধ হইল তিনি ভাবিলেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা, যে মৃত্যুতে হিন্দু ধর্ম্মানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতে পারে, সেই মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যাহা হউক, সূর্য্য প্রসন্নের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অন্যান্য পরিবারবর্গ বাটীতে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনিও আপনার বিপদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, প্রসন্নকে মুক্ত করিতে উদ্যোগ করিলেন। প্রসন্ন খ্রীষ্টীয়ান্ হইলে; বংশ অবশ্যই কলঙ্কিত হইবে, এই লজ্জাভয়ে ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই সেই নির্দ্দয় উপায় অবলম্বন করিলেন।

ঐ যুবকদ্বয়ের পিতামহী তৎকালাবধি হিন্দু থাকিলেও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রেমাকারে প্রথমে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরপুলিনে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এবং যে দারুণ কাণ্ড দর্শনে আপনার মাতৃহৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহা স্মরণ করিলেন। খ্রীষ্টীয়ান রাজশাসনেই আপনার প্রিয়তম পুত্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টীয়ান স্নেহেই আপনি সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, এক জন খ্রীষ্টীয়ান কতিপয় শান্ত ও পবিত্র কথা বলিয়া, অতর্কিতভাবে আপনাকে সুখী করিয়াছিলেন। আপনি খ্রীষ্টীয়ান পুস্তকখানি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহাতে কোন অমঙ্গল হয় নাই, বরং মঙ্গলই হইয়াছিল; তাঁহার বৃদ্ধস্বামী ব্যতীত পরিবারের মধ্যে আর কেহই কালকবলে পতিত হন নাই; এবং আপনার পুত্র পৌত্র সকলেই সম্পন্ন ও উন্নতিশালী হইয়াছিলেন; এই সকল স্মরণ করিলেন। ফলতঃ তিনি এত কাল যে সুখ সৌভাগ্যে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম হইতেই কোন না কোন প্রকারে হইয়াছিল,

তাঁহার এমন বিশ্বাস হইল। যে পাদরি প্রসন্নের মতের পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন, বাটীর অন্যান্য পরিবারেরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া যৎকালে যাহার পর নাই কটূক্তি করিতেন, তৎকালে, "আমরা যাঁহার সেবা করি, তিনি প্রেমসিন্ধু" এই কথা যে পাদরি গঙ্গাসাগরে ঐ বৃদ্ধাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতেন; এবং সেই কথাগুলি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই প্রভুর সেবকের চরিত্র যেরূপ ঘৃণিত ও অপ্রিয় বলিয়া বর্ণন করিতেন, তিনি কখনই সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না। এতদ্ব্যতীত যেমন কোন কোন লোক অকারণে অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কোন কোন ব্যক্তিকে অতিশয় ভালবাসিয়া থাকে, সেই রূপ ঐ বৃদ্ধা আপনার অন্যান্য পুত্র পৌত্র সকলের অপেক্ষা প্রসন্নকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রসন্ন খ্রীষ্টীয়ান হইয়া যদি সুখী হন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয়ান হইবেন না কেন? মনে মনে এই বিবেচনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়া যে ধর্ম্মপুস্তক খানি এত কাল গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কতিপয় মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে সেইখানি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এই বিষয়টী গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাগরদ্বীপের ঘটনার কথাও কখন উল্লেখ করিতেন না। মহেন্দ্র বাবু অনেক কাল হইল, উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বৃদ্ধা যে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম জানেন বা তাহাতে তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে, কেহই কোন প্রকারে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। সূর্য্য বরং হিন্দু ধর্ম্মে আপনার বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হইতে পারিতেন, কিন্তু পিতামহীর অবিশ্বাস আছে, এরূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন না। অতএব তিনি যে প্রসন্নের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঠাকুরমার হস্তেই পুনরায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক কার্য্য বলিতে হইবে।

তিনি সন্দিগ্ধভাবে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন ও সূর্য্যকে দি
দিন অতি রুক্ষ স্বভাব ও কোপন প্রকৃতি হইয়া উঠিতে দেখিলেন।
সূর্য্য যেন প্রসন্নের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন, ইহা দেখাইবা
নিমিত্ত তাঁহার নামও উল্লেখ করিতেন না। বৃদ্ধা ঈদৃশ লক্ষণের কার
অনুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া, সূর্য্য যখন নির্জ্জনে কোথাও যা
তখন গুপ্তভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার নিমিত্ত, একটী বালক
উৎকোচ স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের বাটীতে যে গোয়ালিনী
দুগ্ধ দিত, সেই বালকটী তাহার পুত্র। সূর্য্য তাহাকে চিনিতে
না। তিনি প্রথমতঃ আপনার গ্রাম ছাড়াইয়া গেলেন, এবং নদী
ধার দিয়া বরাবর দেড় ক্রোশ পথ গিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপ
স্থিত হইলেন। সেই কুটীরের নিকট আর কাহারও বাটী ছিল না।
উহার উত্তর দিকে একটীমাত্র দ্বার, গবাক্ষ ছিল না; সুতরাং স্বাস্থ্য
কর কিরণ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। উহার চতুর্দ্দিগে শত
হস্তের মধ্যে একটী বৃক্ষ বা এক গাছি তৃণও ছিল না, সমুদায় সুন্দর
ও সরস পদার্থ যেন উহার অপবিত্র বায়ুতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।
তন্নিকটে যে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড পতিত ছিল, তাহার মধ্য হইতে
সর্প ও টিকটিকী প্রভৃতি কুৎসিত জন্তু সকল বাহির হইতেছিল।
সূর্য্য সেই কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাকি
লেন। তাঁহার শব্দ শুনিয়া একটী খেঁকি কুকুর লঘুস্বরে ডাকিয়া
উঠিল। ঘরের মধ্যে আর কেহই ছিল না, কেবল এক ভীষণমূর্ত্তি
বৃদ্ধা উহার মধ্য হইতে বাহির হইল। তাহার হাতে কতকগুলা
বিষময় গাছগাছড়া ছিল। সে তাহা জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া
ছিল। ফলতঃ তাহার মূর্ত্তি দেখিলে অন্তঃকরণে ভয় হইত।
তাহার কঠিনাকৃতিতে ও রুক্ষ অবয়বে স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমল
তার লেশমাত্র ছিল না। তাহার রিপুচয় অসংযত থাকা প্রযুক্ত

মূর্ত্তি দেখিলে, তাহাকে একটী পশু বলিয়া বোধ হইত। তাহার পরিধান এক খান ছেঁড়া ময়লা কানি, চুলে যে কত শত বৎসর হাত দেয় নাই, তাহা বলা যায় না, একে বারে জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। সে সূর্য্যকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, আবার এখানে আসিয়াছ, তুমি আর এখানে আসিবে না, আমাদের এই বন্দোবস্ত ছিল। আমার মরণ হলেই কি তুমি বাঁচ? আমাকে ফাঁসি দিতে চাও, না আর কিছু করতে চাও?"

সূর্য্য কহিলেন, "মা! তোমার ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই বলিয়া আমাকে পুনরায় আসিতে হইয়াছে। এবার আমাকে শক্ত ঔষধ দেও।"

"কি আমার ঔষধে কোন কায হয় নাই! একি বিশ্বাস হয়! আমি বলিতেছি, তোমার ভাই যখন পাগল না হইয়া বাঁচিয়া আছে, তখন সে কখনই সেই ঔষধ খায় নাই।"

"হাঁ! খেয়েছে। কিন্তু সে খ্রীষ্টান। সাংঘাতিক বিষ ভিন্ন অন্য সকল ঔষধের প্রতিকার করিতে পারে, আপনিই বলিয়াছে!" আমার প্রাণ নষ্ট করিতে পারিলেও মনঃপরিবর্ত্তন করিতে পারিবা না, সূর্য্য প্রসন্নের এ কথার অযথা অর্থ করিয়া উক্ত কথা বলিয়াছিল। মায়াবিনী বলিল, "হুঁ! যা চাও তা বুঝেছি। ভাল ভাই তুমি! কিন্তু সোণার পাত্র না হলে সেই ওষুধ প্রস্তুত হবে না। বুঝেছ তো?"

সূর্য্য কহিলেন, "হাঁ সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি।" এই কথা বলিয়া, তিনি প্রায় ৩০। ৪০ টাকা শুদ্ধ একটী থলি বাহির করিয়া বলিলেন, "ঘরের ভিতর এস, এখানে এ সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা হতে পারে না; পাছে কেউ শুনে।"

কিন্তু যখন জিষ্ণাংসু ভ্রাতা মায়াবিনীর কুটীরে আপনার দুরভি-

সন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন, তৎকালে তথায় পিতামহীর প্রেরিত চর ছিল। সে আদ্যপান্ত শুনিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল। প্রসন্নের ঠাকুরমা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। প্রসন্নকে অবশ্যই বাঁচাইতে হইবে, তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকাতে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণের কোন উপায় বা শক্তি ছিল না। এবার সূর্য্য স্বয়ং বিষ দিবেন, এমন সম্ভব হইল। তাহা হইলে কোন প্রকারেই প্রসন্নের রক্ষা নাই। কারণ প্রসন্ন তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে আমার কাছে বিষ বা তাদৃশ অন্য কোন বস্তুর প্রতিকার নাই। বৃদ্ধাও তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রসন্নকে যন্ত্রণাহইতে মুক্ত করিয়া নিরাপদে পাদরির নিকট পাঠাইতে পারেন, তাঁহার এমন অভিলাষ হইয়াছিল। নিরুপায় প্রসন্ন দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। বিষ না খাওয়াইলেও, কেবল ক্লেশেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইতে পারেন, বৃদ্ধার অন্তঃকরণে এমন আশঙ্কা হইল। সেই বৎসলস্বভাব স্ত্রীলোক সাহসপূর্ব্বক যদি একটী গুপ্তদ্বার দিয়া প্রসন্নকে বাহির করিয়া আনিতে পারিতেন, তাহাও করিতেন, প্রত্যুত তাঁহার সঙ্গেও যাইতেন। কিন্তু সূর্য্য অতি সতর্কতাসহ সমুদায় প্রবেশপথ সুরক্ষা করিয়া আপনার নিকটে দ্বারের চাবিগুলি রাখিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দু মহিলারা দুর্ভেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিবার মধ্যে বাস ও জাতি রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে এক জন পুরুষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত বিপদে পতিত হন বটে, কিন্তু এক জন হিন্দু মহিলা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে জাতি, সম্ভ্রম, সুখ্যাতি, স্বামী পুত্র, জীবিকা প্রভৃতি যাহা কিছুতে জীবন অভিলষণীয় বোধ হয়, তৎসমুদায়ই হারাইতে হয়।

তাহারা ইংরাজ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সামান্য কাজ করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদিগের যেমন অন্যান্য উপায় আছে, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ইহাঁদের সেরূপ কিছুই নাই। ইহাঁরা কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ লেখা পড়া অথবা সূচীকর্ম্ম, চিত্রকর্ম্ম ও সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি কিছুই জানেন না। সুতরাং পরিবারের সাহায্য ত্যাগ করিলে, হয় ইহাঁদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে, নয় খ্রীষ্টীয়ানদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে। পিতামহী যদিও অন্যান্য লোকের অপেক্ষা প্রসন্নের মঙ্গলের নিমিত্ত অধিক সাহস অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হন নাই।

বৃদ্ধা মনে মনে উত্তম একটী উপায় কল্পনা করিলেন। বাটীর সকলে প্রসন্নের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তাহার যেন সুমতি হয়, এই জন্যে কোন দেবমন্দিরে গিয়া পূজা দিবেন, এই ছল করিয়া তিনি আপন পুত্র মহেন্দ্র বাবুর নিকট এক দিনের বিদায় চাহিলেন।

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "মাতঃ! আপনি স্বয়ং যাইবেন কেন? সে ভাল দেখায় না। বলুন কোন্ দেবতাকে পূজা দিবেন, আমি পূজার দ্রব্য লইয়া গিয়া আপনার প্রতিনিধি হইয়া পূজা করিব।"

তিনি বলিলেন, "না, না বাছা! তা হবে না। আমি ক্রমাগত তিন দিন স্বপ্ন দেখ্‌ছি। নির্দ্দিষ্ট স্থানটী কেবল আমাকেই বলা হয়েছে। স্বপ্নে এই আদেশ হয়েছে যে, সেই স্থানটী সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখ্‌তে হবে। প্রসন্ন ভূমিষ্ঠ হয়ে যাঁর হস্তে প্রথম আহার করেছিলেন, তিনি একলা গিয়া পূজা না কর্‌লে, স্বপ্ন সফল হবে না। তোমার স্মরণ হয় না, প্রসন্ন ভূমিষ্ঠ হলে, তাঁর মাতা কেমন কঠিন পীড়ায় পীড়িত হয়েছিলেন? আমি প্রসন্নকে প্রথম দিন হতে

প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ পান করয়েছিলুম ; আমাকেই সম্পন্ন করতে হবে।"

সেই সকল বৃত্তান্ত মহেন্দ্র বাবুর স্মরণ হইল। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক গুণ ছিল। স্বপ্নে তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল, কিছুতেই সে বিশ্বাস অপনীত হয় নাই ; তাঁহার মাতা ইহা উত্তমরূপে জানিতেন। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনাতে স্বপ্নে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিতে পারে, তাহারও অপ্রতুল ছিল না। আকস্মিক ঘটনাদ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকদিগের সৌভাগ্য যদ্রূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কতকগুলি ঘটনাক্রমে তাঁহার অনেক স্বপ্নও ভাবী ব্যাপারের প্রকৃত ছায়াস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব উক্ত মনোহর স্বপ্ন বৃত্তান্তে যে তাঁহার মন আকর্ষিত হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি প্রথমতঃ মাতার অনুরোধের কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মনে মনে ভাবিলেন যে, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী দেবপূজার উদ্দেশে কয়েক ঘণ্টা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলে, কোন হানি হইবে না। বিশেষতঃ মাতা যে রূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই উহা গোপন রাখিবেন। অতএব ইহাতে আমার কোন অপমান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিবেচনা করিয়া, মাতার অনুরোধে সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধা আপনার স্বাভাবিক চতুরতা সহকারে, পরিবারের মধ্যে আর কেহ গুপ্তভাবে আপনার অনুগমন করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সকলের মনে একটী উপধর্ম্মগত ভয় ও সম্ভ্রম জন্মাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি অদ্য প্রাতঃকালে অর্দ্ধ নিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগরিত আছি, এমন সময়ে কেবল স্বপ্নে শুনা যাইতে পারে, এমন দূর হইতে একটী রব শুনিতে পাইলাম। তাহাতে এই কয়েকটী কথা কথিত হইল ; "উদ্ধত মনুষ্য ! যিনি স্বর্গীয় আলোকে গমন

করেন, তিনি ভিন্ন তোমরা আর কেহই সেই পথ দেখিতে চেষ্টা করিও না। আর কেহই দেখিতে পাইবে না, কেবল তিনিই সেই স্থানে নীত হইবেন। অন্যান্য সকলের মৃত্যু হইবে। তোমরা আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।" তিনি পরিবারবর্গের মনে এই শঙ্কা জন্মাইয়া দিয়া, একাকিনী গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য যে মায়াবিনীর বাটীতে গিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাওয়াই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বালক চরের কথানুসারে ঐ সাহসিনী স্ত্রীলোক সেই অপরিজ্ঞাত পথে চলিলেন ; অবশেষে এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ব্যাঘ্রের শব্দ শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করাই নিতান্ত অভিপ্রেত, এজন্য কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না ! কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া, যে মায়াবিনীর অন্বেষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে আর কখনই দেখেন নাই। কিন্তু বালকের বর্ণনানুসারে বিবেচনা করিয়া, এই স্ত্রীলোকই যে সেই মায়াবিনী, ইহা স্থির করিলেন। ফলতঃ তাদৃশ বীভৎসজনক জীব জগতে আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সেই দুরাত্মা স্ত্রীলোককে, তাহার আপন জালেই বদ্ধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। উহাতে তাহার অন্তঃকরণে ঔপধর্ম্মিক ভয় জন্মিল, এবং সে যেমন অন্যকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাকে সেই রূপ বঞ্চনা করিলেন।

তিনি কহিলেন, "মাগী ! তোকে যে এই খানেই দেখ্‌তে পাব, আমি তা জানি। তুই এক জন খ্রীষ্টানকে উন্মাদক ঔষধ দিছিস্ ? ভাল, তিনি সেই ঔষধ পান করেছেন ; উহা তাঁর জিবে মির্চ্ছরির পানা হয়েছে। তাতে তাঁর এই অধিক উপকার হয়েছে, তুই যে তাঁর নিমিত্ত সাঙ্ঘাতিক বিষ প্রস্তুত করেছিস্, তিনি তা বুঝ্‌তে পেরেছেন। তুই সেই জন্যে বিষময় ধুতুরা তুলতেছিলি। কেমন,

তুল্‌ছিলি কি না বল্‌? তুই দেখছিস্‌ তো, আমি সকলই জানি। তিনি আমাকে বলেছেন, যিনি তোকে নিযুক্ত করেছেন, তিনি অর্থাৎ সূর্য্য বাবু, (আমি তাঁর নাম জানি, তুই বুঝতে পেরেছিস্‌ তো) যখন তাঁকে সেই ওষুধ পান করাবেন, তৎক্ষণাৎ তোর মৃত্যু হবে। তুই যদি তখন নদীতে পার হস, ঢেউ উঠে, তোকে ডুবিয়ে মার্‌বে। যদি সেই সময়ে বনে থাকিস্‌, তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে। যদি তোর কুঁড়েয় নিদ্রাযাস্‌, কালসাপে তোকে কামড়াবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া, সেই দুরাত্মা স্ত্রীলোকের আপাদ মস্তক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। প্রসন্নের পিতামহী সাহসপূর্ব্বক শরাসনে শরাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহাঁর শর লক্ষ্যের হৃদয় ভেদ করিল। তিনি যাহা যাহা বলিলেন, মায়াবিনী সকলই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিল। ঈদৃশী ঘটনায় অন্যান্য লোকে যেমন বলিয়া থাকে, সেও তাহা বলিল। "তবে আমি মারা পড়িলাম! খ্রীষ্টানেরাও মায়া জানে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া মাগী! তোর মরণ ভাল, তুই যেমন, তেমনি ফল পাবি। কিন্তু আমি তোকে রক্ষা পাবার একটী উপায় বলে দিতে পারি। সূর্য্য কখন্‌ তোর নিকট বিষ নিতে আস্‌বে?"

মায়াবিনী একেবারে মাটীর মতন নরম হইয়া বলিল, "কাল রাত্রে আস্‌বেন?"

"ভাল, তুই সাঙ্ঘাতিক ধুতুরা না দিয়া যাতে গাঢ় নিদ্রা হতে পারে, এমন কোন ওষুধ দিতে পার্‌বি কি? আমার বোধ হয়, তোর নিকট এমন দ্রব্য আছে।"

সে বলিল, "বাঁশ বাগানের ডানের কাছে সকল জিনিসই আছে। তার কাছে এমন জিনিস আছে, বাজপাখিতে যে ঐ ছোট পাখিটী ধরেছে, ওকেও বাঁচাতে পারে। আবার এমন জিনিস আছে, তাতে

ভারী জোয়ান মানুষকেও মেরে ফেল্‌তে পারে। ভাল, যাতে ঘুম হয়, এমন ওষুধে তোমার কি হবে?" পিতামহী কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "যাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা তোর জন্মের পূর্ব্বে মায়াবী হয়েছেন, তাঁকে তুই আর প্রশ্ন করিস্‌ না। আমি তোকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তুই সেই ওষুধ পরিবর্ত্ত করবি কি না? কর্‌লে, আপনি প্রাণে বাঁচ্‌বি; এবং তোর একটী হত্যা কম্‌ হবে।"

সেই দুরাত্মা মায়াবিনী কহিল, "কিন্তু আমার টাকা নোকসান হয়।" এই কথা শুনে, বৃদ্ধা বল্লেন, "পাজী মাগী! সূর্য্য তোকে কত টাকা দেবেন?"

"আমি চল্লিশ টাকা পেয়েছি, আর তিনি বলেছেন, তাঁর ভাই মলে, আর চল্লিশ টাকা দিবেন।"

বৃদ্ধা আপনার গলদেশ হইতে দানা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, এই দানার দাম তোর কত বোধ হয়?"

সে সেই দানার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এর দাম এক শ টাকা হবে।"

"তা নয়, দু শ টাকা। যা হক, সূর্য্য কাল আস্‌বার পূর্ব্বে যদি তুই ঐ ওষুধ পরিবর্ত্তন করিস্‌, তা হলে ইহা তোর হবে।"

"আমি বদ্‌লাব।"

"যদি না করিস্‌, তা হলে তোর মেয়ের মাথা খাস, দিব্বি কর।"

"হাঁ তাই দিব্বি কর্‌লাম।"

"ভাল তবে শোন, যাতে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায়, আমি এমন ঘুম চাই।"

"আচ্ছা, তাই করব।"

"কত ক্ষণ ঘুম থাক্‌বে?"

তুল্‌ছিলি কি না বল্‌? তুই দেখছিস্‌ তো, আমি সকলই জানি। তিনি আমাকে বলেছেন, যিনি তোকে নিযুক্ত করেছেন, তিনি অর্থাৎ সূর্য্য বাবু, (আমি তাঁর নাম জানি, তুই বুঝতে পেরেছিস্‌ তো) যখন তাঁকে সেই ওষুধ পান করাবেন, তৎক্ষণাৎ তোর মৃত্যু হবে। তুই যদি তখন নদীতে পার হস, ঢেউ উঠে, তোকে ডুবিয়ে মারবে। যদি সেই সময়ে বনে থাকিস্‌, তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে। যদি তোর কুঁড়েয় নিদ্রা যাস্‌, কালসাপে তোকে কামড়াবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া, সেই দুরাত্মা স্ত্রীলোকের আপাদ মস্তক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। প্রসন্নের পিতামহী সাহসপূর্ব্বক শরাসনে শরাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহাঁর শর লক্ষ্যের হৃদয় ভেদ করিল। তিনি যাহা যাহা বলিলেন, মায়াবিনী সকলই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিল। ঈদৃশী ঘটনায় অন্যান্য লোকে যেমন বলিয়া থাকে, সেও তাহা বলিল। "তবে আমি মারা পড়িলাম! খ্রীষ্টানেরাও মায়া জানে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "লক্ষীছাড়া মাগী! তোর মরণ ভাল, তুই যেমন, তেমনি ফল পাবি। কিন্তু আমি তোকে রক্ষা পাবার একটী উপায় বলে দিতে পারি। সূর্য্য কখন্‌ তোর নিকট বিষ নিতে আস্‌বে?"

মায়াবিনী একেবারে মাটীর মতন নরম হইয়া বলিল, "কাল রাত্রে আস্‌বেন?"

"ভাল, তুই সাঙ্ঘাতিক ধুতুরা না দিয়া যাতে গাঢ় নিদ্রা হতে পারে, এমন কোন ওষুধ দিতে পার্‌বি কি? আমার বোধ হয়, তোর নিকট এমন দ্রব্য আছে।"

সে বলিল, "বাঁশ বাগানের ডানের কাছে সকল জিনিসই আছে। তার কাছে এমন জিনিস আছে, বাজপাখিতে যে ঐ ছোট পাখিটী ধরেছে, ওকেও বাঁচাতে পারে। আবার এমন জিনিস আছে, তাতে

ভারী জোয়ান মানুষকেও মেরে ফেল্‌তে পারে। ভাল, যাতে ঘুম হয়, এমন ওষুধে তোমার কি হবে?" পিতামহী কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "যাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা তোর জন্মের পূর্ব্বে মায়াবী হয়েছেন, তাঁকে তুই আর প্রশ্ন করিস্‌ না। আমি তোকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তুই সেই ওষুধ পরিবর্ত্ত করবি কি না? কর্‌লে, আপনি প্রাণে বাঁচ্‌বি; এবং তোর একটী হত্যা কম্‌ হবে।"

সেই দুরাত্মা মায়াবিনী কহিল, "কিন্তু আমার টাকা নোকসান হয়।" এই কথা শুনে, বৃদ্ধা বল্লেন, "পাজী মাগী! সূর্য্য তোকে কত টাকা দেবেন?"

"আমি চল্লিশ টাকা পেয়েছি, আর তিনি বলেছেন, তাঁর ভাই মলে, আর চল্লিশ টাকা দিবেন।"

বৃদ্ধা আপনার গলদেশ হইতে দানা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, এই দানার দাম তোর কত বোধ হয়?"

সে সেই দানার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এর দাম এক শ টাকা হবে।"

"তা নয়, দু শ টাকা। যা হক, সূর্য্য কাল আস্‌বার পূর্ব্বে যদি তুই ঐ ওষুধ পরিবর্ত্তন করিস্‌, তা হলে ইহা তোর হবে।"

"আমি বদ্‌লাব।"

"যদি না করিস্‌, তা হলে তোর মেয়ের মাথা খাস, দিব্বি কর।"

"হাঁ তাই দিব্বি কর্‌লাম।"

"ভাল তবে শোন, যাতে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায়, আমি এমন ঘুম চাই।"

"আচ্ছা, তাই করব।"

"কত ক্ষণ ঘুম থাক্‌বে?"

"গায়ে ভারী তাপ না লাগ্‌লে, নিদান বারো ঘণ্টা থাক্‌বে।"

"তাপে ঘুম ভাঙ্গবে তো?"

"ভাঙ্গবে।"

"তবে এখন আমি যাই, দেখিস্ যেন মনে থাকে। তুই যদি আমাকে ঠকাস্, তা হলে, জলেই থাকিস্, আর ঘরেই থাকিস্, যেখানেই থাকিস্ না কেন, মারা পড়বি, কোথাও নিস্তার নাই।"

অনন্তর পিতামহী নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে আসিলে, প্রথমে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! দেবতাদের কি আদেশ হইল?"

চতুরা বৃদ্ধা কহিলেন, "কাল রাত দুপ্রহরের সময় প্রসন্নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তুমি ও তাঁর মাতা তাঁকে পুত্র বলে কোলে কর্‌বে।"

মহেন্দ্র অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আহা, কি সুখের বিষয়! দেবতাদের আজ্ঞা যেন সফল হয়! কিন্তু মাতঃ! রাত্রি দুই প্রহর কেমন অদ্ভুত সময়, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি প্রসন্ন সম্মত হলে, আমরা দিনের বেলায়ই প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন কর্‌তে পারি।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "অদ্ভুত হক, আর না হক, আমি কিছু কর্‌তে পারি না; যে দৈববাণী হয়েছে, তা বল্লেম। আমি দৈববাণীর তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিতে পারি না।" পর দিন সায়ংকালে তিনি অন্যান্য দিনের অপেক্ষা প্রসন্নকে সকাল সকাল আহার দিয়া, আপনার ঘরে গেলেন। রাত্রি নয়টার সময় সূর্য্য আস্তে আস্তে আসিয়া "ঠাকুরমা ঠাকুরমা!" বলিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুরমা! এ কি হলো! প্রসন্ন ভাল আছে কি না, আপনি একবার গিয়া দেখে আসুন। আমার মনটা কেমন করছে। বুঝি সে ভাল

নেই। আমি তাকে এখনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে শুন্‌লাম। সে আমাকে ভাল বাসে না, আমি তাকে বিরক্ত কর্‌তে যাব না।"

তিনি সূর্য্যকে দেখিবামাত্র হত্যাকারী বিবেচনা করিলেন। তিনি প্রসন্নের ঘরে যাইবার সময়, পাছে আপনার উপায়ের কোন অংশ নিষ্ফল হয়, এই আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাকে অতি ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। যদিও তিনি প্রসন্নের কোন যাদু শক্তি, অর্থাৎ ঐ শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থ, তাহা তাঁহার কিছুই নাই বলিয়া জানিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে সামান্যতঃ এই বিশ্বাস ছিল যে, "আমি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার উপাসক ছিলাম না, সেই ঈশ্বর যখন পুত্রের হত্যাকাণ্ড হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তিনি আপনার অতি ভক্ত সেবককে এই ভয়ানক মৃত্যুর হস্ত হইতে অবশ্য রক্ষা করিবেন।" এই ভাবিয়া, আপনার ভীত ও কম্পমান হৃদয় স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন।

বৃদ্ধা গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন যে, ঔষধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রসন্ন একেবারে প্রাণত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। হস্ত পদাদি বিস্তার করিয়া পড়িয়া আছেন, শরীর শীতল ও অঙ্গ অবশ হইয়াছে, নেত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস দূরে থাকুক, তাঁহার যে নিশ্বাস বহিতেছে, এমন বোধ হইল না। ইহা দেখিয়া, মায়াবিনী কি আমাকে প্রতারণা করিয়াছে? বলিতে পারি না; ঈদৃশী চিন্তাতে তাঁহার অন্তঃকরণে বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া "হায়! আমার বাছার কি রোগ হয়েছে, কেন সে যে মরেছে, সে এক বারে মরে গেছে, কিছুতেই জাগিতেছে না; তোমরা সকলে এসে দেখ" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সমুদায় পরিবার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন! যথার্থ বলিতে কি, এই সময়ে সকলেরই আন্তরিক দুঃখ হইল। তাঁহার মাতা তাদৃশী ঘটনা দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রসন্নের উপর নিপতিত হইয়া হিন্দু মহিলাজনসুলভ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে উদ্যত ছিলেন। প্রায় নিবারণ করিতে পারা গেল না। প্রসন্ন জাতিভ্রষ্ট হইয়া মরাতে, সকলে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শবস্পর্শ করিতে দিলেন না। বৃদ্ধ পিতা চীৎকার করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ক্লেশ অত্যন্ত শোচনীয় হইল। চন্দ্র ও নব কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যিনি আপনাদের সুখ ও দুঃখের সমভাগী ছিলেন, সেই প্রসন্নের মূর্ত্তি শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া, হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সূর্য্যও "হা! ভাই!" বলিয়া ক্ষোভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারও নিতান্ত কৃত্রিম দুঃখ হয় নাই।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সূর্য্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, মৃতের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না, এই কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "হাঁ হইতে পারে।" ব্রাহ্মণেরা যে তাদৃশ উত্তর দিবেন, সূর্য্য পূর্ব্বেই তাহা জানিতেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রসন্নের দেহ পবিত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। উহা প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ। প্রসন্নের মস্তক মুণ্ডিত হইল। তাঁহার কাছে দুই শত টাকার কড়ি রাশীকৃত করা হইল। উহার মধ্য হইতে কাণা বা অকর্ম্মণ্য কড়ি সকল বাহির করিয়া ফেলা হইল। অনন্তর হরিদ্রার ছড়া দিয়া, তাঁহারা শালগ্রাম শিলার সমীপে নারায়ণের উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিলেন। অন্যান্য সামগ্রী সংস্কার ও মন্ত্রপাঠের পর, মৃত দেহ পবিত্র হইয়াছে বলিলেন। আত্মীয়বর্গ শেষ দেখা করিবার নিমিত্ত

দৌড়িয়া আসিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকোষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন যে পাপ ও আপনাদের যে দুঃখ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে সকল বিস্মৃত হইলেন? তিনি পূর্ব্বে তাঁহাদের যেমন প্রিয়তম পুত্র ছিলেন, পুনরায় সেই রূপ হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে অন্য কোন ভাব উদিত হইল না। সূর্য্য এই শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় পরিতাপ করিলেন, এবং অবশেষে সকলের ক্ষোভ নিবারণের নিমিত্ত প্রসন্নের মৃত দেহ যে খাটে শায়িত ছিল, বাহকদিগকে তাহা তুলিতে অনুমতি দিলেন। শব দাহ করিবার নিমিত্তে নদীতীরে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সূর্য্য উহা বাহুতে তুলিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। এই সময়ে ঠিক বারটা বাজিল। প্রসন্নের পিতা মাতা তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বাহুতে তুলিলেন। দৈববাণী সত্য হইল। মহেন্দ্র মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তিনি বলিলেন, "বৎস এই রূপই হইবে বটে; এক্ষণে দৈববাণীর তাৎপর্য্য বুঝা গেল।"

প্রসন্নকে লইয়া যাইবার সময় সকলে হৃদয়-বিদারক চীৎকার ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "কপালের লেখা কে খণ্ডাইতে পারে," এই কথা বলিয়া, মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা প্রসন্নকে নদীতীরে লইয়া গিয়া, শবের পদতল জলে রাখিলেন ও সূর্য্য আপনার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা উহার পার্শ্বে একটী তুলসীর ডাল পুতিয়া নাম ডাকিতে লাগিলেন। লোকদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্তই সেই রূপ নাম ডাকিলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতিই তাদৃশ নামোচ্চারণ হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তির প্রতি নয়। গঙ্গাতে না মরিয়া, ঘরে মরিলে অত্যন্ত অপমান হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সূর্য্য আপনাদের

পরিবার মধ্যে যে তাদৃশ কলঙ্ক পতিত হয় নাই, পথিক লোকদিগের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস জন্মাইতে যত্নবান হইলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন যে একেবারে মরিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় নাই; অতএব ইহাঁকে পতিতপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য লাভে বঞ্চিত করা উচিত নহে।" এই সময়ে সকলে কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা সাজাইলেন। নূতন কাপড় আনা হইল। সূর্য্য চিতার উপর শব রাখিতে প্রস্তুত হইলেন।

উদ্ধারের সময় উপস্থিত হইল। দুই প্রহরের পর প্রসন্নকে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। এখন ঔষধের কার্য্য শেষ হইল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র সচেতন হইতে লাগিলেন। রাত্রি কালে বন্ধুর ভূমিতে বাহকদিগের চালনা, শেষ রাত্রির শীতল বায়ুহিল্লোল, পদতলে নদীস্রোতের আঘাত ও পরিবারবর্গের চীৎকার এবং বিলাপ ধ্বনি, এই সমুদায়ে তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার নেশা ছুটিতে লাগিল। বিশেষতঃ সূর্য্য তাঁহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলে, তিনি আরো সত্বর জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য তাঁহাকে চিতাতে তুলিয়া, অগ্নি দিবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সূর্য্য এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া, একেবারে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অধিক কি, তাঁহার চেতনাহীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেই হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনি যাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনীতে গলা জড়াইয়া ধরাতে, তাঁহার অন্তঃকরণে এক অদ্ভুত ভয়ের আবির্ভাব হইল।—যেন যমদূত সন্নিহিত হইয়া আপনাকে স্বীয় রথচক্রে বদ্ধ করিয়া অসীম যন্ত্রণায় আকর্ষণ করিতে উদ্যত।

"নরক আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; নরকরাজ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন; হায়! আমাকে ছাড়িয়া দেও," সূর্য্য অত্যন্ত ভীত হইয়া, এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং উন্মত্তের ন্যায় বলপূর্ব্বক প্রসন্নের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া, তথা-হইতে পলায়ন করিলেন। তৎকালে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। সকলেই সূর্য্যের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা কি হইয়াছে, অন্ধকারে কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রসন্ন একাকী হইলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। তিনি সেই স্থান হইতে ভূতের মত অনেককে দৌড়িয়া যাইতে দেখিলেন, এবং ভয়ানক চীৎকার শুনিতে পাইলেন। কিন্তু নদী, নদীতীর, এবং অস্পষ্ট লক্ষিত চিতা দেখিয়া, আপনি কোথায় আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীরে শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি স্পষ্টরূপে সেই স্থান দেখিতে পাইলেন, এবং কি জন্য তথায় আনীত হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমাকে জীবিতই দগ্ধ করিবার নিমিত্ত এখানে আনিয়াছে। আমি যাহাদিগকে ভূতের মত দেখিলাম, উহারা সূর্য্য ও অন্যান্য লোক; বনের মধ্যে পলায়ন করিয়াছে। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, কেহ উহাদিগকে তাড়া দিয়া থাকিবে, নতুবা ওরূপ চীৎকার করিবার কারণ কি?"

যাহা হউক, এক্ষণে পীড়কদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশাতে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে, সত্বর নদী পার হইতে হয়, ইহা তিনি স্পষ্টই অনুভব করিলেন। নদীর অপর পারে কয়েক ক্রোশ গেলেই এক জন দেশীয় আচার্য্যের বাটী পাওয়া যাইবে। আপনি সেই ব্যক্তির নাম

জানিতেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অনায়াসে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, বরাবর নদীর ধার দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে একটী উত্তম পরিচিত চড়ার নিকট সাঁতরাইয়া পার হইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঈশ্বরকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন, অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন বটে, কিন্তু কোন বিপদ্ উপস্থিত হইল না। পদতল পুনরায় কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভূত হইল, আমরা তাহা কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারি? আর দুই ঘণ্টা গমন করিলেই সেই আচার্য্যের বাটীতে পৌঁছিতে পারিবেন, তিনি ইহা জানিতেন। কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত ব্যাকুল থাকাতে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের আবশ্যক হইল। এই কারণে একটী অশ্বত্থ তরুতলে শয়ন করিয়া, কিয়ৎকাল এক প্রকার অস্পষ্ট জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কখন সেই কাল-যামিনীর শোচনীয় ঘটনা সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, কখন বা অর্দ্ধমুদ্রিত শূন্য নয়নে যদিচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিগের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। এই রূপে নিশাবসান হইল। ঊষা নবরূপ ধারণ করিলেন! দিনশ্রী নবোত্থিত ধরার উপর স্বীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল। নদীতীর সুনীল তরু লতায় সুশোভিত রহিয়াছে। উন্নত অস্থূল তালতরুতলে নানাবিধ শাখী পরস্পরকে শাখাবাহুতে আলিঙ্গন, এবং ইতস্ততঃ দুই একটী অশ্বত্থতরু বায়ুহিল্লোলে সন্দোলিত হইয়া, ছায়ার নিবিড়তা সম্পাদন করিতেছে। যে সমুদায় সুবর্ণ পক্ষ বিহঙ্গ সচরাচর সেই কূলে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারা দিবার আলোকে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে জলের উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভাতের সজীবতা সর্ব্বস্থলে লক্ষিত হইল। পক্ষিগণ দলে দলে শাখাহইতে শাখান্তরে উড়িয়া বেড়াইতে

লাগিল। শ্বেতবর্ণ বক সকল কোন এক খর্জ্জুর গাছে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিল, এখন হরিতবর্ণ নদীকূলে কখন সূর্য্যকিরণে পক্ষ বিস্তার করিল, কখন বা সজীব রজতের ন্যায় স্রোতের উপর উড়িতে লাগিল। কি জলকুসুম কি স্থলকুসুম সকলই নূতন বিকসিত হইল। প্রসন্ন যত এই সকল দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ততই আশাকুসুম পুনরায় মুকুলিত হইতে লাগিল। তিনি এত আনন্দিত হইলেন, যে তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি ও বল বুদ্ধি রহিত হইল। "ভয় করিও না, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি ও তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার। জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে নদী তোমাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিলে দগ্ধ হইবে না, এবং তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি," তিনি কার্য্যতঃ এই গৌরবান্বির অঙ্গীকারের যাথার্থ্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। হায়! কল্পনামাত্রে অনুভূত শিক্ষা অপেক্ষা ঈদৃশ কার্য্যতঃ ভোগ করা কত উৎকৃষ্টতর!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিশ্রামাহের সন্ধ্যা পুনরায় উপস্থিত হইল। প্রসন্ন নির্ব্বিঘ্নে ভক্তিপূর্ণ সেবকগণের সাক্ষাতে বাপ্তাইজিত হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। চারি সপ্তাহ হইল প্রথম বার উক্ত স্থলে গমন কালীন প্রসন্ন আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। এক্ষণে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং "পিতরের নিমিত্তে শিষ্যগণবৎ প্রসন্নের জন্য অনবরত প্রার্থনা করিলে, তিনি পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইবেন, কেননা ইহাদের মধ্যে একটীও বিনষ্ট হইবে

না. যে দলের বিষয়ে এই কথা লিখিত হইয়াছে, তিনিও সেই দলের এক জন," রামদয়ালের এই কথা সিদ্ধ হইল।

ইতিপূর্ব্বে যে অনুগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আন্তরিক ও আত্মিক অনুগ্রহে প্রসন্নের অন্তঃকরণে খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি উহার বাহ্য লক্ষণ সকল গ্রহণ করিতে দণ্ডায়মান হইলে, "তুমি খ্রীষ্টের বিষয়ে কি বিবেচনা কর?" তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল।

মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষীণকলেবর অথচ পবিত্রানন্দে প্রফুল্লবদন প্রসন্ন উক্ত প্রশ্নের এই রূপ উত্তর করিলেন, "হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে, একদা রাত্রিযোগে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া জগৎ কৌমুদীময় করিলেন, তারকামণ্ডলও স্ব স্ব জ্যোতিঃ সম্বর্দ্ধন করিয়া, সর্ব্ব পদার্থের শোভা বৃদ্ধি করিল। প্রত্যেক গিরি ওষধিকিরণে আলোকিত হইল। ইহারা তিন দলে নিশাকে দিনবৎ করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব আলোক বর্দ্ধনে সমবেত হইলেও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীই রহিল। আমি খ্রীষ্টকে সেই সূর্য্য বলিয়া বোধ করি। তিনি ধর্ম্মাকাশের সূর্য্যস্বরূপ। তিনি যে পর্য্যন্ত উদিত না হইয়াছিলেন, কিছুতে আমার মনের তিমির দূর করিতে পারে নাই। তিনি উদিত হইবামাত্র তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি এখন স্বর্গধাম প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলে সেই গৌরবপূর্ণ দেশ এক দিন আমার অধিকৃত হইবে।"

"পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘ ভেদ করা" সকল খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে ঘটে না; প্রসন্ন খ্রীষ্টের নিমিত্ত অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই "সিনয় পর্ব্বত কখন যে সকল অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে নাই, তদ্দৃষ্টে তাঁহার সতৃষ্ণ নেত্র পরিতৃপ্ত করা হয়।"

আচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিলা, খ্রীষ্টের

প্রতি ভক্তিদ্বারা মুক্তি লাভ করিবে। ইহা কি প্রকারে জানিতে পারিলে?"

প্রসন্ন কহিলেন, "খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর; প্রায় উনিশ শত বৎসর হইল, তিনি মনুষ্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এবং সেই শরীরেই ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, স্বয়ং নিষ্পাপ হইলেও, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত দণ্ড সহ্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বর এই প্রতিনিধিত্ব গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং আমিও তাদৃশ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অঙ্গীকৃত অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির আশা করিতেছি।"

"তুমি কি স্বকৃত কোন উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিতা না?"

"না, আমি তাহা পারিতাম না। আমাদের আদি পুরুষের পতন হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রকৃতি, কার্য্য, মন এবং বাক্য এত মন্দ হইয়াছে, যে তাহাতে আমি অন্য কোন উপায়ে স্বভাবসিদ্ধ পাপ হইতে মুক্ত হইতে অর্থবা ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতাম না।"

"তুমি যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছ, উহাতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপির পরিত্রাণের উপায় কিছুই নাই?"

প্রসন্ন উত্তর করিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ। উহাতে কেবল বালবৎ কতকগুলি বাহ্যিক কার্য্য প্রায়শ্চিত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল কার্য্য কোন প্রকারেই ঈশ্বরের লঙ্ঘিত নিয়মের প্রতিকার করিতে পারে না।"

"খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তুমি কি নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা কর?"

প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে প্রসন্ন এই প্রথমবার সন্দিগ্ধমনা হইলেন। গত কএক সপ্তাহের শোচনীয় ঘটনা সকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত

হইল। কি নিয়মানুসারে স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আপনি এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার যে রূপ ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি সেরূপ ঘটে নাই, এবং যদিও ঘটিয়া থাকে, তিনি ধর্ম্মপুস্তক সম্পূর্ণরূপে অবগত না থাকায়, তাহাও তৎকালে স্মরণ করিতে পারিলেন না। তৎপরে "কেন আমি পিতার অনুরোধ রক্ষা করি নাই ? কেনই বা আমি মাতার অশ্রুপাতে অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই নাই ? আমি খ্রীষ্টকে প্রীতি করি বলিয়াই সেই সকল করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ মহাসভায় ঈদৃশ উত্তর উপযুক্ত নহে। আচার্য্য আমাকে জীবন যাপনের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি বলি ?" এবম্বিধ চিন্তা করিয়া, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিরা সকল কম্পিত ও স্ফীত এবং মন অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া বলিলেন, আমি এ পর্য্যন্ত নিয়ম সমুদায় শিখি নাই ; কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে খ্রীষ্টকে প্রেম করিয়া থাকি। মহাশয়! অদ্য রাত্রিতে আমার বাপ্তাইজিত হওয়া রহিত করিবেন না। আমি বহুকাল অপেক্ষা করিয়াছি, পরে সেই সকল নিয়ম শিক্ষা করিব।"

আচার্য্য কহিলেন, "প্রসন্ন! তোমাকে আর নিয়ম শিখিতে হইবে না। তুমি প্রীতি বিষয়ক যে মহা নিয়ম শিখিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ইহাই পালন করিও, তাহা হইলে তুমি শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকিবা।". অনন্তর প্রসন্ন বাপ্তাইজিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হিন্দুরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, কর্ণে কোন মন্ত্র পাঠ এবং মুখে কিঞ্চিৎ গোমাংস ও সুরা প্রদান পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রসন্ন অকপট ও নির্ভয় অন্তঃকরণে খ্রীষ্টের সেবা করিবেন, এমত অঙ্গী-

কার করিলে যে সংস্কার সাধন হইল, তাহা যে সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

পরে পুরোহিত কর্ত্তৃক স্বকীয় পাপ হইতে মার্জ্জনা প্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ যে উপবীত তাঁহার কল্পিত মৃতদেহে দেওয়া গিয়াছিল, তাহা গলদেশ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক মেজের উপর রাখিলেন, এবং ব্রাহ্মণত্ব, তৎসংক্রান্ত মর্য্যাদা ও সামাজিক স্বত্ব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে এখন শান্ত প্রকৃতি, নম্রস্বভাব নাসরতীয় যীশুর অনুচর হইলেন, তাহার চিহ্নস্বরূপ ধর্ম্মপুস্তক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রার্থনা উৎসর্গ করা হইলে খ্রীষ্টোপদিষ্ট জলদ্বারা তিনি বিধিক্রমে বাপ্তাইজিত হইলেন। খ্রীষ্ট রূপ বস্ত্র যে তিনি পরিধান করিয়াছেন এবং যে শোণিতদ্বারা সমুদায় পাপ পরিক্ষত হয়, সেই শোণিতদ্বারা যে তাঁহার আত্মা ধৌত হইয়াছে, বাপ্তিস্ম তাহার একটী চিহ্ন বিবেচনা করিয়া, তিনি বিশ্বাসপূর্ণ হইয়া জলদ্বারা বাপ্তাইজিত হইলেন।

অনন্তর প্রসন্ন আচার্য্য সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে এক লম্বা বারিকের ন্যায় বাটীতে নূতন বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই স্থানে তাঁহার ন্যায় আর আট নয়টী যুবক বাস করিতেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ পাদরির বাটী ঐ রূপে নির্ম্মিত। যুবক খ্রীষ্টীয়ানেরা পঠদ্দশায় এইখানে বাস করেন। আমি যে বাটীটীর কথা লিখিতেছি, তাহাও এই প্রণালীতে নির্ম্মিত। প্রসন্নের ধর্ম্মপ্রচারকের পদে নিযুক্ত হইতে নিতান্ত ইচ্ছা হইল। তাঁহার সৎস্বভাব এবং তিনি খ্রীষ্টের নিমিত্ত যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া, তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবেরা ঈদৃশী ইচ্ছাতে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত বারিকে রাখিয়া, সেই স্থানের

মিশনারী বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে দেওয়া হইল। তিনি এই স্থানে থাকিয়া, খ্রীষ্টীয়ান সমাজের সুখভোগ, ধর্ম্মোপদেশ লাভ এবং আমি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছি, এই বোধগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্ঞানাতীত শান্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রসন্নের যে আহারাদির অত্যন্ত কষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল অর্থের বিষয় ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যে পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে লেখা পড়া করিতেন, তৎকালে তাঁহার মাতা প্রতিদিন জল খাবার, নিমিত্ত চারি আনা করিয়া তাঁহাকে দিতেন। তিনি বাহিরে কেবল তাহাই খাইতেন। এক্ষণে প্রতিদিন তাঁহার চারি আনার অধিক আয় ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে তাহাতেই কি জল খাবার কি ভোজন কি বস্ত্র, সমুদায়েরই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এখন তিনি তাদৃশ সুখসেব্য সামগ্রী ব্যতীতই সামান্য দ্রব্য আহার করিতে অভ্যাস করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পুত্রবৎসলা জননী ও পতিপরায়ণা ভার্য্যা, হিন্দু মহিলাগণের গর্ব্বস্বরূপ নানাবিধ মসলা দিয়া সুকৌশলে তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিতেন না। এক্ষণে একটী দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান বিধবাদ্বারা উহা প্রস্তুত হইত। সেই স্ত্রীলোকটী স্বল্প বেতনে তৎস্থানবাসী বাবুদিগের পরিচারিকার কর্ম্ম করিতেন। অনেক দিন ইউরোপীয়দিগের সহিত বাস করিতে করিতে অন্যান্য বাবুদের পলাণ্ডুপক্ক খাদ্য, এবং বিবিধ মাংস আহার করা কাহারো কাহারো অভ্যাস হইয়াছিল। এই সমুদায় দ্রব্য প্রসন্নের নিকট যার পর নাই ঘৃণ্য বোধ হইতে লাগিল। এক জন ইংরাজকে অশ্বমাংস, অথবা যে পাত্রে বা যে হস্তে অশ্বমাংস পাক করা হইয়াছে, সেই পাত্রে কি সেই হস্তে পাক করা অন্য মাংস আহার

করিতে দিলে যেরূপ হয়, প্রসন্নের পক্ষেও সেই রূপ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, যে বস্তু খাইতে তাঁহার ইচ্ছা না হইত, তাহা খাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করা হইত না! ফলতঃ কতিপয় মাস তাঁহার আহারসুখ একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আহার করিতেন না; কেবল কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়াই আহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর একটী ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে, এই সমুদায় ক্লেশ অতি সামান্য বোধ হইবে। প্রিয়তম পরিবারবর্গের সহিত বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে যে গৃহে বাস করিতেন, এক্ষণে তাঁহার সেই পরিত্যক্ত গৃহের কথা মনে হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রসন্ন গত কএক সপ্তাহের সেই নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তিনি সায়ংকালে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে উপবেশন করিয়া, গৃহজনদিগের প্রত্যেক বাক্যধ্বনি চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে এত নিমগ্ন হইতেন, যেন আপনি সকর্ণে সেই অমৃতময় স্বর শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার এমন বোধ হইত। তৎকালে তাঁহার শোকসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিত। খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবেরা অত্যন্ত সদয়চিত্ত হইলেও, তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইত। আত্মপরিবারবর্গকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ হইল। চতুর্দ্দিকে খ্রীষ্টীয়ান গৃহস্থগণ সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। কতিপয় যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাঁহাদের স্ত্রীরাও অনুগামিনী হইয়াছিলেন। পাদরিদের বাসস্থানের নিকটস্থ খ্রীষ্টীয়ান পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ করিয়াছিলেন। নারিকেল পত্রের সর সর ধ্বনি, পুত্রকলত্রগণের সুমধুর রব এবং শিশুগণের সহাস্য ক্রীড়া তাঁহাদের নিকট বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার সদৃশ বোধ হইত। কিন্তু এই

সমুদায় শুনিয়া, প্রসন্নের অন্তঃকরণে স্বতন্ত্র ভাব উদিত হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইল। স্বগৃহীত ধর্ম্মের প্রতি কামিনীর অত্যন্ত ঘৃণার কথা মনে পড়িল। রূপবতী পতিপরায়ণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আর পাইবেন না বলিয়া, তিনি শঙ্কিত হইলেন। আমি আর সহাস্যমুখ শিশুগণের চতুরক্রীড়া দেখিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিব না। আমি আর সায়ংকালে কি প্রাতে মাতার সুমধুর মৃদু ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিব না। আমি আর পিতার আশীর্ব্বাদ ও ভ্রাতৃভগিনীগণের সস্নেহ ব্যবহার লাভ করিতে পারিব না। এবম্বিধ নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ পুত্রকলত্রাদির কথা মনে হইলে, নির্জ্জনে গিয়া, বিলাপ করিতে মানুষের স্বভাবতই অভিলাষ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, তাদৃশ ক্লেশ চিরস্থায়ী হইল না। কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই নূতন জীবনপ্রণালী তাঁহার অভ্যাস পাইয়া উঠিল। তখন খ্রীষ্টভক্তগণের রীতিক্রমে নিয়মিত আচার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মগত আচার ব্যবহার অপেক্ষা যে কত উন্নত ও উৎকৃষ্ট, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টীয়ানেরা যে স্ত্রীগণের স্বভাব উন্নত করিয়া, আপনাদের সমাজের ভিত্তিমূল অনেক উন্নত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই স্ব স্ব ভার্য্যাকে সাধ্যমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং যাহাতে স্বামির হিত হইতে পারে, তাদৃশ সকল গৃহকার্য্যেই ঐ শিক্ষার সুফল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। স্ত্রীরা স্বজাতির স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জভাব ও অন্তঃপুরবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং প্রত্যেক দেশের রমণীগণ যেরূপ করিয়া থাকেন, সেই রূপে স্বদেশের রীতিক্রমে স্বামির নিমিত্ত আপনারাই

সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন। স্বামিরাও তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। তাদৃশ ব্যবহার হিন্দুগৃহে অতি বিরল। পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে আর মূর্খ ভাবিতেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করিতেন না। পূর্ব্বে তাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন না; এখন অনেকেই ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন। এখন স্বামিরা স্ত্রীদিগকে প্রায় আত্মসদৃশ বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের একত্রে ভোজন হইত। পূর্ব্বের ন্যায় কোন বন্ধু আসিলে, আর স্ত্রীদিগকে দৌড়াদৌড়ি অন্তঃপুরে পলাইতে হইত না।

প্রসন্ন এক্ষণে ইংরাজরমণীগণের সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁহাদের গৃহে যাতায়াত করিয়া, স্ত্রীলোকের প্রতি কত দূর ও কেমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, তাঁহারাই বা সাধারণতঃ তাহার কেমন উৎকৃষ্ট যোগ্যপাত্র, তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন। তাঁহার বাপ্তিস্ম হইবার এক পক্ষ পরে আচার্য্য এক দিন সায়ংকালে তাঁহাকে চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিন তাঁহার নূতন পরিচ্ছদ আসিয়াছিল। তিনি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিবার এই উত্তম সময় বোধ করিলেন। আপনাকে স্ত্রীসমাজে যাইতে হইবে, তিনি তাহা জানিতেন। অনেক হিন্দুতে বিবেচনা করেন, এই পরিচ্ছদ ইউরোপীয় রীতিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহা নহে। ইজের ও চাপকান্ মাত্র। ভদ্র মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বে এই পরিচ্ছদ এদেশে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসন্ন এ পর্য্যন্ত ধুতি চাদর পরিতেন, এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবামাত্র, তাঁহার অন্তঃকরণে এই ভাব উদিত হইল, হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীসমাজে যাতায়াত প্রচলিত থাকিলে, আমাদিগকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রূপ মোটা পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইত। তাহারাও আমাদের সমাজে যাতায়াত করিলে, এখন যেমন

সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, তাহার পরিবর্ত্ত করিত। ঈদৃশ পরিবর্ত্তন অত্যন্ত অভিলষণীয়। ফলতঃ প্রসন্ন যথার্থ ভাবিয়াছিলেন। আচার্য্য বিবেচনা করিলেন যে আপনি ও আপনার স্ত্রী কেবল দুই জনে প্রথম সমাগত যুবক খ্রীষ্টীয়ানকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে অনিমন্ত্রিত দুই জন ভদ্র লোক তথায় উপস্থিত হইলেন। সুতরাং আচার্য্যকে তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে হইল। প্রসন্ন অধিকাংশ কাল আচার্য্যের স্ত্রীর সহিতই কথাবার্ত্তা কহিলেন।

প্রসন্ন যুইবামাত্র, আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, প্রসন্ন ঘরের ভিতর গিয়া, আপন বাটীতে আসিয়াছি বলিয়া বোধ করিবেন। কিন্তু সেরূপ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেই স্থান তাঁহার নূতন ও অপরিচিত বোধ হইতে লাগিল। তিনি যে ঘরের মধ্যে গেলেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং আলোকময় ছিল। মাঝখানে একটী মেজ, তাহার ধারে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। প্রসন্নকে তৎপার্শ্বে একখানি কেদারা দত্ত হইল। অনন্তর আচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই বসিলেন। সায়ংকালে এই রূপ চা-পান করা, হিন্দুদের নিকট নূতন ও অদ্ভুত বোধ হইবে। তাঁহাদের মধ্যে ঈদৃশ ব্যবহার কিছুই নাই। তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া আহার করেন না। সচরাচর পৃথক্ পৃথক্ আহার করিয়া থাকেন। পত্নী স্বামির নিকট আহার করিতে না বসিয়া, পরিচারিকার ন্যায় পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া থাকেন। হিন্দুরা আহারকালে আর কিছুই করেন না। ইংরাজেরা অনেকক্ষণ আহার করেন। স্ত্রী পুরুষ অন্য সময়ে অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। বালকেরা দিনের বেলা পাঠ অভ্যাস করে। সুতরাং সে সময়ে

সকল পরিবার একত্র বসেন। স্বামী দিবসে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, কোন্ বিষয়ে কৃতকার্য্য ও কোন্ কোন্ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, পতিপরায়ণা সমদুঃখসুখা প্রেয়সী ভার্য্যার নিকট তৎসমুদায়ের পরিচয় দেন। স্ত্রীও গৃহকার্য্যের সুখ দুঃখ, পতির অনুপস্থিতি কালে কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন, কি পুস্তক পড়িয়াছেন, ও কে আপনাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন, সমুদায় বলেন। বালকেরা বিদ্যালয় ও পাঠাভ্যাস হইতে অবকাশ পাইয়া, স্ব স্ব পাঠে কত দূর উন্নতি করিয়াছেন, কি পারিতোষিক, বা কি শাস্তি পাইয়াছেন, ক্রীড়াসুখপ্রিয়-বালকদিগের কৌশল, আপন২ কার্য্য, ক্রীড়া, কৌতুক এবং বাটীর অন্যান্য বিবরণ মাতাপিতার নিকট নিবেদন করেন। ইংরাজেরা কর্ম্মশীলতা প্রযুক্ত তদ্রূপ কথাবার্ত্তা করিবার জন্য এক দণ্ডও শূন্য পাইতে পারেন না হিন্দুদের তদ্রূপ এক দণ্ড পাওয়া কঠিন বোধ হয় না। ইংরাজেরা কথোপকথন করিয়া, প্রয়োজনীয় ভোজনকে প্রকৃত সুখাবহ করিবার নিমিত্ত অধিক ক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করিতে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যার সময় চা-পান করিতে করিতে কথোপকথনের যেমন সুবিধা হয়, দিনের বেলা আহারের সময় সে রূপ হয় না। এই সময়ে আর দিনের কঠিন পরিশ্রমের শঙ্কা থাকে না, কেহ তাড়াতাড়ি করে না, এবং আহারও অল্প, কেবল সময়ে সময়ে চা-পাত্রে চুমুক দেওয়া-মাত্র। বিশেষতঃ এই পানীয় উন্মাদিত না করিয়া, আনন্দিত করে, কথোপকথনের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে।

প্রসন্ন ঈদৃশ চা-পানস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নী প্রফুল্লচিত্ত ও সস্মিত বদন। চা-পাত্র সম্মুখে রাখিয়া, মেজের অগ্রভাগে আচার্য্য, সম্মুখভাগে তিন জন আগন্তুক দুই পার্শ্বে বসি-

লেন। অনন্তর আচার্য্যপত্নী শিষ্টাচারানুসারে চাতে কে চিনি ও কে দুগ্ধ খান, তাহা কি অল্প দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে হিন্দুমহিলাগণের ন্যায় তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে বা সলজ্জ হইতে হইল না। তিনি সকলের ইচ্ছানুরূপ চা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে সাধারণতঃ কথোপকথন আরম্ভ হইল। আগন্তুক ভদ্রলোক দুইটীর মধ্যে একজন সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আগত। আসিবার সময় সুইৎসরলণ্ড দেশ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নীরও সেই দেশে একবার যাওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর মিল হইয়া উঠিল। প্রসন্ন তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, উক্ত দেশগত যে যে বিষয়ের কথোপকথনে ইহাঁদের এত আনন্দ দেখা যায়, আমার মাতা ও পত্নী হইলে তাহাতে কিছু মনোযোগ না করিয়া ঐ দেশের জল বায়ু, ফল মূল শস্য, নদীর মৎস্য কেমন, এবং তথাকার জল স্বাস্থ্যকর বা পীড়াদায়ক, এই সমুদায় জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহা হইলেই তাঁহাদের কৌতূহল তৃপ্ত ও প্রয়োজন সম্পন্ন হইত। কোন বুদ্ধিসূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, যিনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার তদ্বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। হায়, প্রসন্নের মাতা ও ভার্য্যা কি জানিতেন? তাঁহারা কিছুই জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্যপত্নী কিছু বিদিত ছিলেন, এবং তাঁহার আরো অধিক জানিবার ইচ্ছা ছিল। অতএব সেই ভদ্র লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি সুইৎসরলণ্ড ভ্রমণ করিয়া অবশ্যই গ্লাসিয়ার দেখিয়াছেন। মেরুডা গ্লাসিয়ারের সমগতি ও অন্যান্য গ্লাসিয়ার এবং বাইরন্ গ্লাসিয়ারের শীতল ও অম্বির স্তূপ দিন দিন অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, ইহার বিবরণ পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়া থাকি; ইহার কারণ কি বিবেচনা করেন?"

প্রসন্ন ভাবিলেন, "আমি প্রশ্ন বুঝিতে না পারিলে, উহার উত্তরও বুঝিতে পারিব না।" অতএব তিনি অনেক আত্মাভিমানী যুবক বাঙ্গালিদের ন্যায় উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হইলেন না। আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! মেরুডা গ্লাসিয়ার কাহাকে বলে? আমার বোধ হয় উহা ইংরাজী কথা নহে।"

সেই ভদ্র ব্যক্তি প্রসন্নের তাদৃশ সরল ভাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না। উহা ইংরাজী নহে, ফরাসী কথা। উহার অর্থ তুষার সমুদ্র; গ্লাসিয়ারের মধ্যে তুষার সমুদ্রই অতি সুন্দর। হিম-স্রোতঃ সকল চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বেষ্টিত একটী অনাবৃত উপত্যকাতে আসিয়া পড়িতেছে। আমি যেখানে ভ্রমণ করিয়াছি, সেখানে উহা যেমন সুন্দর, আর কোথাও সেরূপ নহে। একটী অতি বিস্তীর্ণ প্রবাহ দুটী উচ্চ বাঁধের মধ্য দিয়া অতি ভীষণ বেগে যাইতে যাইতে সহসা জমিয়া গিয়া তদবস্থায় তরঙ্গিত হইতেছে। ইহা অনুধ্যান করিলেই এই তুষার সমুদ্রের সাধারণ ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে।"

গ্লাসিয়ারের বর্ণনা শুনিয়া, প্রসন্ন বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ও! কি মহৎ ব্যাপার! মহাশয়, আপনি দেশ পর্য্যটন করিয়া, গৃহভক্ত বাঙ্গালি হইতে কত উপকার লাভ করিয়াছেন। এখন আপনি ধর্ম্মপুস্তকে স্ফটিক সদৃশ সিংহাসন সমীপে কাচ সমুদ্রের বিষয় পাঠ করিবার সময়, আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্টরূপে মানস-নেত্রে তাহার চিত্র নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন। বোধ হয়, আপনি যে চমৎকার গ্লাসিয়ারের বিষয় বর্ণন করিলেন, উহা ধর্ম্মোপদেশক যোহনের মূর্ত্তিমান ভাবের ন্যায় আপনার মানসক্ষেত্রে একেবারেই প্রকাশ পাইবে।"

সেই ভদ্র ব্যক্তি বিজ্ঞান শাস্ত্র জানিতেন বটে, কিন্তু বড় ভাবুক

ছিলেন না। তাঁহার সহিত আচার্য্যপত্নীর আলাপ ছিল এবং সেই নিমিত্তেই কিছু ভাবের উৎপাদক বা চিত্রকর দ্বারা পরিপূর্ণ সুইৎসরলণ্ডস্থ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিজ্ঞানানুসন্ধায়ীর উপযোগী প্রশ্ন উল্লেখ পূর্ব্বক স্ত্রীজাতির বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভদ্র ব্যক্তি প্রসন্নের ঔৎসুক্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বন্ধো! গৃহভক্ত হইলেও বাঙ্গালিদের বিলক্ষণ কল্পনা শক্তি আছে; এক্ষণেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু হায়! সেই শক্তির উপযুক্ত রূপ চালনা অতি বিরল। দেখ, তোমার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছে, উহা কখনই আমার মনে হয় নাই। আমি জানি ঐ সকল তুষারস্রোতঃ অবিছিন্ন তুষারাবৃত স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে। আমার যত দূর স্মরণ হয়, বলিতে পারি, ঐ গ্লাসিয়ার হইতে তুষারমণ্ডিত আল্পস্‌শিখরের বিস্তীর্ণ প্রদেশের পয়ঃপ্রণালীব্যতীত আমার মনে আর কোন ভাব উদিত হয় নাই। তুমি যেরূপ বলিলে, তাহাই সত্য। হায়, কি দুঃখের বিষয়! তোমার ইহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই।" অনন্তর তিনি আচার্য্য পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে লোকের সহসা এরূপ বিবেচনা হয় যে, ঐ তুষাররাশি যে আর্দ্র প্রস্তরের উপর অবস্থিতি করে, তাহার উপর দিয়া পিছিলিয়া যায়। কিন্তু অনেক বিজ্ঞলোকে এই যুক্তির পোষকতা করিলেও, এক্ষণে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এখন অনেক বিজ্ঞ অনুসন্ধায়ী এডিন্‌বরার অধ্যাপক ফর্ব্বসের মতই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। ফর্ব্বস্ বলেন, গ্লাসিয়ার সম্পূর্ণ তরল বোধ হয় না। একটী পিচ্ছিল বৃহৎ পিণ্ড যে নিয়মানুসারে নিম্নদিকে সঞ্চালিত হয়, উহাও সেই নিয়মানুসারে চালিত হইয়া থাকে। গ্লাসিয়ার যে উপত্যকাতে পতিত হয়, তাহাতে সেইরূপ নিয়তা আছে।"

স্ত্রীলোকের নিকট ঈদৃশ জটিলভাবে বর্ণন করাতে, দ্বিতীয় ভদ্র লোকটী বিজ্ঞানবিৎ ভদ্র লোককে কিছু অনুযোগ করিলেন। যদিও আচার্য্যপত্নী সুইৎসরলণ্ডের দেশ শোভায় মোহিত হইয়াছিলেন, তথাপি আপনি তাদৃশ বিষয়ে কথোপকথন শুনিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। গ্লাসিয়ার বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির তুষার-মণ্ডিত আল্পস্‌শিখর পয়ঃপ্রণালী সদৃশ-বোধ হওয়াতে, তিনি তাঁহার প্রতি হাস্য করিলেন এবং প্রসন্নের পক্ষ হইয়া বলিলেন, কোলরিজও লিখিয়াছেন ;—

"আমার বোধ হয়, স্রোতঃ সকল প্রবলবেগে যাইতে যাইতে যেন কোন মহাশব্দ শুনিয়া, একেবারে স্থিরভাব অবলম্বন করিতেছে। স্রোতোগণ! কে তোমাদিগকে স্বর্গতোরণের ন্যায় পূর্ণশশধর কিরণে আলোকিত করিয়াছেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার অন্তঃকরণ সেই ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, "হায়, এই সকল কি সুন্দর পদার্থ! অপ্‌সরাভূমিই যেন সুইৎসরলণ্ড রূপে অবস্থান করিতেছে। যেস্থানেই উত্থান করি, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেই স্থানে ও সেই দিকেই নব নব দৃশ্য সকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি এত মনোহর যে একবার নিরীক্ষণ করিলে, আর কখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না। কোন স্থানে পথ সকল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, কোথাও বন্ধুর ও প্রবণ প্রদেশের ধার দিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ হরিতাকীর্ণ রজতনিভস্রোতস্বতী পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে আসিয়া বাহির হইতেছে কোন স্থানে পাইন বন শোভা পাইতেছে। কোথায়ও বা তুষারমণ্ডিত মরু পর্ব্বতথণ্ড ভীষণ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে গিরিনদী প্রবাহিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হই-

তেছে। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, বাঙ্গালিরা অন্ততঃ একবারও গিরিনদী দর্শন করেন। এই দেশে যে উপদেশ শিক্ষা করা আবশ্যক, বোধ হয়, তৎসমুদায় অনবরত তাহাই শিক্ষা দিতেছে। উহাদের প্রবাহসমূহ প্রত্যেক সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রতিবন্ধক ভীষণ বেগে উল্লঙ্ঘন করিয়া, বোধ হয় স্থির উদ্দেশ্যে ও অবিচলিত যত্নে কতদূর কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, যেন তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এ দেশের অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে আমাদের সমুদায় তেজ নষ্ট করিয়াছে। নিস্তেজ মনোবৃত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আমাদের স্বাভাবিক কোন কোন বস্তুর অভাব আছে, আপনাদের কি এমন বোধ হয় না?"

অন্যতর ভদ্র ব্যক্তি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর দেশের প্রকৃতি অনুসারে অধিবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কত দূর পরিবর্ত্তিত হয়, এই বিষয়ে অত্যন্ত বাদানুবাদ হইতে লাগিল। আচার্য্যপত্নী দেশের প্রকৃতি অনুসারে অধিবাসীদেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, এই মতেরই অত্যন্ত পোষকতা করিলেন; প্রসন্নেরও সেইরূপ বোধ হইল। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি "জাতির স্বভাবানুসারেই ঐরূপ হইয়া থাকে, বাঙ্গালিরা তুষারাবৃত আল্‌পস্ গিরিতে লালিত পালিত হইলেও, বাঙ্গালিই থাকিবে," এই কথা বলিয়া ঐ মত খণ্ডন করিলেন। সুইট্‌জলণ্ডের প্রকৃতি শোভা পরিত্যাগ করিয়া, ইটালির রাজ-নীতি বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আচার্য্য ও ইউরোপীয় দুইটী ভদ্র লোকে অতি উষ্ণভাবে এই বিষয় বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন রুদ্ধাবস্থায় ইংরাজি সম্বাদপত্র পাঠ করিতে না পাওয়াতে, তৎসংক্রান্ত বিষয়ও জানিতে পারেন নাই। আচার্য্যপত্নী ইহা অবগত হইয়া, বাঙ্গালিদের আচার ব্যবহার জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একপার্শ্বে লইলেন। তাঁহার

এই বিষয় আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। দেশের আচার ব্যবহার উত্তম রূপে জ্ঞাত না হইলে লোকের উপকার করা যায় না, তিনি ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

তিনি প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় আপনার নূতন ও অদ্ভুত বোধ হয়?" অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানেরা যেরূপ উত্তর করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিলেন। তিনি কহিলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া, আচার্য্যপত্নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "প্রশংসাটী কিছু অস্পষ্ট বোধ হয়। ভাল, এই অদ্ভুত বিষয়ে আপনার মত বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন।" প্রসন্ন কহিলেন, "আপনাকে যথার্থ বলিতে কি, আমি উহার কিছুই স্থির করিতে পারি-নাই। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং বুদ্ধিও আছে, কিন্তু উদ্যানকুসুমে ও বনপুষ্পে যাদৃশ প্রভেদ, ইংরাজ ও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেও তাদৃশ প্রভেদ দেখিতেছি।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "সুশিক্ষার অভাব ঈদৃশ প্রভেদের প্রধান কারণ। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই ইংরাজ স্ত্রীদিগের এমত অবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের মনোবৃত্তি সকল যত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হইতেছে, মনও ততই বিশুদ্ধ ও উন্নত হইতেছে। ভাল, আপনাদের স্ত্রীলোকেরা বাল্যাবস্থায় কি করেন? মনের উন্নতিসাধক ও প্রকৃত জ্ঞানোৎপাদক কি কি শিক্ষা তাঁহারা বাল্যকালে প্রাপ্ত হন?"

প্রসন্ন কহিলেন, "হায়! আমাদের সেরূপ কিছুই নাই! আমাদের বালিকারা একেবারে ধর্ম্মবিহীন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহাদের কর্ণে মন্ত্র দেওয়া হয়। এপর্য্যন্ত তাঁহারা কোন উপাসনাই

জানেন না। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের একটী সামান্য ধর্ম্ম-কার্য্য আছে। তাহাতে ভাল হওয়া দূরে থাকুক, বরং মন্দই হইয়া থাকে।" আচার্য্যপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ধর্ম্মকার্য্য কি ?"

প্রসন্ন বলিলেন, "সে পাগলামি মাত্র, আপনার নিকটে বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, আপনি বলিয়াছেন যে, সুশিক্ষার অভাবে ও মন্দ শিক্ষা প্রযুক্ত তাঁহারা কোন দোষ করিলে, ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব আমি অসঙ্কোচ চিত্তে বর্ণন করিতেছি! সেই ধর্ম্মকার্য্য এই রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে ;—ছোট বালিকা বাগানে একটী খেলিবার ক্ষুদ্র পুকুর খনন করে, তাহার মধ্যে একটী বেলের ডাল পোতে। যদি তাহাকে পূজা বলা যায়, তাহা হইলে লীলাবতী নামে দেবতাকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে থাকে।—

পবিত্র কুসুম দিয়া, পবিত্র পুকুরে ;
কে আসে পূজিতে তোমা দিন দুপ্রহরে।
এসেছে গো লীলাবতী! তোমারি সন্তান ;
করোনা জননি তার সজল নয়ান
স্ব মর প্রেমের ভাগী হলে অন্য জন ;
নশ্চয় হইবে তাহা কে করে ব রণ।
এমন চিন্তার সদা হউক বিনাশ;
সতিনী সবার যেন হয় সর্ব্বনাশ।
একই অ িক র মাগি যে তোমায় ;
ত্বরা করি দেহ মোরে সুন্দর তনয়।"

ইহা শুনিয়া আচার্য্যপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি এই কথা বলিতেছেন যে, বালিকারা কেবল এই ধর্ম্মই শিক্ষা করে ; কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবিতে পারে না।

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ, ইহা ব্যতীত তাহাদের আর কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না। বলিতে আমার লজ্জা হয়। বোধ হয়, ইংলণ্ডীয় বালিকাদের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "স্বতন্ত্র প্রকারের কথা বলিতেছেন! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতৃগৃহ, ও মৃত পিতা মাতাকে স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। স্বর্গগত পিতা মাতার সন্তান হইয়াছি, মনে করিয়া একেবারেই তাঁহার সুখ দুঃখ আবিভূ ত হইল। প্রসন্ন তাঁহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া, এক্ষণে ইহাঁর মন বাল্যকালের প্রতি ধাবিত হইয়াছে ; সেই বিষয় আলোচনা করিলেই, ইনি সন্তুষ্ট হইবেন, এই বিবেচনা করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারও ইংরাজ স্ত্রীদিগের বাল্য ইতিহাস জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। অতএব বলিলেন, আপনি যে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

আচার্য্যপত্নী প্রসন্নের তাদৃশ প্রশ্নে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, "আপনি জানেন, আমার সন্তান নাই। সুতরাং ইংরাজ বালকের শিক্ষাপ্রণালী জানাতে আমার বিশেষ কোন উপকার দর্শে নাই! আমি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি কেবল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ও লোকের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিয়া কালযাপন করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলে, আমি কি প্রকারে আপনার বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে পারি। আপনাকে বলিতে কি, আমার সেই সমুদায় কথা, সেই সমুদায় বিশুদ্ধ উদাহরণ ও সেই সমুদায় নীতিগর্ভ শিক্ষা মনে হইলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। বোধ হয়, আমি যেন তৎকালে স্বর্গে বাস করিতাম। চারি বৎসর বয়সের সময়

হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমার স্মরণ আছে। প্রথম আমার মনে হয়, এক দিন আমি অনেক স্ত্রী ও পুরুষের সহিত একটী সুন্দর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে জনেক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিলেও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত চলিতে পারিলাম না। আমি বার বার পতিত হইতে লাগিলাম। কখন আমার পাদুকার মধ্যে কুরুই প্রবেশ করিতে লাগিল, কখন গোলাব গাছের কণ্টক সমূহে বস্ত্র আবদ্ধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক জন আচার্য্য আসিয়া বলিলেন, 'বাছা! আমি দেখিলাম, তুমি অন্যের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। এস, আমরা এই ঘাসের মধ্য দিয়া যাই। তুমি আস্তে আস্তে চলিলেও, অন্যান্য লোকের ন্যায় আমরা শীঘ্র তথায় পৌঁছিব।'

"এই কথা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন, এবং তাঁহাতে ও আমাতে এক সঙ্গে চলিলাম। আমি অল্পবয়স্ক হইলেও, তিনি আমার নিমিত্তই আপনার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'আপনি আমার সঙ্গে আসিতেছেন কেন? আপনি বাবার সঙ্গে উত্তম কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, আপনি আমার সঙ্গে আসাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।"

"তিনি কহিলেন, 'বাছা! আমি কিছুই দুঃখিত হই নাই, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমিও বড় হইলে, অন্যের সাহায্য করায় কেমন সুখ, সেরূপ সুখ যে আর কিছুতেই নাই, তাহা জানিতে পারিবে। আমার স্মরণ হয়, আমি প্রথমতঃ গুরুর নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং উহা কখন বিস্মৃত হই নাই।"

প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আহা! যে

বালকেরা গুরুর নিকট ঈদৃশ উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যশালী! আমাদের বাটীতে গুরুর আগমন হইলে, পিতা বিরক্ত, বালকগণ অন্তরালে পলাইত ও মাতা পিতা ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হন। গুরু যে কেবল অর্থ লোভেই আইসেন, মাতা তাহা জানেন। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে। সে যাহা হউক, আপনি বলুন।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "আমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তথাকার স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয় স্ত্রীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন। এদেশ উষ্ণপ্রধান হওয়াতে, আমাদিগকে কারা-রুদ্ধের ন্যায় থাকিতে হয়। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালিদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমাদেরও তাঁহাদের ন্যায় অযথোচিত অন্তঃ-পুরবাস অভ্যাস পাইয়াছে। ইংলণ্ডে 'আমরা পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, ও সুখে বাস করি।' আমরা জনতাকীর্ণ লণ্ডন নগরে বাস করি বটে, কিন্তু আমার মাতা প্রতি বিশ্রামাহে আমাকে ও ভগিনীকে হস্তে ধরিয়া, বহু লোকাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া, ভজনালয়ে যাই-তেন। কোন ব্যক্তি আমাদিগকে কিছু উপদ্রব বা একটীও কথা কহিতে সাহস করে নাই; কোন মাতাল বৎসরের মধ্যে দুই এক দিন তাদৃশ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলে, আমার মাতার দৃষ্টিপাত-মাত্রেই তাহাকে নিরস্ত হইতে হইত। এই রূপ স্বাধীনতা থাকা-তেই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ সাহসী হন, ও স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। আপনাদের অন্তঃপুরবাসী মহিলা-গণের সেরূপ করিবার উপায় নাই। আমরা উপাসনালয়ে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করি, তাহা কেমন বিশুদ্ধ ও পবিত্র, এবং যে প্রার্থনা শুনা যায়, আপনি যে প্রার্থনার কথা কহিলেন, তাহা হইতে তাহা অত্যন্ত বিভিন্ন। মনুষ্যের অমঙ্গল অভিলাষ করা

দূরে থাকুক, আমরা সকলকেই প্রেমবাহুতে আলিঙ্গন করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকি। ঈশ্বরকে আমাদের ভবিষ্যতের বিষয় আদেশ করিবার পরিবর্ত্তে আমরা উপদেশকদিগের প্রমুখাৎ ইহাই শিক্ষা পাইয়া থাকি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়িক অবস্থাই আমাদের পক্ষে হিতকর। আমি যেন জননী হই, এই প্রার্থনা, আমার বোধ হয়, ইউরোপীয় বালিকাগণের অন্তঃকরণে কখনই উদিত হয় না। পিতা মাতার স্নেহ, পুস্তকপাঠ ও স্ব স্ব কার্য্য, এই সকলেই তাহাদের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ থাকে।"

প্রসন্ন কহিলেন, "বাঙ্গালির সন্তানেরা বাল্যকাল হইতে আপন আপন মাতার নিকটেই বিবাহ ও অন্য২ জঘন্য বিষয়ের উপদেশ পায়। আমি কল্য দেখিলাম, প্রচারকের স্ত্রী আপনার একবৎসরের সন্তানকে জন্তুগণের শব্দ অনুকরণ করিতে শিখাইতেছেন। তাহা দেখিয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দু জননীরা হইলে, বলিতেন, 'খুকি! বল্ দেখি, তোর শ্বশুর বাড়ী থেকে তোকে নিতে লোক এলে কেমন করে কাঁদ্‌বি? তোর স্বামি যে মাকড়ি দেবে, তা কোন্ কাণে পর্‌বি, আমাকে দেখা।' বালিকারা এই রূপ কথাবার্ত্তায় অল্প বয়সেই পাকিয়া উঠে। হায়, কি দুঃখের বিষয়!"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ, ইংরাজমাতারা ঈদৃশ কথাবার্ত্তা কহেন না বটে, কিন্তু আপনি দেখুন, তাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কহিবার অন্যান্য অনেক বিষয় আছে। হিন্দু মাতাদের কিছুই নাই। হিন্দু মাতাদিগকে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই সকল স্মরণ করিতে হইবে। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, আমার মাতা আমাকে প্রায় সমুদায়ই শিখাইয়াছিলেন। পিতা মাতা আমেরিকায় যাওয়াতে, আমি দুই বৎসরমাত্র বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলাম।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরাজস্ত্রীরা কেমন করিয়া সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার সময় পান, তাঁহারা কি গৃহকার্য্য করেন না?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ, বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ব্যতীত সকলেই গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন। কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রতি দিন ষোল ঘণ্টা পাওয়া যাইতে পারে, উহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, অনেক কার্য্য করা যায়। আমি সময়ে সময়ে আপনাদের অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি। এক দিন তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে একটী সূচিকর্ম্ম দিয়া, এক সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করিতে বলিয়া আসি। পুনরায় গিয়া দেখিলাম, কয়েকটী রেখামাত্র হইয়াছে। না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, "অনেক কর্ম্ম ছিল" এই আপত্তি করা হইল। ফলতঃ তাঁহারা চুল আঁচড়াইয়া, ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া সময় ক্ষেপণ করেন। ইংরাজস্ত্রীরা দিনের মধ্যে কত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষে লোকেরা যেমন প্রত্যূষে উঠেন, ইংলণ্ডে সেরূপ সময়ে উঠেন না। তথাপি আমার মাতা নয়টার মধ্যে আমাদের প্রাতরাশ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কেবল দুটী পরিচারিকা ছিল। পরে আমরা বড় হইলে, আমার ও আমার ভগিনীর প্রতি ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে আমাদের আট ও দশ বৎসরমাত্র বয়স হইয়াছিল। প্রাতরাশের পর এক ঘণ্টা অন্যান্য গৃহকার্য্যে ব্যয়িত হইত। আমাদের দেশের রীতি অনুসারে কশাই, রুটিওয়ালা ও মৎস্যবিক্রেতারা আসিয়া, কি কি লইতে হইবে, জানিয়া যাইত। ইহাতে বাটীর কর্ত্তা বা কোন চাকরকে বাজারে যাইতে হইত না। যাহা যাহা আনিবার, মাতা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন। কতিপয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমুদায় কার্য্যই সত্বর

সম্পন্ন হইয়া থাকে। আহার প্রস্তুত করিবার সমুদায় সামগ্রী আহৃত হইলে, আমার মাতা আমাদিগকে নিশ্চিন্ত ভাবে পড়াইতে বসিতেন, ওদিকে দুই পরিচারিকা আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। মাতা স্বয়ং স্বল্পশিক্ষিতা হইলে আমাদিগকে অবশ্য বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। আমরা ধনী ছিলাম না, সুতরাং তিনি স্বয়ং সূচী কর্ম্ম ও কাপড় ইস্তিরি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া আমাদের লেখা পড়ার ব্যয়ের অর্থ বাঁচাইতেন। কিন্তু সুশিক্ষিতা হওয়া প্রযুক্ত তিনি তাহা না করিয়া, পরিচারিকাদ্বারা সেই সকল কার্য্য করাইয়া, স্বয়ং আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আমার স্মরণ হয়, স্বামী ও সন্তান গণের সুখের নিমিত্ত কোন কার্য্য স্বয়ং করিবার আবশ্যক হইলে, তিনি গৃহকার্য্য অবহেলা করিতেন না। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া গৃহকর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চাই তাঁহার অধিক ভাল লাগিত।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মাতা আপনাকে কি শিক্ষা দিতেন? ইংরাজ স্ত্রীদিগের পক্ষে কি কি বিষয় শিক্ষার উপযোগী, আমি সেই সকল অবগত হইতে অভিলাষ করি।"

আচার্য্যপত্নী এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমার বোধ হয়, যাঁহার যে বিষয় শিখিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে, তিনি সেই বিষয় শিক্ষা করেন। আমরা ভো সেই রূপে শিক্ষিত হইয়াছিলাম। সুশিক্ষিত ইংরাজস্ত্রীমাত্রই ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভূগোল ও পাটীগণিত উত্তমরূপে জানেন! আর অধিক শিখিতে হইলে, যাঁহারা যে বিষয় অধিক ভাল বাসেন, বিজ্ঞ শিক্ষকেরা তাহা বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদিগকে তাহাই শিখিতে বলেন। আমার ও আমার ভগিনীর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি তৌর্য্যত্রিদ্যা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। আমি একটী স্বরও

শিখিতে পারি নাই। আমি ইংরাজী ব্যতীত আর দুটী ভাষা বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় অতি সহজে শিখিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ফরাসি ভাষার ক্রিয়াপদগুলিও শিখিতে পারেন নাই। তিনি চিত্রকর্ম্ম অত্যন্তই ভাল বাসিতেন; কিন্তু কোন প্রকারের শিল্পকার্য্য আমার ভাল লাগিত না। আমি সাহিত্য ভাল বাসিতাম। বহু বিদ্যা অসম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না করাইয়া আমরা যাহা শিখিতাম, তাহার উত্তমরূপে শিক্ষা হয়, মাতার এই উদ্দেশ্য। এই রূপ শিক্ষা করিতে, প্রত্যহ আমাদের তিন ঘণ্টা করিয়া লাগিত। মধ্যাহ্নের আহারের পূর্ব্বে বেড়াইতে যাইতাম। আমার পিতা সাহিত্য ব্যবসায়ী, প্রায়ই ঘরে থাকিতেন, তাহাতে প্রতিদিন আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া, বেড়াইতে যাইতেন। হায়, আমরা পিতার সঙ্গে কেমন সুখে বেড়াইতাম! প্রাতে যাহা পাঠ করিতাম, সেই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইত। তাহাতে আমরা যে যে বিষয় অসুবিদিত জ্ঞান করিতাম, তিনি প্রখর বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তিনি যাহা পড়িতেন, কখন কখন আমাদিগকে তাহারও বৃত্তান্ত বলিতেন। কখন বা দোকানের সামগ্রী লক্ষ্য করিয়া শিল্পবিদ্যাবিষয়ক কথা কহিতেন। সর্ব্বদা প্রগাঢ় বিষয়ে আমাদের কথোপকথন হইত না। ফলতঃ আমরা সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতাম। যদি মাতার শিক্ষাও না পাইতাম, তথাপি বোধ হয়, কেবল বেড়াতে বেড়াতে পিতার নিকট যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইত।"

প্রসন্ন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতী দুহিতারা পিতার সহিত প্রকাশ্য পথে বেড়াইতে গেলে, কেহ কিছু মনে করিত না?"

আচার্য্যপত্নী কহিলেন, "মনে করার কথা বলিতেছেন! কেহই কিছু মনে করিত না। যুবতী স্ত্রীরা পিতা বা ভ্রাতার সহিত ইংলণ্ডের সকল রাস্তাতেই নিরাপদে বেড়াইয়া থাকেন।"

প্রসন্ন বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনারা যে সময়ে বেড়াইতেন, সেই সময়ে আপনাদের মাতা বিশ্রাম করিতেন।"

আচার্য্যপত্নী কহিলেন, "না, তাহা কোন প্রকারেই হইত না। আমার মাতা বলিতেন, স্ত্রীলোকের সহস্র কর্ম্ম। কি গৃহ, কি স্বামী, কি সন্তানগণ, কি দীনহীন লোক, কি ভজনালয়, কি বন্ধু বান্ধব, তাঁহাকে সকলেরই তত্ত্ব লইতে হয়! স্ত্রীলোকের যথাবিধি এই সমুদায় কার্য্য না করা, তিনি দূষ্য মনে করিতেন। যে সকল স্ত্রীলোক স্ব স্ব মনোনীত কর্ম্ম ব্যতীত, আর কিছুতেই সময় ক্ষেপণ না করেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন না। তাঁহারা কোন্ ভরসায় ঈদৃশ ব্যবহার করেন, আমার মাতা ধীর ভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। যাহা হউক, আপনাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে এই দোষ নাই। হইলেও, এক প্রকার ভাল হইত। কোন কাজ না করিয়া, বসিয়া থাকা অপেক্ষা, এই দোষও ভাল। কিন্তু ইংলণ্ডে এই দোষ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন স্ত্রীলোক আপনাদের সন্তানগণের লালন পালনে সমুদায় সময় ব্যয় করেন। ধর্ম্মালোচনা বা লোকের সহিত আলাপ করিতে তাঁহাদের কিছুই সময় থাকে না। কোন কোন স্ত্রী দরিদ্রগণের হিতসাধনে, বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্পাদনে, অথবা প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা বিদেশীয় আত্মীয়বর্গকে পত্র লিখিতে এক ঘণ্টাও অবসর পান না, অথবা পরিবারের মধ্যে এক দিন আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন না। তাঁহারা ঈদৃশ ব্যবহার করিয়াও অনায়াসে আত্মপ্রসাদ প্রকাশ

পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, "আমরা মহৎ কার্য্য করিতেছি, অন্যমনা হইতে পারি না।" তাঁহারা স্বয়ংই সেই সেই কার্য্য মনোনীত করিয়াছেন; অর্থাৎ ঈশ্বর তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন নাই, অতএব নহিমিয়ের ন্যায় 'আমি না করিলে ঐ কার্য্যের ক্ষতি হইবে,' তাঁহাদের কার্য্য বিষয়ে তাঁহারা এমত ভাব ধারণ করিতে পারেন না। আমার মাতা এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সামাজিক ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। প্রত্যেক কার্য্যের নিমিত্ত প্রচুর সময় পাইতেন। তিনি কার্য্যতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন না করিয়া, বা কোন সমাজে না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। অতএব আমরা যখন বেড়াইতে যাইতাম, তখন প্রতিবাসী দরিদ্রেরা কে কেমন আছে, তাহা দেখিতে যাইতেন। কখন বা কোন বন্ধুর বাটীতে গিয়া কিঞ্চিৎকাল আলাপ করিতেন। কখন বাটীতে থাকিয়া দূরস্থ বান্ধবদিগকে পত্র লিখিতেন। ফলতঃ তিনি কদাচ আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, 'সুস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে আট ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট, এবং যেমন করিয়া সময় বিভাগ কর না কেন, দিবসের মধ্যে আরও কিঞ্চিৎ অবসর পাওয়া যাইতে পারে।"

প্রসন্ন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ইংরাজ স্ত্রীরা এক দিনে যত কাজ করেন, আমাদের স্ত্রীলোকেরা এক সপ্তাহেও তাহা করিতে পারেন না।"

আচার্য্যপত্নী কহিলেন, "আপনি যে এমন কথা বলিবেন, আমি অগ্রেই জানিতাম; কিন্তু এখনও অর্দ্ধদিনের কার্য্য আপনার শুনিতে অবশিষ্ট আছে। ভাল, এখন আমি গল্প সমাপ্ত করি। অনন্তর আমরা তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া আহার করিতাম। পিতা মাতা দশটা এগারটার ন্যূনে শয়ন করিতেন না; সুতরাং

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, পাঁচ ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকিত। মাতা নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে এই সময় ব্যয় করিতেন। তিনি এক দিন বৈকালে আমার ভগিনীকে সঙ্গীত শিখাইতেন, এবং দ্বিতীয় দিন বৈকালে আমাকে ফরাসি বা জর্ম্মন্‌ভাষা পড়াইতেন। এই রূপে সাড়ে ছয়টা অতিবাহিত হইত। তৎপরে তিনি সূচের কাজ করিতেন। পিতা পুস্তক আনিয়া তাঁহার সহিত বসিয়া পড়িতেন, ও উভয়ে তাহা আলোচনা করিতেন। এই সময়ে আমরা নিদ্রা যাইতাম। তাঁহারা একাকী থাকিলেই, এই রূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন কোন সময়ে দুই একজন আগন্তুক আইলে তাঁহারা পুস্তক রাখিয়া, উপকারজনক মিষ্টালাপে সন্ধ্যাকাল ক্ষেপণ করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা হইত। ঈশ্বর-প্রসাদে প্রতিদিনই আমাদের সুখে অতিবাহিত হইত।"

প্রসন্ন এই সমুদায় শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হায়! অন্যান্য হিন্দু পরিবার অপেক্ষা তাঁহাদের পরিবার অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, তাহার দৈনিক ইতিহাস এই ইতিহাস হইতে কত বিভিন্ন ছিল! তাঁহার ও নবের লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে, বাটীর আর কে পড়িতে ভাল বাসিতেন, আহার প্রস্তুত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক সামান্য বিষয় ব্যতীত কে আর কি কর্ম্ম করিতেন? হিন্দুরা অনেকে একত্র বাস করিয়া থাকেন। কখন কখন ত্রিশ চল্লিশ জন একত্র থাকেন। কিন্তু ইহাঁরা কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। অধিকাংশ সময় বৃথা গল্পেই ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। প্রসন্নের স্বজাতীয় রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ ছিল না। তিনি এক বাটীতে কেবল স্ত্রীপুত্রসঙ্গে বাস করা, নিতান্ত কষ্টকর বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি যেরূপ বর্ণন করিলেন, সর্ব্বদা কি এই রূপ ঘটিয়া থাকে?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ, প্রায় সর্ব্বদা এই রূপ হইয়া থাকে। আপনার পরিবারের ভরণপোষণে সমর্থ না হইলে পুরুষে বিবাহ করেন না। বালিকা অবস্থায় কাহারও বিবাহ হয় না; বিংশতি বৎসর বয়স না হইলে লোকে সচরাচর বিবাহ করে না। সুতরাং শ্বশ্রূর যত্ন ব্যতিরেকে তিনি একাকিনীই উত্তম রূপে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "পিতা মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রদিগের কেবল স্ব স্ব স্ত্রীকে লইয়া বাস করা কি উচিত?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "না, তাহা উচিত নয় বটে, কিন্তু ঈদৃশ ঘটনা প্রায় ঘটে না। তথায় প্রায়ই একটী অবিবাহিতা কন্যা থাকেন; তিনি পিতা মাতার সহিত বাস করিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ না হইলে তাদৃশ শুশ্রূষার আবশ্যক করে না; এবং সেবার প্রয়োজন হইলে, অবশ্যই সম্পাদিত হয়। বিধবা মাতা আপনার ভরণপোষণে অসমর্থ বা একাকিনী থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে, পুত্রের সহিত বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই, ইংরাজ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকেরই ভিন্ন বাটী থাকে।"

প্রসন্ন অবিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি একটী কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি বলিতেছেন, ইংলণ্ডে কোন কোন স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন অবিবাহিতাও থাকেন?"

আচার্য্যপত্নী উত্তর করিলেন, "অনেকে অবিবাহিতা থাকেন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "তাহা হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তো করা হইল না।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "আমিও উহা অস্বীকার করি না। ইংলণ্ডে বহু বিবাহ করিবার নিয়ম নাই; বিশেষতঃ পুরুষেরা সর্ব্বদা বিদেশে গিয়া বাস করেন। সুতরাং স্বামী পাওয়া কঠিন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমাদের মধ্যে উহা অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হয়। আমার মাতা ঈদৃশ ব্যবহার দেখিলে, যাহা বলিতেন, তাহা ভাবিলে, আমার বিস্ময় হয়। আমি অদ্ভুত লোকের মধ্যে আসিয়াছি, বোধ হয়, তিনি এইরূপ বোধ করিতেন। ভিন্ন জাতির সহিত মিশিলে ও তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে, আমরা যে নিয়মানুসারে চলি, জগতের সকল লোকেই সেই নিয়মানুসারে চলিয়া থাকে, এই ভ্রম দূরীভূত হয়। বিশেষতঃ অধিকতর উপকার এই, যে আমাদের মতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিমান আর থাকে না।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "আপনি যথার্থ কথা বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশিলে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকে না। আমি হিন্দু পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিবার পূর্ব্বে ভাবিতাম, যে, তাহারা যে রূপে বাস করে, তাহাতে বোধ হয়, দিবা রাত্র কলহ করিয়া থাকে, কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম গিয়াছে। অধিক কি, আমি দেখিয়াছি, সপত্নীরাও আপনি যেরূপ বলিলেন, পরস্পরের প্রতি সেরূপ শাপ না দিয়া, পরম সৌহার্দ্দ্যে কালক্ষেপ করে।"

প্রসন্ন কহিলেন, "তাহারা সময়ে সময়ে ভয়ানক বিবাদ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, সাধারণতঃ ধরিলে আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আপনাদের স্ত্রীরা তাদৃশ অবস্থিতা হইলে, যেমন থাকিতেন, তদপেক্ষা ইহাঁরা অধিক ভাল থাকেন। আমাদের স্ত্রীরা অতি সহজে বশীভূতা হয়। যাহা হউক, তাহাদের চরিত্র,

আপনাদের স্ত্রীদের চরিত্রের ন্যায় উদাহরণস্থল হইতে পারে না।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে অপর ভদ্র লোক দুটী গমনোদ্যত হইলে, আচার্য্য নিজ ব্যবহারানুসারে সকলের পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পঠিত হইল। অনন্তর সকলে জানুপাতন করিলে আচার্য্য একটী প্রার্থনা করিলেন। সকলেরই অন্তঃকরণ তাহাতে মিলিত হইল। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট সচরাচর যাদৃশ প্রার্থনা হইয়া থাকে, কেবল যে সেই রূপ প্রার্থনাই হইল, এমন নহে; অভ্যাগত প্রত্যেকের অবস্থার উপযোগী প্রার্থনাও হইল। প্রসন্ন মনে মনে ভাবিলেন, "আমার আত্মীয়বর্গ এইরূপ প্রার্থনা শুনিলে, ও ইহার গুণ অনুভব করিলে, আর অজ্ঞের ন্যায় মন্ত্র পাঠ করিতেন না। হায়, তাঁহারা সেই মন্ত্রের কিছুই বুঝিতে পারেন না।" প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রসন্ন আর কখন এরূপ সুখে সায়ংকাল অতিবাহিত করেন নাই।

কিছুদিন গত হইলে প্রসন্নের অপ্রফুল্লতা ও বাটীর নিমিত্ত চিন্তা ক্রমে ক্রমে দূর হইল। তিনি সর্ব্বদা আচার্য্যের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন সায়ংকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশেষ পাঠ শিক্ষা করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সময়েও আচার্য্যের বাটীতে যাইতেন। তিনি তথায় গমন করিলেই, আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিতেন, এবং কামিনীর বিষয়ে এমন এমন উৎসাহ সম্বলিত বাক্যে কথোপকথন করিতেন যে, কামিনী সময়ক্রমে খ্রীষ্টীয়ান হইবেন, প্রসন্নের মনে প্রকৃতই এরূপ ভাব উদিত হইত। যাহা হউক, আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী ইংরাজ

ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা প্রসন্নের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরাই তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন, দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

প্রসন্ন ব্রাহ্মণ হওয়াতে, নূতন ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই বলিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন অনুভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সেরূপ হয় নাই। তিনি একেবারে জাতিভেদ না থাকাই ন্যায়ানুগত ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে নীচজাতিরা তাঁহার প্রসাদ খাওয়া গৌরব, তাঁহার আশীর্ব্বাদ অপরিসীম অনুগ্রহ, ও কেহ কেহ তাঁহার পাদোদক পান মহৌষধি বোধ করিত। এখন সেই সকল রহিত হইল। সকলেই তাঁহার প্রতি মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল, স্বভাব, ব্যবহার ও বিদ্যা ভদ্রলোকের মত হওয়াতে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় সম্মানিত হইলেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাকে আর কেহই সম্মান করিত না। তিনি আপনার সহোদর সূর্য্যের ন্যায় শিক্ষিত হইলে, জনসমাজে নীচ শূদ্রদিগের অপেক্ষা অধঃপতিত হইতেন। খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আহারের ভেদাভেদ নাই; যিনি যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই ভোজন করিতেন। যাহাতে যাঁহার ইচ্ছা হইত না, তিনি তাহা ভক্ষণ করিতেন না। এই ধর্ম্মে যেমন কোন আহারের নিষেধ নাই, সেই রূপ কোন দ্রব্য অবশ্যই আহার করিতে হইবে বলিয়া বিধিও নাই। হিন্দুরা এই বিষয়ে কত অলীক অনুমান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সমভাবে নিরীক্ষণ করেন। সকলেই এক বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবম্বিধ বিশ্বাস থাকাতেই, কোন খ্রীষ্টীয়ান পরজাতি বা কোন নীচজাতির রান্না খাইব না বলিতে সাহসী হন না। সেই অপমান মনুষ্যের প্রতি করা হয় না, আপনার সৃষ্টি-

কর্ত্তা পরমেশ্বরকেই করা হয়, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, কোন বস্তু ভক্ষণ করিলে, লোক অপবিত্র হয় না। দুশ্চিন্তা, পুত্তলিকা পূজা ও চৌর্য্য প্রভৃতি আন্তরিক দুষ্কর্ম্মেই লোক অপবিত্র এবং জনসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হয়। এই মত প্রসন্নের কুসংস্কারের বিরোধী হইলেও, তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

প্রসন্ন এক দিনেই এই সংস্কার লাভ করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, রামদয়ালের বিবাহের সময়েই তাঁহার এই সংস্কার দৃঢ় হইয়া উঠে। রামদয়াল এক দিন প্রাতে আসিয়া, আপনার বিবাহে প্রসন্নকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রসন্ন চারি মাস খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কখন খ্রীষ্টীয়ানের বিবাহ দেখেন নাই, এবং উহা কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহার অনুসন্ধানও করেন নাই। অতএব তিনি চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "রামদয়াল! তুমি বিবাহ করবে, কাকে হে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানে যে সকল ভদ্র খ্রীষ্টীয়ান আছেন, তাঁহাদের কন্যাগুলি নিতান্ত বালিকা; আমার বোধ হয়, তুমি অন্যত্র কন্যা অন্বেষণ করিয়াছ।"

রামদয়াল হাসিতে' হাসিতে বলিলেন. "না, এখানেই কন্যা আছে। বোধ হয়, আমি যে কন্যাকে মনোনীত করিয়াছি, তুমি তাহার কথা শুনিলে, অত্যন্ত বিরক্ত হইবে। এমন কি, তুমি এখন আমার প্রধান সুহৃদ্ হইয়াও আমার সহিত সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করিবে।"

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন কহিলেন, "তুমি আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত করিতেছ। অমুককে তো বিবাহ করিবে না।"

রামদয়াল নাম না শুনিয়া কহিলেন, "কার নাম কর্‌লে! স্পষ্ট করে বল, তুমি বুঝি ঠিক এঁচেছ?"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনাথ বিদ্যালয়ের কোন বালিকাকে ত নয়? না রামদয়াল, তা কখনই হতে পারে না।"

রামদয়াল বলিলেন, "পারে না কেন? তাই হয়েছে। কি বল্‌ব খ্রীষ্টীয়ানদের বাজি রাখতে নাই। কিন্তু আমি ঠিক বল্‌তে পারি, দুতিন মাসের মধ্যে তুমিও আমার মতে মত দেবে!

প্রসন্ন কহিলেন, "ভাল, রামদয়াল! ক্ষণকাল বিবেচনা কর। সে কি লোক? আমরা শুনেছি, ঐ সকল বালিকা অতি দরিদ্রা ও অনাথা, উহারা পশ্চিমাঞ্চলের কোন দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্ত হইয়া আনীত হইয়াছে। তাহাদের মাতা পিতা ডোম্ কি মুচি, আমরা তাহা কিছুই জানি না।"

রামদয়াল বলিলেন, "তাহার মুখশ্রী ও গৌর বর্ণ দেখিলে আমার কোন প্রকারেই ঐরূপ বোধ হয় না। হলেই বা ক্ষতি কি? আমি তাহার পিতামাতাকে বিবাহ কর্‌ছি না। বিশেষতঃ তাঁরা মরে গেছেন। তাঁদের কন্যাকেই বিবাহ কর্‌ছি। ভাই, যা বল, সে যেমন সচ্চরিত্রা, গুণবতী ও সুন্দরী, তেমনটী আর কোথাও পাব না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "ও! তবে আমি বুঝেছি; যে বালিকাটী গির্জ্জাতে স্ত্রীলোকদিগের সারের দ্বিতীয় বেঞ্চে বসে, তাহার নাম সুশীলা। কেমন সেই না?"

রামদয়াল বলিলেন, "হাঁ, সেই।"

"হাঁ, সে সুন্দরী বটে, কিন্তু ভাব দেখি, ব্রাহ্মণে বিবাহ কর্‌ছে, কিন্তু কার কন্যা, কেউ তা জানে না! যা হউক, ভাই! আমার কথা বল্‌ছি, ঈশ্বর আমার কামিনীকে দেন, ভালই। নতুবা

প্রোটেষ্টাণ্ট সন্ন্যাসীদের যে দশা, আমারও সেই দশা। আমি খ্রীষ্টীয়ান হয়েছি, হয়েছি। তাই বলে, যাঁর তাঁর সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না?"

রামদয়াল শিরঃকম্পন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমর যা ইচ্ছা করো। বিবাহের সময়ে উপস্থিত হতে, বামন ঠাকুরের কোন বাধা আছে কি না?"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমি অবশ্য যাব। আমার কৌতুক দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে। ভাল, রামদয়াল! তুমি যে ইংরাজি স্ত্রীকবির গ্রন্থ অনেক বার পাঠ করেছ, তিনি যেমন একটী বিবাহের বর্ণনা করেছেন, তেমনি বিবাহের আয়োজন কর্‌ছ না কি? তিনি বর্ণনা করিয়াছেন:—

"সেণ্ট জাইলসের অর্দ্ধেক লোক ঊর্ণাবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বর্ণ বস্ত্রাবিত সেণ্টজেমসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রিত হন।"

"ভাল, রামদয়াল! বালিকারা যেখানে একত্র বসিয়া আহার করে, বাবুরা কি সকলে সেই স্কুলের মাঠে কন্যার বয়স্যাদের সহিত আহার করিবেন?"

"না, তুমি বড় ঝগ্‌ড়াটে। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু সুশীলা আমাকে বলেছে যে, তারা স্বতন্ত্র আহার কর্‌তেই ভাল বাসে। দেখ সেই ডোমের মেয়েদেরও বোধাবোধ আছে। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে আস্‌তে চায় না, আমি প্রধান প্রচারকের বাটীতে তোমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর্‌লাম। তাঁর স্ত্রী অনুগ্রহ করে এই কর্ম্মের ভার লয়েছেন। কিন্তু আমি তোমার নিকট এমন অঙ্গীকার কর্‌তে পারি না, যে সকল নিমন্ত্রিতেরাই কেবল ব্রাহ্মণ হইবেন। কারণ সূর্য্য বাবু কাঁশারী, গণেশ বাবু বৈদ্য, এবং ত্রৈলোক্য বাবু"—

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ হাঁ, তা জানি। তবু তাঁরা শিক্ষিত ভদ্র লোক। আমরা খ্রীষ্টীয়ান, অন্যান্য প্রভেদে কিছু যাবে আস্‌বে না।"

"ভাল। প্রভেদ নাই বটে, তবু ডোমের মেয়েকে বিবাহ করতে হবে না। নাই কর্‌লে। সুশীলার তুল্য কন্যা জগতে নাই। তাঁকে আমি চাই।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে রামদয়াল আহ্লাদে লাফাইয়া গৃহহইতে বহির্গত হইলেন এবং বিবাহের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক জন মিঠাইকরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বিবাহের দিনে এগারটার সময় স্ত্রী পুরুষ ও অনাথ বিদ্যালয়ের বালিকারা সকলে প্রায় ষাটি জন লোক ক্ষুদ্র ভজনালয়ে সমবেত হইল। সমুদায় প্রস্তুত হইলে, আচার্য্য রামদয়ালকে আপনার ও সভাস্থ সকলের সমীপে দাঁড়াইতে বলিলেন। এই সময়ে আচার্য্যপত্নী কন্যাকে লইয়া গিয়া, বর কন্যাকে পাশাপাশী দাঁড় করাইয়া দিলেন। কন্যার বয়স্ প্রায় ষোল বৎসর; তিনি অতি বিনীত ও সুন্দরী। পরিধান একখানি শাটী। গাত্রে জরির কাজ করা একটী কসা প্লাটল বর্ণের জ্যাকেট ছিল। তাঁহার কেশ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, ও অতি প্রকৃষ্টরূপে বিনীত হইয়াছিল। রামদয়ালের কর্ম্ম কায ভাল ছিল। "কুমারীর পক্ষে অলঙ্কার, অথবা কন্যার পক্ষে পরিচ্ছদ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় না," যিনি এই কথা লিখিয়াছেন, রাম দয়াল আপনাকে তদপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ জ্ঞান না করিয়া, দেশের রীতি অনুসারে কতকগুলি স্বর্ণ অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছিলেন। সুশীলা প্রথমবার তাদৃশ অলঙ্কার পরিধান করিলেন। সেই অলঙ্কারগুলি তাঁহার অঙ্গে বিলক্ষণ সংলগ্ন হইল, এবং তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরো বর্দ্ধিত হইল। রামদয়াল সচরাচর যেমন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন,

তাহাই করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কেবল এক খানি কাশ্মীরী শাল ছিল। তাঁহার এক খুড়া ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অক্রোধ হইয়া, এই সময়ে বাৎসল্যচিহ্ন স্বরূপ সেই শালখানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বিবাহ সংস্কার অতি সহজ। আচার্য্য বর কন্যাকে দেশীয় ভাষায় সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ঈশ্বর ও এই সাক্ষী মণ্ডলীর সমীপে পরস্পরকে যাবজ্জীবন দম্পতি রূপে স্বীকার করিতেছ, ও মৃত্যু না হইলে, পরস্পর পৃথক্ বা অন্য কাহারো প্রতি আসক্ত হইবে না? তাঁহারা উভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আমরা এই রূপই করিব।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে দম্পতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর যাহাদিগকে একত্র করিলেন, দেখ যেন কোন মনুষ্য তাহাদিগকে পৃথক্ না করে।" তৎপরে বিবাহ সম্পর্কীয় একটী সঙ্গীত গান করা হইলে, আচার্য্য নবপরিণীত দম্পতীকে, 'ঈশ্বর তোমাদিগকে মঙ্গল ও রক্ষা করুন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করিলেন, 'হে ঈশ্বর! তুমি সর্ব্বসময়ে ইহাদিগকে রক্ষা কর; ইহাদের প্রেম বৃদ্ধি কর, এবং অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র রাখ। এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে সন্তান প্রদান কর, এবং তৎসহিত এমন সুমতি প্রদান কর, যেন ইহারা সেই সন্তানকে তোমার পথের পথিক করিবার উপযোগী শিক্ষা দেন। এই সমুদায় কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা এক খানি রেজিষ্টারি বহিতে স্বাক্ষর করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল অঙ্গীকার মুখে করা হইয়াছিল, ঐ রেজেষ্টারি বহিতে স্বাক্ষর করিয়া সেই সকল দৃঢ় করিলেন।

প্রসন্ন যে সকল কুৎসিত রীতিক্রমে আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন, মনে মনে তাহার সহিত এই বিশুদ্ধ পবিত্র বিবাহের তুলনা করিতে লাগিলেন। এই তুলনাতে খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের প্রতি

তাঁহার ভক্তি আরো বর্দ্ধিত হইল। তিনি দিন দিন উহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিবার নূতন নূতন বিষয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বর কন্যা ভজনালয় হইতে প্রচারকের বাটীতে যাইতেছেন, এমন সময় প্রসন্ন পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তির কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে কন্যা বয়ঃস্থা হইয়াছেন; আমাদের মধ্যে যেমন এক বা দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্কার হইয়া থাকে, ইহার আর তাহা আবশ্যক হইবে না।"

সেই ব্যক্তি বলিলেন, "না, কখনই নয়। আপনি জানেন, কিছু দিন হইল, রামদয়াল সেই ঘরটী লইয়া সাজাইয়াছেন। ভোজন হইবামাত্র তিনি সস্ত্রীক সেই ঘরে গমন করিবেন। দ্বিতীয় সংস্কারের আবশ্যক কি?"

"হাঁ, আমিও তাহাই ভাবিয়াছি; উহার আর আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহারা কি উহাতে একাকী বাস করিবেন? স্বামী কর্ম্মে যাইবার সময় কেবল স্ত্রীকে একাকিনী রাখিয়া যাইবেন?"

"একাকিনী থাকার কথা বলিতেছেন! অবশ্যই একাকিনী থাকিবেন। রামদয়ালের আত্মীয়বর্গ সকলেই হিন্দু, তিনি আর কাহার সঙ্গে থাকিবেন? আর তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিতেছেন! রামদয়াল যে আপনার প্রশ্ন শুনেন নাই, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; তাহা হইলে, তাঁহার সহিত আপনার সৌহৃদ্য থাকিত না।"

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন লজ্জিত হইয়া, ইহার কি উত্তর করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন, "হাঁ আমিও বিবেচনা করছি যে, একাকিনী সমুদায় কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করতে পারবেন না। আমাদের স্ত্রীদিগকে শ্বশ্রূর নিকট সহস্র সহস্র কাজ শিক্ষা করতে হয়, আপনি তা ভালই জানেন:

অতএব ভাবুন দেখি, বিবাহের দিনেই আমাদের অল্পবয়স্কা স্ত্রীদিগকে একটী বৃহৎ বাটীতে একাকিনী রেখে দিলেন! অধিক কি! এমন করলে তারা মরে যায়।"

"হাঁ! হতে পারে, কিন্তু সে কেবল তারা বালিকা বলেই হয়ে থাকে। আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে, যে ষোল বৎসরের যুবতী ও আট বৎসরের বালিকাতে অনেক প্রভেদ আছে।"

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ বটে, আমি ওকথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভাল, মহাশয়! দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মেয়েরা কি কেহই এত বয়স না হলে বিবাহ করেন না?"

"প্রায় নয়, কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে বিবাহ করেন। আর ইংরাজ স্ত্রীদিগের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার নিশ্চয় বোধ হতেছে, আচার্য্যপত্নী আপনাকে বলেছেন যে, তাঁরা ত্রিশ বা পঁচিশ বৎসর বয়সের ন্যূনে প্রায় বিবাহ করেন না।"

বিবাহের ভোজ উত্তমরূপে সম্পন্ন হইল। প্রায় চব্বিশ জন ভদ্রলোক বারাণ্ডায় আহার করিতে বসিলেন। তাঁহারা চিনের বাসনে আহার করিলেন বটে, কিন্তু দেশের রীতিক্রমে মেঝেতে আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া চামিচা ও কাঁটার পরিবর্ত্তে হাত দিয়া খাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা স্বতন্ত্র গৃহে আহার করিতে বসিলেন। অন্নের ব্যাপার, মাচ, মাংস ও নিরামিষে প্রায় ছয় সাতখানি ব্যঞ্জন হইয়াছিল। কাবাব বা কোপ্তা, কিছুই হয় নাই প্রথমে এই সমুদায় খাওয়া হইলে, শেষে ক্ষীর, দধি ও মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা ইউরোপীয় রীতিক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্র আহার করেন না শুনিলে, ইংরাজ পাঠকেরা চমৎকৃত হইবেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণ করিতে হইবে যে, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা জাতি-

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাল্যাবধি অভ্যস্ত সামাজিক নিয়ম সমুদায় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে হইবে। স্বামীরা একাকী হইলে, এখনই সস্ত্রীক হইয়া আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিক লোকের সাক্ষাতে স্ত্রী পুরুষে একত্র আহার তাঁহাদের স্বদেশের রীতিতে এরূপ কথাও কখন শ্রুত হয় নাই। পুরুষদিগের আহারের আধঘণ্টা পরে স্ত্রীদিগের আহার হইল। প্রচারকের স্ত্রী অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি সকলের প্রতি সমান আদর হইল কি না দেখিতে পারিবেন বলিয়া ঐ রূপ করিলেন। তিনি অতি সদাশয় স্ত্রীলোক ছিলেন। কোন ক্রমেই স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন না। সকলের হইলে, আমি আহার করিব, এই কথা বলিলেন। অবশেষে সমুদায় সম্পন্ন হইলে, কন্যা কোথায়, কেহ দেখিতে পাইলেন না। যাহা হউক, তিনি যেখানে গিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন হইল না। সুশীলা অবশ্য অনতিদূরবর্ত্তী অনাথ বিদ্যালয়ে গিয়াছেন, বলিয়া, একটী স্ত্রীলোক তথায় চলিলেন, এবং যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার সহিত কদলীপত্রে আহার করিয়া যেমন প্রীতি প্রাপ্ত হয়, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত স্বর্ণ পাত্রে আহার করিয়াও, সে রূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। আমার বোধ হয়, কন্যা ইহাই ভাবিয়াছেন।" ফলতঃ এই প্রবাদটী অন্বর্থ হইল। কারণ সেই স্ত্রীলোকটী যেখানে অনাথ বিদ্যালয়ের বালিকারা কদলীপত্রে আহার করিতেছিল, তন্মধ্যে সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ বালিকারা যে স্বতন্ত্র আহার করিতে চাহিলেন, তাহা উত্তম হইয়াছিল। ইহাতে উভয় দলই সুখী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বালিকাদেরই অধিকতর আনন্দ হইল। সুশীলা স্বয়ং আহার করিতে বসেন নাই। তিনি কেবল তাহাদের

আমোদ দেখিতেছিলেন। এই তাঁহার স্বভাব! তাঁহার আকারে বিলক্ষণ গৃহিণীভাব লক্ষিত হইল। যে স্ত্রীলোকটী তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। সুশীলার এরূপ ভাব স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

কতিপয় ঘণ্টা পরে বর কন্যা স্বগৃহে গমন করিলেন। রামদয়াল সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয়তমে! ঈশ্বর যেন এই গৃহ তাঁহার মন্দিরস্বরূপ করিয়া আমাদের সহিত বাস করেন, এই বলিয়া জানুপাতনপূর্ব্বক ঈশ্বর সমীপে, এস, আমরা প্রার্থনা করি।"

সুশীলা বলিলেন, "এই প্রার্থনা কর যে, যে পর্য্যন্ত আমরা তৎসন্নিধানে গমন না করি, ও তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিমিত্ত যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই স্বর্গীয় গৃহে বাস না করি, সেই পর্য্যন্ত তিনি যেন আমাদের সহিত বাস করেন।" অনন্তর সেই দূরগামী পর্য্যটকেরা, কিছুকাল বাস করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে সুখময় গৃহনীড় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যেন তাঁহাদের মঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত জানুপাতন পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিলেন;—"হে ঈশ্বর! তুমি আমাদের এই গৃহ পবিত্র আলোকে আলোকিত, বিশুদ্ধ আনন্দে আনন্দিত, ও অকপট প্রেমে প্রেমময় কর। অধিকন্তু এই গৃহ যেন খ্রীষ্টের অনুপম প্রেমদ্বারা ক্রীত সৌন্দর্য্যময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধামের পূর্ণ রেখাঙ্কিত ছায়াস্বরূপ প্রতিভাত হয়।"

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসন্নের পিতৃগৃহে কি কি ঘটনা ঘটিল, তাহা এক্ষণে পুনরায় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নদীতীরে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়া-

ছিল, তাহা শুনিয়া, পরিবারের মধ্যে অনেকের মনে যে ভয় ও ত্রাস হইল, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমানেই উত্তম বুঝা যাইতে পারে। কামিনী অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধব্য ব্রত অবলম্বন করিবেন কি না, প্রথমতঃ এই প্রশ্ন উঠিল। পিতামহী সিদ্ধান্ত করিলেন, যে কামিনী বিধবা হন নাই। তিনি বলিলেন, "এই ভয়ানক রাত্রি অতীত হইলে, সূর্য্য যেমন নিশ্চয় উদিত হইবেন, সেইরূপ কামিনীও নিশ্চয় পুনরায় পতি প্রাপ্ত হইবেন।" কামিনীও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। মায়াবী যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে ছিল এখনো সেই তেত্রিশ দিন গত হয় নাই। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! তিনি উহাতে নিরাশ হইলেন। সেই মায়াবিকে আর দেখিতে পাইলেন না। যদি কামিনী কখন স্বামী প্রাপ্ত হন, তাহা তাহার দৈববলে হইবে না।

পরিবারবর্গ সূর্য্যের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সূর্য্যের দুশ্চরিত্রের বিষয় সমুদায় অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রোধই হইত। পিতামহী সকল অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও বলিলেন না। পরিবারবর্গ নিরপরাধী, নির্লিপ্ত প্রসন্নের প্রতিই বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ানের কোন অনিষ্ট করা, বা তাঁহাকে ভ্রমাত্মক মঙ হইতে নিবর্ত্তিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা বলিলেন, শয়তান উহাকে আশ্রয় দেয়। হিন্দুরা কি চিকিৎসালয়, কি অনাথশালা, কি কোন প্রকারের আশ্রয়বাটী সকলেরই প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। সূর্য্য ভয়ানক উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সাবধানে তাঁহার চিকিৎসার আবশ্যক হইলেও, পরিবারবর্গ আপনাদের আবাস বাটীতে যত দূর হইল, তদপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্ট স্থানে তাঁহাকে রুদ্ধ রাখিতে চাহিলেন না

প্রথমতঃ তাঁহারা তাঁহাকে রুদ্ধ করা, নিষ্ঠুর কার্য্য বিবেচনা করিলেন। অবশেষে সূর্য্য আপন মাতাকে প্রহার করিলে ও বালিকা কন্যাকে জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রসন্নকে যে গৃহে রুদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই ঘরটী যেরূপ নিরাপদ ছিল, বাটীর অন্য গৃহ সেরূপ নিরাপদ নয়! অতএব সূর্য্য আপনার খ্রীষ্টীয় ভ্রাতার নিমিত্ত স্বহস্তে যে গৃহে গরাদা, হুড়কা ও পেরেক বদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি সেই গৃহেই রুদ্ধ হইলেন।

তাঁহার উন্মত্ততা সর্ব্বদা ভয়ানক হইত না। তিনি ঘরের অন্ধকারময় এক কোণে বসিয়া, দেয়ালের দিকে চাহিয়া শাপ দিতেন, ও মন্ত্র পড়িতেন, এবং কখন কখন কোন অলক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেন। তাঁহার জন্য এক জন চাকর নিযুক্ত হইল। সে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিত, তাঁহাকে সময় মত আহার দিত। এবং সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া তাঁহার ঘরেই বাস করিত। সূর্য্য অন্ধকারে থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ প্রথম প্রথম সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রায় চিনিতে পারিতেন না। সুতরাং অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা এমন ক্লেশকর হইয়া উঠিল, যে তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিলেন।

মহেন্দ্র তীর্থ ভ্রমণ করিতে স্বয়ং অত্যন্ত উৎসুক হইলেন; কেবল মাতার বিশেষ অনুরোধে তৎকালে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। মাতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র! তোমার অধিকতর ভক্তি সহকারে পূজা অর্চ্চনাদি করিবার জন্য ছয় মাস পুত্রকে এই দুরবস্থায় এবং আমাকেও ও তোমার স্ত্রীকে ভ্রাতার বাটীতে রাখিয়া, যাওয়া কি উচিত?" যাহা হউক মহেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা

পরিবার মধ্যে যে পাপ স্পর্শ হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রসন্ন এই সমুদায় দুর্ঘটনার কারণ ছিলেন বলিয়া, পরিবারের মধ্যে কেহই তাঁহার নাম করিতেন না। তাঁহারা তাঁহার বাপ্তাইজিত হইবার বার্ত্তা অতি উদাসীন ভাবে শ্রবণ করিলেন। পুনরুদ্ধারের বিষয়ে একটী কথাও কহিলেন না। মহেন্দ্র বলিলেন, "সেই আমাদের এই দুঃখ ও অপমানের মূল কারণ, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে আমরা দুঃখিত হইব কেন? সে এখন আর আমাদের সন্তান নহে। সে জাতিভ্রষ্ট খ্রীষ্টীয়ান কুক্কুরবৎ।"

স্ত্রীলোকেরা এখন প্রত্যেকেই গৃহকর্ম্ম ও অবশিষ্ট সময় নিদ্রা বা কোন চিন্তায় ক্ষেপণ করিয়া, নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী ও নিস্তারিণী প্রায় সমস্ত দিনই নিদ্রা যাইতেন। সৌদামিনী উৎকণ্ঠা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত, এবং নিস্তারিণী বাটীতে কোন গোলযোগ না থাকা প্রযুক্ত আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া, ঘুমাইতেন। নিস্তারিণী গোলযোগ ভাল বাসিতেন, সুতরাং বাটীর গোলোযোগ দূর হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার কোন বিশেষ দুঃখ হয় নাই, ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সৌদামিনী ও কামিনী আপনাদের সুখ-সৌভাগ্য একেবারেই অতীত হইয়াছে, বোধ করিলেন। কামিনী প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা আপনার ঘরে বসিয়া প্রসন্ন যে দিন প্রাতঃকালে বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তৎকাল অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা হইয়াছিল, মনে মনে সেই সকল আন্দোলন করিতেন! এই সময়টি দুঃখে তাঁহার দীর্ঘতর বোধ হইত। তিনি আর স্বামী পাইবেন না বলিয়া ভীত হইলেন! সেই চিরবাঞ্ছিত তেত্রিশ দিন গত হইল; কিন্তু মায়াবী আর দেখা

দিল না। তিনি শীঘ্রই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। হিন্দু ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরাগ থাকিলেও, স্বামিগৃহীত ধর্ম্মের বিষয় অধিক জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! আমার দুঃখের আর অবধি নাই। আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত।"

পরিবার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার হইয়া গেল, সেই বিষয়ে বৃদ্ধা পিতামহীও অত্যন্ত চিন্তা করিলেন; কিন্তু কামিনীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব ছিল। প্রসন্নের অভীষ্ট ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি, ও অবশেষে ঈশ্বর আমাকে শত্রুহস্তহইতে মুক্ত করিবেন, ঈদৃশ বিশ্বাস, সূর্য্যের দুষ্টকল্পনা ও তৎসমুদায়ের নিষ্ফলতা, প্রসন্ন কেমন নিরাপদে আচার্য্যের নিকটে পৌঁছিলেন, সূর্য্য আপন সহোদরের নিমিত্ত যে গৃহ প্রস্তুত করিলেন, এখন তিনিই তাহাতে শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া রহিলেন, এবং প্রসন্নের ঈশ্বর নিশ্চয়ই সত্য; তিনি এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এত কাল ধর্ম্মপুস্তকের যে অন্তভাগ খানি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই খানি সযত্নে রক্ষা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা ঐ পুস্তক পাঠ করিতে ও খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম অধিক জানিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু স্বয়ং পড়িতে জানিতেন না। এবং আপনার প্রতি পরিবার-বর্গের নূতন সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় অন্য কাহাকেও উহা আপনার নিকটে পাঠ করিতে বলিতে সাহস করিতেন না। বিশেষতঃ অন্য লোকে পাঠ করিতে পারিলেও পড়িত না, সুতরাং তিনি এই সকল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন।

কিছু কাল এই রূপ চলিতেছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনায় পরিবারের শান্তি ভঙ্গ হইল।

গঙ্গাতীরে সেই শোচনীয় ঘটনা হইবার প্রায় দুই মাস পরে এক দিন রাত্রিতে সূর্য্যের রক্ষক ভৃত্য, সূর্য্য যে গৃহে রুদ্ধ ছিলেন,

সেই গৃহের মধ্যহইতে এক ভয়ানক চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হইল। সে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বয়ং ঘরের ভিতরে গিয়া সূর্য্যকে নিদ্রিত দেখিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। কিছু কাল হইল, সূর্য্য অনেক দম্য হইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহার জ্ঞান লাভের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন, তাঁহার পিতা এমন আশা করিতে লাগিলেন। ভৃত্য এই সকল বৃত্তান্ত জানিত, সুতরাং হঠাৎ তাদৃশ চীৎকার শব্দ শুনিয়া, অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। এবং উপধর্ম্মে সাতিশয় বিশ্বাস থাকাতে সূর্য্যকে ভূতে পাইয়াছে বিবেচনা করিল। চীৎকার শব্দ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভৃত্য অত্যন্ত ভীত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া ঘরের চাবি লইয়া পলায়ন করিল। পরিবারবর্গ শীঘ্রই দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চাবির নিমিত্ত চাকরকে ডাকিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাইলেন না। বাহিরের গরাদা ভাঙ্গিতে অনেক ক্ষণ বিলম্ব হইল। অনন্তর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য সূর্য্য চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া আপনার চুল ছিঁড়িতেছেন এবং জ্বালায় ছট ফট্ করিতেছেন।

তাঁহারা প্রথমতঃ উহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর চন্দ্রকুমার শীঘ্র জল আনিতে বলিলেন; আনীত হইলে, তাঁহারা সূর্য্যের গাত্রে ঢালিয়া দিলেন, ঢালাতে তাঁহার আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, মহেন্দ্র পুত্র-সমভিব্যাহারে সূর্য্যের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি ভূমিতে মৃত পড়িয়া আছেন। তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সূর্য্য ন্যায়পরায়ণ বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট দণ্ডাজ্ঞা শুনিতে গিয়াছিলেন,—এই "অনুপযোগী দাসকে

বহিঃস্থ অন্ধকারে ফেলিয়া দেও।" সূর্য্য ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময়ে কুলুঙ্গি হইতে তৈল সমেত প্রদীপ পতিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়াছিল। সূর্য্য যে আলোক না হইলে থাকিতে পারিতেন না, সেই আলোকই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

পরিবারবর্গ প্রসন্নের নিমিত্ত যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, এই ঘটনাতে তদপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইলেন। বৃদ্ধা পিতামহী সূর্য্যের মৃত্যুর বিষয় অধিক কাল ভাবিলেন। তিনি নবদ্বারা পত্র লিখাইয়া প্রসন্নকে এই সম্বাদ জানাইলেন। সৌদামিনী ভয়াকুল চিত্তে আসন্ন ক্লেশকর জীবনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধা সান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

সূর্য্যের শ্রাদ্ধাদি উত্তমরূপে সম্পাদিত হইল। পিতা তাহাকে অতি ধার্ম্মিক হিন্দু বলিয়া জানিতেন। কিন্তু গত দুই মাস যাহা যাহা হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। যদি কোন সময়ে মনে উদয় হইত, তবে প্রসন্নেরই প্রতি সমুদায় দোষ অর্পণ করিয়া, তাঁহারই বিদ্বেষ ও ক্রোধে সূর্য্য বিনষ্ট হইলেন, এই কথা বলিতেন।

ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সমাপ্ত হইল, এই সময়ে আপনাদের বাটীতে যাওয়া উত্তম কল্প, মহেন্দ্র পরিবারদিগকে এই কথা বলিলেন। তাঁহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, "আমরা অনেক দিন ভ্রাতার বাটীতে রহিয়াছি, এখানে আমাদিগকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। এখান হইতে যাইতে পারিলেই, আমরা সুখী হই।" অনন্তর তাঁহারা সকলে আপনাদের বাটীতে গমন করিলেন। প্রসন্ন যে আচার্য্যের বাস-ভূমিতে বাস করিতেন, উহা সেখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। বাঙ্গালিদের বাটীতে কোন একটী শোক উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ

অত্যন্ত গোলযোগ হইয়া থাকে, কিন্তু কিছু দিন পরে তাহা সকলই বিস্মৃত হইয়া যান। মহেন্দ্রের পরিবারবর্গ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা যে কিছু কাল পূর্ব্বে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন অনুভব করিতে পারিত না।

প্রসন্ন খ্রীষ্টীয়ান হওয়াতে যে পাপ হইয়াছিল, মহেন্দ্র অবশেষে কাশীযাত্রা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও বংশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে মানস করিলেন। তাঁহার মাতা ও পত্নী তাঁহাকে অনেক নিবারণ করিলেন, কিন্তু তিনি একেবারেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে বিলম্ব করিলে, আর যাওয়া হইবে না। আমার কাশী দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে, সূর্য্য মরিয়া গেলেন, আমারও আর অধিক বিলম্ব নাই; চন্দ্রকুমার ও নবকুমারের বাটীর কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করা উচিত।" তাঁহার গমনকালে পরিবারবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। "দেবতারা তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন," বলিয়া, মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কি প্রকারে বাটীর কর্তৃত্ব করিতে হইবে, পুত্রদিগকে তৎসমুদায় উপদেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে রোদন করিতে করিতে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেন। চন্দ্র ও নব গঙ্গার পশ্চিম পারস্থিত রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত পিতার সহিত গেলেন, এবং তাঁহাকে নিরাপদে যাত্রা করিতে দেখিলেন। তাঁহারা দুই সহোদরেই একবাক্য হইয়া কহিলেন, "প্রসন্ন অতি নিষ্ঠুর, সেই আমাদের এই বিচ্ছেদের কারণ। ইহাতে পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।" এক পক্ষ পরেই নবকুমার পিতার এক পত্র পাইলেন। উহাতে সকলের যার পর নাই আনন্দ হইল। পত্রে এই লিখিত ছিল;—

"শ্রীমহেন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমিদং।

বৎস! আমি পিতা শিবসমীপে প্রাত্যহিক পূজার সময় তোমাদের মঙ্গল ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছি। বোধ হয়, আমার পরিবারবর্গের সকলেই কায়িক ও মানসিক কুশলী আছেন। প্রিয়তম নবকুমার! আমি কাশীতে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকার তীর্থযাত্রা সুখভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মন কলিকাতায় তোমাদের নিকট রহিয়াছে। শিব না করুন; তোমরা পীড়িত হইলে, আমার বন্ধু ডাক্তার কমল দত্তকে ডাকাইয়া আনিও। তাঁহাকে বলিও, তিনি উত্তম রূপে তোমাদিগকে চিকিৎসা করিলে, আমি ব্যয় কাতর হইব না। তিনি আমার নিকট বিল পাঠাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ টাকা দিব। নব! আমার বোধ হয়, কাশীতে আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তোমরা তাহা বিস্মৃত হও নাই। তোমাদের উত্তমরূপ মনে থাকিবে বলিয়া, আমি তৎসমুদায় পুনরায় বলিতেছি। রৌদ্রে বেড়াইও না। কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইলে, সরকারকে গাড়ি বা পাল্কী আনিয়া দিতে বলিও। কাহারও সহিত বিবাদ করিও না! বিশেষতঃ তোমার কালেজের বন্ধুগণের সহিত প্রণয় রাখিও। কুসংসর্গে যাইও না। চাকরদিগকে মিষ্ট কথা বলিও; তাহাদের প্রতি কখন কর্কশ বা রুক্ষ ব্যবহার করিও না। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রজা ও ভৃত্যদিগের প্রতি সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

"অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িও না। এগারটার পরেই শয়ন করিও। বৎস! সেই মোহনকারক বাইবেল পাঠ করিও না। কোন খ্রীষ্টানি পুস্তক পাঠ বা কোন খ্রীষ্টানের সংসর্গ করিও না। বিশেষতঃ যে ধর্ম্মভ্রষ্টের নিমিত্ত আমি গৃহ, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার সহিত আলাপ করিও না।

"সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিয়া, তোমার ও বাটীর সমুদায় সমাচার জানাইও। মাসের মধ্যে এক বার কালীঘাটে যাইও। প্রত্যহ সায়ংকালে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করিও। বিনীত ও সহিষ্ণু হইও। হঠাৎ রাগ করিও না। সহসা কোন কর্ম্ম করিও না। কোথাও যাইবার পূর্ব্বে কালী নাম জপ করিও। তিনি তোমার মঙ্গল ও উন্নতি করিবেন। বৎস! এই কথাগুলি তোমার পিতার নিকট হইতে উক্ত হইল; ইহা স্মরণ রাখিও, আমি তোমার ঈশ্বর তুল্য। তুমি আমার কথাগুলিকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া মনোরূপ গলদেশে পরিধান করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিও। সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট কোথায়? সে কখনও তোমাকে পত্র লেখে? লিখিলে কখনও তাহাকে উত্তর দিওনা। পাদরি তাহাকে কি কোন কর্ম্ম দিয়াছে? তাহার এক্ষণে কিরূপে প্রতিপালন হয়? সে কি সাহেবি নাম গ্রহণ করিয়াছে? তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না। সে আমার পুত্র, ও তোমাদের ভ্রাতা, ইহা ভুলিয়া যাও। সে বাপ্তাইজিত হওয়াতে, জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। সে যে আমার পুত্র, এ কথা জগতে কাহারও নিকট বলিবার তাহার অধিকার নাই। তোমাদের মন হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া, সে মরিয়াছে, এমন বিবেচনা কর। আমি ভট্টাচার্য্যদিগের পরামর্শানুসারে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। সে এক্ষণে আমার পক্ষে মরিয়া গিয়াছে। যে আমাকে জজ সাহেবের আদালতে গত ছয় বৎসর কষ্ট দিয়াছে, আমার সেই প্রতিবাসী কেমন আছে? সে পুনরায় আর কিছু করিতে চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইও; তাহাকে বলিও, যদিও আমি বারাণসীতে আছি, কিন্তু এখনও বেঁচে। কলিকাতায় যাইতে পাঁচ দিনের অধিক হইবে না। তাহাকে ভয় করিও না। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় সাহসহীন, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাহার কথাই সর্ব্বস্ব।

সে কথাতে পৃথিবীর সমুদায় রাজাকে জয় করে; সাহসী যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেলে ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দেশ নষ্ট করে। কিন্তু মুখেই সমুদায়, কাযে কিছুই নয়। অতএব তুমি তাহার জন্য ভয় পাইও না।

"এক্ষণে আমি পত্র শেষ করি। আমাকে ভট্টাচার্য্যের সহিত বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইতে হইবে। তিনি আসিয়া, আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বাটী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তদনুসারে এই পবিত্র তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। রেলওয়ে ও ডাকের বন্দোবস্ত অনুসারে আমি ছয় দিনে এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে আমার কোন বিপদ্ বা ক্লেশ হয় নাই। এই নিরাপদ ও শীঘ্র গমনের নিমিত্ত, আমি ইংরাজ রাজশাসনকে অবশ্য ধন্যবাদ করি, কাশীতে পৌঁছিয়া, যেন স্বর্গপুরীতে আসিয়াছি বোধ করিয়া, একেবারে মোহিত হইলাম। আহা! এই নগর কেমন সুন্দর! ইহা নানা প্রকার অসঙ্খ্য মন্দিরে সুশোভিত। সর্ব্ব জাতীয়, সর্ব্ব দেশীয় ও সর্ব্ব স্থানীয় লোক এখানে বাস করিতেছে। এই সকল পুণ্যাত্মা যাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে এখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদা বাবা বিশ্বেশ্বরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া, নিয়ত তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং কেহ কেহ বোম্ বোম্ মহাদেব বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বাবার নাম করিতেছেন। সহস্র সহস্র যাত্রী প্রত্যহ হরিবোল হরিবোল বোম্ মহাদেব বোম্ মহাদেব বলিতে বলিতে পতিতপাবনী গঙ্গাতে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। ধনবান্ যাত্রীরা পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে আহার ও বস্ত্র দিয়া, সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন। নব! এই স্থান যথার্থই তীর্থ। মহাদেব যথার্থই

এখানে বাস করেন। যাঁহারা প্রত্যহ বাবা বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও পূজা করিয়া, এই স্থানে জীবন ক্ষেপণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপাতে এখানে সকলেই অরোগী আছেন। বৎস! আমি তোমাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি। বাবা বিশ্বেশ্বর তোমার সকল কার্য্যেই মঙ্গল করিবেন, ও তোমাকে চিরকাল সুখী রাখিবেন। আমার বন্ধুদিগকে এই পত্রের সম্বাদ সমুদায় জানাইও। ইতি।"

মহেন্দ্র এই রূপেই সমুদায় পত্র লিখিতেন। তাঁহার পুত্রেরাও নিয়মিতরূপে উত্তর দিতেন। তাঁহার পরিবারেরা তিন মাস এক প্রকারেই যাপন করিলেন। কালেজে যাওয়া, ও কদাচিৎ কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত, চন্দ্র ও নব প্রায় গৃহ পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের বংশে যে ভয়ানক দুর্নাম হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রাচীন বান্ধবেরা তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সহিত আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত আত্মীয়তা করিতেন না। যুবকেরা কখন কখন প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। কিন্তু পাছে পিতা বিরক্ত হন, এই ভয়ে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা পিতামহী দিন দিন অধিক বৃদ্ধ হইতেছিলেন। তিনি আপনার প্রিয়তম প্রসন্নকে পুনরায় দেখিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করিতেন। কিন্তু মহেন্দ্র গমন কালে যে পর্য্যন্ত আপনি গৃহে না আসিবেন, সে পর্য্যন্ত বাটীর স্ত্রীলোকেরা বাহির হইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া গিয়াছিলেন।

সৌদামিনী এতাবৎকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন! তিনি বাটীর জ্যেষ্ঠ বধু হওয়াতে, অন্যান্য বধু অপেক্ষা তাঁহার

প্রতি অত্যন্ত সম্মানপূর্ব্বক ব্যবহার করা হইত। ইহাতে তিনি স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া, দ্বিগুণ ব্যথিত হইতেন। বৃদ্ধ পিতামহীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, শাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি যে সকল নিয়ম আছে, তিনি তৎসমুদায় যথাযথ প্রতিপালন করেন। কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যে পতি যতই কেন পাপ করুন না, স্ত্রী আপনার শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিয়া, হিন্দুমতানুযায়ী স্বর্গে তাঁহার নিমিত্ত মহত্তর মঙ্গল ও সম্মান লাভ করিতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে ঈদৃশ ভাব ছিল, যে সূর্য্যের আত্মার উন্নতির নিমিত্ত যাহা কিছু করা যাইতে পারে, করা উচিত। কারণ তিনি ভাবিতেন, অন্যান্য পৌত্রের ন্যায় সূর্য্য কি আমার পৌত্র নহে?

হিন্দুবিধবাদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা ভূমি ব্যতীত আর কিছুতেই শয়ন করিতে পারেন না। দিনের মধ্যে একবার সামান্য নিরামিষ আহার করিতে পান, মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ। প্রতি একাদশীতে তাঁহাদিগকে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। এক খানিও অলঙ্কার পরিধান করিবার বিধি নাই। তাঁহাদিগকে মোটা শাদা কাপড় পরিতে হয়। কেশ বিন্যাস বা সিন্দুর পরিবার বিধি নাই। কেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার পরিধান, হিন্দু মহিলাগণের বিলাসের বিষয়; সুতরাং সৌদামিনী ইহাতে বঞ্চিত হওয়াতে যে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি যুবতী ছিলেন, তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র; সুতরাং হঠাৎ ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে তাঁহার অধিকতর দুঃখ হইল। তাহার দিদি শাশুড়ী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। কামিনী বলিলেন, "দিদি, তুমি নিজে কোন সুখভোগ করতে পাচ্ছ না বটে, কিন্তু এতে স্বামীর উপকার

হচ্ছে, তা ভেবেও তোমার ধৈর্য্য ধরা উচিত।" সৌদামিনীর স্বভাব অতি সৎ ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তৎসমুদায় সহ্য করিতে চেষ্টা করিলেন।

কামিনী ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি উহাতে শান্তি প্রাপ্ত হইতেন না। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পূজা করিতেন বটে, কিন্তু উহার প্রতি দিন দিন তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। আমি যাহা করিলাম, তাহাতে আমার কোন উপকার হইল কি না, প্রত্যহ দিবাবসানে তিনি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু কিছুই উপকার হইল না বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। কিন্তু কোথায় উত্তম ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কখন নবের নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিলে, "স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্যেই মনোনিবেশ করা উচিত, নূতন ধর্ম্মানুসন্ধান করা উচিত নহে। সকল ধর্ম্মেই কোন না কোন প্রকার দোষ আছে। আমার বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মও দোষশূন্য নহে," এই বলিয়া তিনি উহা উড়াইয়া দিতেন।

এক দিন সকালে কামিনী ও নিস্তারিণী মধ্যাহ্নের আহারের পর গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া উপরে আসিলে, কামিনী বলিলেন,

"দিদি, দেখ, এখন আমাদের কোন কাজ নাই; তুমি যদি বল, আমি শিশুশিক্ষা আনি, তোমাকে বর্ণপরিচয় করাই।"

নিস্তারিণী এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কি আমাদের পড়্‌তে শিখাবে! সেকেলে লোকে বলেন যে, আমরা পড়্‌তে শিখ্‌লে, বিধবা হব।"

কামিনী কহিলেন, "কি, তুমি ও কথা বিশ্বাস কর? আমার বাপের বাড়ীতে বালিকাবিদ্যালয় আছে; তুমি কি বিবেচনা কর যে, যারা সেখানে পড়ে, তারা সকলেই বিধবা হবে? আমরা যাদের

জানি, তাদের কেন দেখ না। কার্ত্তিক বাবুর স্ত্রী উত্তম লিখ্‌তে পড়্‌তে পারেন; তিনি কি বিধবা হয়েছেন?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু কি ঘট্‌বে, আমরা বল্‌তে পারি না। আমরা বিধবা না হতে পারি, কিন্তু যদি খ্রীষ্টান হয়ে পড়ি, কি হবে?"

কামিনী বিনীতভাবে কহিলেন, "খ্রীষ্টানের কথা বল্লে! জগতে খ্রীষ্টানদের চেয়েও মন্দ লোক থাক্‌তে পারে।"

নিস্তারিণী এই কথা শুনিয়া একবারে আগুণ হয়ে উঠিলেন।

"কামিনী, সে দিন আমাদের বাড়ীতে এত কাণ্ড হবার পরও, তুমি আবার খ্রীষ্টানদের ভাল বল! কর্ত্তা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?"

কামিনী নিস্তারিণীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং সত্বর ঐ বিষয় পরিবর্ত্ত করিয়া বলিলেন, "না, না, আমি যে আপনি খ্রীষ্টান হব, এমন কথা বলি নাই। আমি ভাই, তোমার কাছে হাত যোড় করি, তুমি ও কথা ছেড়ে দেও। তুমি জান, ভোলানাথ বাবুর বাড়ির বউরা সূচিকর্ম্ম শিখ্‌ছেন।"

কিছু কাল হইতে কামিনী খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু নিস্তারিণীর তাদৃশ ভাবে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, স্বমতানুসারে কোন বাদানুবাদ করিতে পারিলেন না।

নিস্তারিণী কহিলেন, "সূচের কর্ম্ম! হাঁ, ও আমাদের কায বটে। আমার বোধ হয়, ও কাজ শিখ্‌লে আমরা খ্রীষ্টান হব না; কামিনী কে তাদের শেখায়?"

"কেন, কাজ জানে এমন এক জন লোকের সঙ্গে তাঁদের গোয়ালিনীর এক বন্ধুর আলাপ আছে; সে এক দিন তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিল। তাঁরা ওর কায দেখে, এমনি সন্তুষ্ট হলেন যে

আপনাদের কাজ শেখাবার জন্য, মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবেন বলে, তাকে রেখেছেন।”

এমন সময়ে সৌদামিনী আসিয়া, তাঁহারা কি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিস্তারিণী কহিলেন, “আমরা কায শেখ্‌বার কথা বল্‌ছি। কর্ত্তা বাড়ীতে এলে, ভোলানাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে, তাঁদের মেয়েরা কেমন কায শিখেছে, আমি দেখ্‌তে যাব।”

এই সুযোগে কামিনী বিদ্রূপ ভাবে বলিলেন, “হাঁ, আর নূতন বউটী কেমন, তার গয়নাগুলি কেমন, তাও দেখ্‌তে হবে।”

আপনার বালকতা প্রকাশ হওয়াতে, নিস্তারিণী কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আমি সেই জন্যে যেতে চাই, যদি তুমি এমন ভেবে থাক, ত সে ভুল। আমার এমন ইচ্ছা নেই, তোমার ইচ্ছা আছে কি না, জান্‌বার জন্য বল্লেম। আমি যাব না, তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, একলা যাও।”

তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে সৌদামিনীর স্বভাব অতি সৎ ছিল। তিনি সচরাচর বিবাদ ভঞ্জন করিতেন; এখন নিস্তারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “নিস্তারিণী, তুমি হঠাৎ এত রাগ করো না। তুমি ভাই দেশলাইর মত শিগ্‌গীর জ্বলে ওঠ। আমি গয়না দেখ্‌তে চাই না, আমি ত আর তা পর্‌তে পার্‌ব না। আর তুমি জান, যে পর্য্যন্ত কামিনীর স্বামী গিয়েছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁকে আর বাড়ীর বার হতে দেওয়া হয় না; তুমিই কেবল যেতে পার।”

সৌদামিনী নিস্তারিণীকে দেশলাইর সহিত তুলনা দেওয়াতে, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার যেমন শীঘ্র ক্রোধ হয়, তেমনি শীঘ্র উহা চলিয়া যায়। এই বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, “ভাল, আমি সেই রূপ হলেও হতে পারি। নূতন বউটী কাল কি সুন্দর, তার

চক্ষু দুটী কেমন, তার স্বভাব ভাল কি মন্দ, আমি তাই দেখে এসে তোমাদের বল্‌ব।” এই রূপে সেই দিনের কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

চারি মাস পরে মহেন্দ্র বাবু বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরিবারবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সর্ব্ব প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ চলিতে লাগিল। “আমাদের যত দুর্ভাগ্য ঘটেছে, বোধ হয় মরণকাল পর্য্যন্ত তাই যথেষ্ট। সুতরাং শেষ দশা সুখে কাটান উচিত,” তাঁহার স্ত্রী এই কথা বলিলেন।

এই সময়ে সূর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আট বৎসর বয়স হওয়াতে, তাহার উপনয়নের কাল উপস্থিত হইল। সৌদামিনী বিবেচনা করিলেন, সেই সময় অপেক্ষা উপনয়নের আর উৎকৃষ্ট সময় হইতে পারিবে না। তদনুসারেই কার্য্য হইল। মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং উপনয়ন দিতে মানস করিলেন!

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গোপালকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে মহেন্দ্র বাবু অনেক মন্ত্র পাঠ করিয়া পৌত্রকে একটী নূতন ছত্র, এক যোড়া খড়ম, এক গাছি নূতন বেণুযষ্টি এবং এক যোড়া নূতন বস্ত্র দিলেন। অনন্তর তাহার গলায় কুশ ও কৃষ্ণসার চর্ম্ম সংযুক্ত পৈতা পরাইয়া দেওয়া হইল। উপনয়নের পর গোপাল তিন দিন একাকী এক ঘরে রহিল। এই সময় কোন প্রকারেই শূদ্রজাতির মুখ ও সূর্য্যদর্শন করিতে নাই। তিন দিন পরে, সে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে গিয়া, তিন দিন পূর্ব্বে যে সাতটী দ্রব্য পাইয়াছিল, তৎসমুদায় লইয়া গঙ্গাতে দণ্ড ভাসাইল, এবং স্নানের পর এক যোড়া নূতন বস্ত্র ও একটী নূতন পৈতা প্রাপ্ত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল। তদবধি সে

ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইল। মহা সমারোহে ভোজ দেওয়া হইলে, উপনয়নক্রিয়া সমাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে অনেক অর্থ ব্যয় হইলেও, মহেন্দ্র বাবু এই সামান্য ক্রিয়াতে পাঁচ শত টাকার অধিক ব্যয় করিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দুর্ঘটনায় হিন্দু মতানুসারে তাঁহার মানের লাঘব হইলেও যে তাহার ধনের হ্রাস হয় নাই, ইহা সপ্রমাণ করাই ঈদৃশ অনর্থ ব্যয়ের মূল কারণ ছিল।

—০০—

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপনয়ন সংস্কারের সময়ে, কামিনীর অন্তঃকরণ দুঃখিত হইল। পতি বিরহই তাঁহার দুঃখের প্রধান কারণ। বিশেষতঃ তিনি যেরূপে পতিবিরহিতা হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতেন, "পরিবারবর্গ তাঁহাকে যেমন মৃতজ্ঞান করিয়া নদী তীরে লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার মৃত্যু হওয়াই বরং ভাল। জাতিভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা, আমার স্বামী কালকবলে পতিত হইলে, অনেকাংশে উত্তম হইত। তাহা হইলে, আমি পতিব্রতা বিধবার ন্যায় শোক ও পরিতাপ করিতে পারিতাম" ফলতঃ এক্ষণে প্রকাশ্যরূপে তাহার পরিতাপ করিবার সুযোগ ছিল না; মনের দুঃখ মনেই থাকিত। প্রসন্নের প্রত্যাগমন প্রত্যাশা বৃথা হইলেও তিনি মনে মনে এই আশা করিতেন, "আমি কঠোর তপস্যায় কোন প্রকারে পতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ও তদ্দ্বারা দেবতাদের ক্রোধ শান্তি করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব।" এই আশাতে, ও কথঞ্চিৎ দুঃখ শান্তি করিবার নিমিত্তে, তিনি হিন্দুধর্ম্মোক্ত ব্রতাদিতে দ্বিগুণতর মনোনিবেশ করিলেন। প্রত্যহ অধিককাল পূজা করেন, এবং এত উপবাস করিতে লাগিলেন যে,

ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া পড়িল। কামিনী কেবল স্বয়ং এই রূপ ব্রতাদি করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আপনার পতি-ভগিনী বালিকা হেমলতাকেও মিষ্ট বাক্যে তৎসমুদায় শিখাইতে লাগিলেন। হেমলতা অতি চঞ্চল ও প্রফুল্লচিত্ত বালিকা ছিল। পুনঃ পুনঃ এই রূপ অনেক পূজা শিক্ষা করা তাহার ভাল লাগিত না। যাহা হউক, সে অধিক দিন কামিনীর সস্নেহ অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে কামিনীকে গুরুলোক বিবেচনা করিত এবং অত্যন্ত ভাল বাসিত; অতএব তাঁহার নিকট শিখিতে আরম্ভ করিল। এই সকল সদাচার দেখিয়া, বাটীর সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিলেও এবং হেমলতা অত্যন্ত ভাল বাসিলেও, কামিনীর অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা দূর হইল না। তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুলা ও অসুখী থাকিতেন, কিছুতেই তাহার আনন্দ হইত না।

কামিনী এই রূপ অবস্থায় আছেন, এমন সময়ে এক দিন প্রসন্নের পিতামহী প্রসন্নকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। "আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, দিন দিন আমার বল ক্ষয় হইতেছে," এই ভাবিয়া তিনি আপনার প্রিয়তম প্রসন্নকে একবার দেখিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রসন্নের প্রতি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, অন্য কেহ তাঁহার নাম করিলে, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার মাতার প্রতি এত ভক্তি ছিল যে, তিনি যখন যাহা অভিলাষ করিতেন, তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেন। বৃদ্ধা প্রসন্নকে দেখিবার অভিলাষ করিলে, মহেন্দ্র বাবু তদ্দণ্ডেই এক খানি পাল্কি আনাইয়া, তাঁহাকে একটী বন্ধুর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই বন্ধুর বাটী আচার্য্যদিগের বাটীর অনতিদূরেই ছিল। বৃদ্ধাও সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করিতেন।

প্রসন্নের নিকট স্বয়ং গিয়া দেখা করিলে, তিনি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বংশে যে কলঙ্ক হইয়াছে, তাহা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এইরূপ করা হইল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াই প্রসন্নের নিকট আপনার আসিবার অভিপ্রায় বলিয়া পাঠাইলেন। প্রসন্নও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন। পিতামহীকে দেখিয়া, প্রসন্নের এত আনন্দ হইল, যে তিনি প্রথমতঃ একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরমা, বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? বাবা, এবং আর সকলে কেমন আছেন? ঠাকুরমা, আমি তাঁদের না দেখে যে কত কষ্ট পাচ্ছি, তা বলে জানাতে পারি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমার মা বাপ ভাল আছে। কামিনীও ভাল [illegible] দিন অবধি তাকে অত্যন্ত দুঃখিত দুঃখিত দেখাচ্ছে, প্রসন্ন, আমাদের ছেড়ে তুই কেমন করে বেঁচে আছিস্?"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমি তোমাদের জন্য সর্ব্বদা ক্লেশ পেয়ে থাকি। কিন্তু কি করি, যে ঈশ্বর স্বয়ং আপনাকে আমাদের পিতা বলে পরিচয় দিয়েছেন, যিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদের সুখী কর্‌বেন বলে স্বীকার করেছেন, যিনি আপনাকে আমাদের নিকট প্রেম-সিন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন, তাঁকেই ভজনা কর্‌বার নিমিত্ত আমাকে এত ক্লেশ সহ্য কর্ত্তে হয়েছে; এবং তিনি আমাকে রক্ষা ও সুখী করেছেন।"

বৃদ্ধা "প্রেমসিন্ধু" কথাটী বার বার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি অনেক দিন হল, এই কথা এক পাদরির মুখে শুনেছিলাম। তিনি আমার রাজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন এবং আমি তোমাকে যে বই খানি দিয়েছি, সেই বই তিনি দিয়েছিলেন। তিনি আরো এক ব্যক্তির বিষয়ে কিছু বলেছিলেন; সেই ব্যক্তি আমাদের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ভাল তিনি কে?"

রাজেন্দ্র খুড়া সিপাহিদের দ্বারা সাগর দ্বীপে কি প্রকারে রক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রসন্ন পিতামহীর নিকট সেই উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধা তৎকালে পাদরি বা ধর্ম্ম পুস্তকের কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাদৃশ সুখদায়ক পুস্তক কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন, প্রসন্ন তাহা ভাবিয়া, সর্ব্বদা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। এক্ষণে হর্ষবিকসিত নেত্রে তিনি বলিলেন, "পাদরি অবশ্য যীশু খ্রীষ্টের কথা আপনাকে বলেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি আমাদের এত ভাল বেসে থাকেন, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এক্ষণে আমরা তাঁর প্রতি ভক্তি করে তাঁর আজ্ঞা পালন কর্‌লে, তিনি আমাদের স্বর্গলোকে আপন সহ্‌বাসী করে সুখী কর্‌বেন।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "হাঁ, যথার্থ কথা বটে! আহা, কি আশ্চর্য্য প্রেম! কিন্তু তুমি বল্‌ছ যে আমরা চিরকাল স্বর্গে বাস কর্‌ব, তবে আমাদের শাস্ত্রে যেমন বলেছে, আমাদের কি আর জন্ম হবে না?"

প্রসন্ন বলিলেন, "না না; আর আমাদিগের আস্‌তে হবে না। আপনি আমাকে যে বইখানি দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে, যাঁরা এক বার স্বর্গে প্রবেশ করেন, তাঁদের আর আস্‌তে হবে না। যে প্রভু তাঁদের নিমিত্ত আত্ম প্রদান করেছেন, তাঁর সহিত বাস কর্‌বেন। আমরা যা কিছু দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পাই, ও যা কিছু কল্পনা কর্ত্তে পারি, স্বর্গের সৌন্দর্য্য সে সকল অপেক্ষা অধিক।"

পিতামহী ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ঐ সকল কথা অত্যন্ত মিষ্ট। ভাল, তুমি এখানে কেমন আছ, কেই বা তোমার প্রতিপালন করে থাকেন, আমাকে বল।"

প্রসন্ন বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি স্বয়ং উপার্জ্জন কর্ত্তে না পারি, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকারে আমার ভরণপোষণ হবে। আমার শিক্ষা সমাপ্ত হলে, আমি জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বেতন পাব, এবং যদি আমার উপদেশ শুন্‌বেন, তাঁকে এখনি যাঁর কথা বল্‌ছিলাম, তাঁর চমৎকার প্রেমের বিষয় বল্‌ব। আর আমি কি করে সময় ক্ষেপণ করছি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তেছেন, বাটীতে থেকে যেমন পড়া শুনা কর্ত্তেম, সেই রূপ পড়া শুনা করে থাকি, এবং সময়ে সময়ে আমার খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

বৃদ্ধা বান্ধবের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার অনেক বন্ধু আছেন কি?" প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ, এখানকার সমুদায় বাবুরা আমাকে অত্যন্ত ভাল বেসে থাকেন। বিশেষতঃ যে রামদয়ালের কথায় আমার খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে তাদৃশ প্রবৃত্তি হয়, তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন, এবং পাদরি ও পাদরির পত্নী আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। তাঁরা ঐ সম্মুখের বড় বাড়ীতে বাস করেন। তাঁরা খ্রীষ্টের প্রেম প্রযুক্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করে এদেশে এসে বাস কর্‌ছেন। তাঁরাই আমার অন্তঃকরণের ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারেন। হায়, আপনারা বাটীর সকলেই যদি সেই প্রেম আস্বাদন কর্ত্তেন! যদি কামিনী আপনার কথা শুনে, তা হলে, তাকে বল্‌বেন যে, সে উহা জান্‌বে বলে আমি কত ইচ্ছা ও প্রার্থনা করি! তার নিমিত্তে সর্ব্বদা আমার মন ব্যাকুল থাকে। তাকে পাবার নিমিত্ত যে আমি কত অভিলাষ করি, তা প্রকাশ কর্ত্তে পারি না।"

"হাঁ, আমি তাকে বল্‌ব। এখন আমাকে যেতে হল। আমি অনেকক্ষণ বাড়ী থেকে এসেছি, তোমার বাপ এ রকম ভাল বাসেন না। তবে ভাই, এখন আমি আসি। বাড়ীর অন্যেরা তোমার

বিষয়ে যা ভাবুক, আমি কিন্তু তোমাকে বড় ভাল বেসে থাকি। প্রতিদিন পূজার সময়ে দেবতাদের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি। দেবতারা তোমার মঙ্গল ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

প্রসন্ন পিতামহীকে নমস্কার করিলেন, এবং মনে মনে দুঃখিত হইয়াও শান্তচিত্তে তাঁহার বাটী গমন দেখিলেন।

পৌত্রের সহিত সাক্ষাতের পর, দিন দিন বৃদ্ধার বল হ্রাস ও অন্যান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগ শিথিল হইতে লাগিল। কামিনী ঠাকুরমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বৃদ্ধার ঈদৃশী দশা দেখিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ কিছু দিন হইল, তিনি তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কারণ বাটীর মধ্যে কেবল তিনিই তাঁহার পতির বিষয়ে সদয়ভাবে কথা-বার্ত্তা কহিতেন। কামিনী ঠাকুরমার নিকট পতিবার্ত্তা অবগত হইয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আন্তরিক ভাব কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধার দৌর্ব্বল্য বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা যে সকল গৃহকার্য্য করিতেন, অন্যান্য স্ত্রীগণকে তৎসমুদায়ের ভার দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে থাকিতেন অথবা নিদ্রা যাইতেন। অবশেষে তাঁহার উত্থান শক্তি রহিত হইল। কামিনী ও সৌদামিনী সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন ও শুশ্রূষা করিতেন। বৃদ্ধা কখন কখন তাঁহাদিগকে সামান্য সামান্য দৈনিক সম্বাদ, অথবা ছেলেরা কে কেমন আছে, তৎসমুদায় জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু প্রায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া, স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিতেন। তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহারা এমন বিবেচনা করিতেন। এক দিন কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, তিনি নেত্র উন্মীলন করিলেন, এবং কামিনী ও সৌদামিনীকে পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "কামিনী, যিনি

আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, প্রসন্ন কি কখন তোমাকে এমন কোন ব্যক্তির কথা বলেছিল ?' এই কথা শুনিয়া, সৌদামিনী কামিনীর কাণে কাণে বলিলেন, "দুর্ব্বল হওয়াতে ঠাকুরমার মন অস্থির হয়েছে। বোধ হয় এঁর জ্বর হ'য়ে থাকবে, আমি এঁর মাথায় জল দেব ?" এই কথা বলে, তিনি জল আনিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তাঁহাদের কাণাকাণি কথা শুনিয়া বলিলেন, "না না ; বাছা, আমার মন বেশ আছে। আমি যা বলি, শুন।"

সৌদামিনী তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি পুনরায় কামিনীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কামিনী কহিলেন, "হাঁ, ঠাকুরমা, তিনি একটী নূতন ধর্ম্মের বিষয়ে আমাকে অনেক অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। এখন আমার বোধ হয়, তাই খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, তাই বটে ; এই ধর্ম্মের কথা আমার আরো শোন্‌বার ইচ্ছা আছে। প্রসন্ন আমাকে কেবল প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনায়েছে। পাদরিও অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঐ কথা বলেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের ভাল বাসেন বলেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।"

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "খ্রীষ্টানেরা ও কথায় বিশ্বাস করে থাকে বটে, কিন্তু আমরা জানি, ও সব সত্য হতে পারে না।"

বৃদ্ধা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি সত্য বোধ করি, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার এই বিবেচনা। আমরা সকলেই জানি, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং ভাল বাসার উপযুক্ত অন্তঃকরণও দিয়েছেন। এই ধর্ম্মে ঈশ্বরকে প্রেমময় বলেছে। আমরা তাঁর প্রতি ভক্তি করে তাঁর সত্য সেবক হই, এই জন্যে

তার পুত্র কেবল করুণা করে আমাদের নিমিত্তে আত্মপ্রদান করেছেন। অধিক কি, মৃত্যুর পরও আর আমাদের জন্ম ধারণ করে সংসারে আস্‌তে হবে না ; তাঁর সঙ্গেই স্বর্গে বাস করব। কিন্তু শিব ও বিষ্ণুকে কে ভাল বাস্‌তে পারে ?"

কামিনী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "যে ধর্ম্ম আপনার নাতিকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করেছে, এবং যে ধর্ম্ম তাঁকে আমাদের ছেড়ে থাকতে প্রবৃত্তি দিয়েছে, সেই ধর্ম্মকে প্রীতিময় কি প্রকারে বল্‌ব ?" ঠাকুরমা বলিলেন, "খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্মে না হিন্দুধর্ম্মে ঐ রূপ করেছে ? তাঁকে ভুল্‌তে ও ঘৃণা কর্ত্তে হিন্দুধর্ম্মই তাঁর পরিবার সকলকে উপদেশ দিয়েছে। প্রসন্ন বল্‌ছিল, পূর্ব্বে আমাদের যত ভাল বাস্‌ত, এই নূতন ধর্ম্মের গুণে তার চেয়ে অধিক ভাল বাসে। এ ধর্ম্মে এই শিক্ষা পেয়েছে, যে ত্রাণকর্ত্তা তাকে রক্ষা করেছেন, তিনি আমাদের ভাল বেসে থাকেন, এবং আমরা কেবল বিশ্বাস ও প্রার্থনা কর্‌লেই, তিনি আমাদের ত্রাণ কর্‌বেন। হায়, তিনি আমাকে ত্রাণ কর্‌বেন কি না, তাই জান্‌তে চাই ! গত কয়েক সপ্তাহ অবধি যখন তোমরা আমাকে নিদ্রিত বোধ কর্ত্তে, তখন আমি তাঁর নিকট এই প্রার্থনা কর্ত্তেম, হে ত্রাণকর্ত্তা, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকেও ত্রাণ কর।"

এই কথা বলিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর ব্যগ্রতাপূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ, আমি তাঁতে বিশ্বাস করি, এবং তিনি আমার প্রতি যে আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশ করেছেন, তারি জন্য তাঁকে ভালবাসি।

সৌদামিনী বৃদ্ধার সহসা ঈদৃশ বিশ্বাসের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। ঐ সকল কথা তাঁহার ভয়ানক বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, যে ঠাকুরমাকে এত ভক্তি করিয়া থাকি, তিনিই

এমন কথা বলিলেন! তাদৃশ কথা অধিক শুনিতে তাঁহার শঙ্কা হইল। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরমা! আর এখন অধিক কথা কইবেন না। আপনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন, কিছুকাল নিদ্রা যেতে চেষ্টা করুন।"

এই কথা বলিয়া, সৌদামিনী সন্তানকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন। শিশুটী তৎকালে জাগিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু কামিনী কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে নূতন ধর্ম্মের প্রতি এত শ্রদ্ধা করেন, তার কিছু জান্‌বার উপায় আছে? আমি আরো জান্‌তে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি তোমাকে অধিক কিছু বল্‌তে পারি না, কিন্তু পরিবারের মধ্যে যদি কেহ কখন পাঠ করেন, এই আশয়ে প্রসন্ন আমার নিকট কতকগুলি বই রেখে গেছে। আমার ঘরের নিকটে সেই খালিঘরের কোণে একটী বড় বাক্সেতে তুমি সেই সব কেতাব দেখ্‌তে পাবে। এই চাবি নে যাও, তুমিও আমার মত চিন্তা কর্‌বে, আমি এমন আশা করি।"

এমন সময়ে মহেন্দ্রের পত্নী, শ্বশ্রূ কেমন আছেন, দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। কামিনীর অন্তঃকরণ এক অদ্ভুত নূতন ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তিনিও স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন।

কামিনী একাকিনী হইবামাত্র মনে মনে ভাবিলেন,—"কি আশ্চর্য্য, ঠাকুরমা এত অল্প শুনে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করেছেন! এই ধর্ম্ম যেন সত্য হয়, এই আমার মনের বাঞ্ছা। খ্রীষ্টীয়ানদের মত ঈশ্বরপ্রেমে বিশ্বাস করা অবশ্যই সুখের বিষয়। এখন কেউ আমার নিকট আস্‌বে না; ঠাকুরমা যে বইয়ের কথা বল্‌লেন, এই সময়ে গিয়া সেইগুলি আনি।"

এই রূপ ভাবিয়া, কামিনী বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমনপূর্ব্বক পুস্তক-

গুলি লইলেন, এবং সাবধানে বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ঐ রাত্রিতে কামিনীর স্বল্প নিদ্রা হইল। তিনি প্রতিদিন যে সময় নিদ্রা যাইতেন, সে দিন সেই সময়ে নিদ্রা না গিয়া, একটী নিষ্প্রভ প্রদীপের নিকট বসিয়া, স্বামী ধর্ম্ম পুস্তকের যে অন্তঃভাগ পড়িতেন, সেই খানি পড়িলেন। প্রথমতঃ খ্রীষ্টের অদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত, তৎপরে যে সকল জ্ঞানিলোক পূর্ব্বদিকের উজ্জ্বল তারা দেখিয়া, খ্রীষ্টকে দর্শন ও পূজা করিবার নিমিত্ত অতি দূর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। তিনি অতি সহজ মাতৃভাষায় এই সরল উপাখ্যান পাঠ করিয়া এমত মোহিত হইলেন, যে অতি ব্যগ্রচিত্তে এক পৃষ্ঠার পর আর এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে লাগিলেন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িলেন, এবং যে পর্য্যন্ত সত্য নির্ণয় করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কখনই নিশ্চিন্ত হইব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সে দিন পাঠ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধার নিকটে তাঁহার দিবস, ও অন্তঃভাগ পাঠে দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত হইত। এই রূপে অনেক দিন গত হইল। তিনি যতই পাঠ করিলেন, ততই মোহিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তঃকরণ নূতন ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষিত হইল। ইহার অদ্ভুত পবিত্রতা, স্বার্থশূন্য ত্যাগস্বীকার, সকল মনুষ্যের প্রতি প্রেম ও দয়া প্রভৃতি ক্রমিক উপদেশ সকল তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। তিনি হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলেন, ইহা সেই সমুদায় হইতে কত উৎকৃষ্ট, মনে মনে তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কামিনী প্রতি রাত্রিতেই আপনার নব-প্রাপ্ত ধর্ম্মনিধি পাঠ করিবার সময়, যদিও অন্তঃকরণে স্বীকার করিতে শঙ্কিত হইতেন, কিন্তু আমি যেন এই নূতন ও মনোহর

ধর্ম্ম বাস্তব সত্য বোধ করিতে পারি, এই অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে দিন দিন বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

কামিনী ঈদৃশ অবস্থায় এক দিন ঠাকুরমার নিকট গিয়া তাঁহার আকারের পরিবর্ত্ত অবলোকন করিলেন। বৃদ্ধা দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহার মৃত্যু আসন্নপ্রায় বোধ করিত। সময়ে সময়ে তাঁহার মন অস্থির হইত, কিন্তু কামিনী নিকটে গিয়া কথা কহিবামাত্র তিনি প্রফুল্লমুখ হইয়া মৃদুস্বরে বলিতেন, "বাছা! কাছে বস, যতক্ষণ আমার দেখ্‌বার শক্তি থাকে, আমি তোমাকে দেখ্‌বো।"

কামিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, এবং সস্নেহভাবে শুশ্রূষা করিয়া অন্তিমদশায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই দিন বাটীর সকলেই তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি সকলেরই সম্মানের পাত্রী ছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার সৎস্বভাব ও সকলের প্রতি সদয় ব্যবহারের নিমিত্ত সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতেন।

এক্ষণে চন্দ্রকুমারই বাটীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি মরণোন্মুখ বৃদ্ধার বৈতরণী প্রভৃতি অন্ত্যকার্য্য সমাপনের নিমিত্ত পুরোহিতদিগকে সম্বাদ দিলেন, এবং বাটীর সকলেই বিষণ্ণভাবে তৎসমুদায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা আর কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কেবল কামিনীকে কখন কখন দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার ওষ্ঠ সঞ্চালিত হইতে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তিনি কি বলিতেন, কেহই তাহা শুনিতে পাইতেন না। কামিনী এক বার নত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন.

"ঠাকুরমা, আপনি কি কিছু চান?" তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরপুত্র বিনা, এখন আর কেহই আমার কিছু কর্ত্তে পারে না।

আমাকে সাহায্য ও পরিত্রাণ কর্‌বার নিমিত্ত, আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌ছিলাম।" তিনি এই কথা এত মৃদুস্বরে বলিলেন যে, কামিনী ভিন্ন, আর কেহই বুঝিতে পারিলেন না। উহা শুনিবামাত্র, কামিনী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়, ঠাকুরমা ত্রাণকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস করে, যে শান্তিসুখ অনুভব কর্‌ছেন, যদি আমার এই অধীর অবস্থায় তাই পেতাম!" তিনি অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে বৃদ্ধার নিকট বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত প্রায় হইল। তিনি পুনরায় বলিলেন. "হে যীশুখ্রীষ্ট! হে ঈশ্বরপুত্র! তুমি আমার পাপের নিমিত্ত আত্মপ্রদান করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে স্বর্গলোকে তোমার নিকট স্থান দান কর।" এবার সকলেই উহা শুনিতে পাইলেন।

কামিনীও সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলেন। তিনি আত্মচিন্তায় এত মগ্ন হইয়াছিলেন, সকলে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে যে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যাহা হউক, এই সময়ে পুরোহিত প্রবেশ করাতে তদ্বিষয়ে কোন কথাই হইল না।

পুরোহিতেরা প্রবেশ করিবামাত্র, তন্মধ্যে এক জন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র মাতাকে আস্তে আস্তে শয্যা হইতে তুলিয়া পার্শ্ব স্থিত কুশাসনে রাখিলেন। অনন্তর পুরোহিত বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরণ কালে লোকেরা যেমন পুরোহিতকে দিয়া থাকে, আপনি সেই রূপ গো বা অর্থ দান করিতে পারেন কি না?" কিন্তু তিনি কুশাসনে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন; কেবল অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছিল। তিনি যে ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই, তাঁহার অন্ত্যকার্য্য হইল। মহেন্দ্র বাবু যেন তৎসমুদায় শুনেন নাই, এমন ভাণ করিয়া বলিলেন,

"আমি মাতার নামে দান করিব।" তিনি ঈদৃশ মহৎ কার্য্যে পুরোহিতকে আপনার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার অনুরূপ অনেক দান করিলেন।

দানকার্য্য সমাপন হইবামাত্র, মহেন্দ্র বাবু মাতার মস্তকে গঙ্গা-জল দিতে গেলেন, কিন্তু উহা দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিবামাত্র, স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

উহাদের ক্রন্দন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, বৃদ্ধার ভগিনী ও পুত্রবধূ মহেন্দ্রের পত্নী তাঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। তাঁহারা মাতৃদেহ স্নান করাইয়া যে শয্যাতে রাখিয়াছিলেন, তাহা পুষ্পমালায় সাজাইলেন, এবং চন্দনতৈল মিশ্রিত এক খানি বস্ত্রে শব আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র, চন্দ্র ও নব পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে দাহ করিবার নিমিত্ত নদীতীরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। রাজেন্দ্রের দুই পুত্র, এক জন এক পাত্রে খাদ্য ও দ্বিতীয় আর এক পাত্রে অগ্নি লইয়া, অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পুরোহিতেরা পাশ্চাদ্গামী হইলেন। যে পথে অতি অল্প লোক চলে, তাঁহারা সকলেই সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেরই আন্তরিক ক্ষোভ হইল।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে খাট নামাইলেন, এবং দক্ষিণশিরা করিয়া রাখিয়া গঙ্গাতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান হইলে, চন্দ্র ও নব উপযুক্ত স্থান দেখিয়া চিতা সাজাইতে লাগিলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে, মহেন্দ্র বাবু মাতৃদেহ লইয়া গঙ্গাতে

স্নান করাইলেন, এবং গয়াদি পবিত্রতীর্থ ও পর্ব্বত সমুদায়, ও গঙ্গা ও অন্যান্য সাতটী পবিত্র নদী ও চারি সমুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য সমাপনের পর, তিনি শবকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া, আস্তে আস্তে চিতার উপর শোয়াইলেন। যুবকেরা পুষ্প ও মালায় চিতা সাজাইলেন। মহেন্দ্র বাবু একমুড়া আগুন লইয়া, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপযুক্ত মন্ত্রানুসারে অগ্নিদান করিয়া, এই প্রার্থনা করিলেন, "দেবগণ উজ্জ্বলিত মুখে এই শব দাহন কর!" এই প্রার্থনা করিয়া, দক্ষিণ হস্ত চিতার দিকে রাখিয়া, প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর বাম জানু পাতন পূর্ব্বক চিতাতে ও শবের মুখে অগ্নি দিলেন। এ দিকে পুরোহিতেরা এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন,—"হে অগ্নি ইনি তোমাহইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া, স্বর্গলাভ করুন! এই দান যেন শুভ হয়।"

অনন্তর সকলেই চিতার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া, "যিনি এই মাংস দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকে নমস্কার," এই মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রক্ষেপ করিলেন।

শবদাহ হইলে পর, তাঁহারা সকলে পুনরায় চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। এবার সকলেই বামহস্ত চিতার দিকে রাখিলেন, অতি সাবধানে অগ্নির দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলেন। অনন্তর তাঁহারা গঙ্গাতে গিয়া, "হে জল, আমাদিগকে পবিত্র কর!" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিলেন। তৎপরে প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করা হইল।

তাঁহারা বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্মশানের অনতিদূরেই ঘাসের উপর বিশ্রাম করিতে বসিলেন, এবং "যে মানব দেহের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করে, সে মূর্খ; মানবদেহ কদলী তরুর ন্যায় অসার, ও সমুদ্র-ফেণের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; যখন পৃথিবীই বিনষ্ট হইবে, সমুদ্র ও

দেবতারা সকলেই অস্থায়ী, তখন নশ্বর মনুষ্য কেনই না বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কি সামান্য কি মহৎ, সমুদায়ই শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে; সংযুক্ত দেহ বিযুক্ত, ও মৃত্যুকরে জীবনান্ত হইবে;" মানব দেহের অস্থায়িতা ও গর্ব্বের বিষয়ে এবম্বিধ কথোপকথন করিয়া, আপনাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

তাঁহারা সমস্ত দিন গঙ্গাতীরেই থাকিয়া সায়ংকালে বাটী গমন করিলেন। মহেন্দ্র বাবু একটী জলপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র লইলেন, আর আর সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিলেন। রাজেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রযুক্ত অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, এবং এক জন ব্রাহ্মণ একগাছি স্থূল যষ্টি হস্তে করিয়া, সকলের অগ্রে যাইয়া যেন ভূত পিশাচ প্রভৃতিকে তাড়াইতে লাগিলেন। সকলে গৃহে উপস্থিত হইলে, মহেন্দ্র বাবু জলার্দ্র কুশমার্জ্জনী দিয়া একটী স্থান পরিষ্কার করিয়া, তদুপরি একটী ক্ষুদ্র বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সেই বেদি ও চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি কুশেতে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অন্ন, তিল, মধু, দুগ্ধ, নবনীত এবং চিনিতে পিণ্ড প্রস্তুত হইল। "মাতঃ, যে পিণ্ডে আপনার মস্তক পুনঃ সৃষ্ট হইবে, সেই এই প্রথম অন্ত্য পিণ্ড গ্রহণ করুন," এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, মহেন্দ্র বাবু বেদিতে পিণ্ড স্থাপন করিলেন।

অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্থান পরিষ্কার করিয়া, কতকগুলি পুষ্প, একটী প্রদীপ্ত প্রদীপ, তাম্বুল, তিল, জলপূর্ণ একটী মৃণ্ময় পাত্র ও ঊর্ণাবস্ত্রে বেষ্টিত পিণ্ড, "আপনি এই সমুদায় গ্রহণ করুন." এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রেতের উদ্দেশে প্রদান করিলেন। এই ক্রিয়া সমাপনের পর সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ রহিল। এই দশদিনের মধ্যে বাটীর কেহই দিনের বেলায় কিছুই আহার করিতেন না। কেবল রাত্রিতে

একবার আহার হইত। বাটীর মধ্যে রান্না হইত না বলিয়া, যাহা কিছু প্রস্তুত থাকিত, তাহাই অপক্ক ভোজন করিয়া সকলে জীবন ধারণ করিতেন। পুরুষেরা কেহ তামাক খাইতেন না, বা কামাইতেন না। স্ত্রীলোকেরা বেশভুষা ও কেশ বিন্যাসাদি হৃদয়-প্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ, ও সকলেরই মুখ অপ্রসন্ন হইল। অধিক কি, যে আহ্নিক পূজা কিছুতেই নিবারিত হয় না, তাহাও রহিত হইল। মহেন্দ্র বাবু প্রথম দিনের ন্যায় প্রত্যহই সতিল গঙ্গোদক দিয়া পিণ্ডদান করিতেন। দিনের সংখ্যানুসারে পিণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত। প্রেতের কোন অঙ্গ পুনঃসৃষ্টি হইবে বলিয়াই ঐ পিণ্ড প্রদত্ত হইত। তিনি দশম দিনের প্রভাতে "আপনি এই দশম পিণ্ড গ্রহণ করুন, ইহাতে আপনার নব দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা সমুদায়ই নিবারিত হইবে," এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশটী পিণ্ডদান করিলেন।

এই ক্রিয়ার পর ভস্মসংগ্রহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উদ্দেশে দাহস্থানে অতি যত্নে ভস্ম রক্ষিত হইয়াছিল। প্রেতের উদ্দেশে জল ও নানাবিধ খাদ্য প্রদানের পর, পুরোহিতেরা এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

"বায়ু সকল মধুর হইয়া সঞ্চালিত হউক। নদী সকল মধুময়ী হইয়া প্রবাহিত হউক। ঔষধি সকল মধুময় হউক। প্রাতঃকাল মধুররূপে অতিবাহিত হউক। স্বর্গ ও মর্ত্যের আত্মা আমাদের নিকট মধুময় হউক। শস্য ও বৃক্ষাদি সমুদায় মধুর হউক। সূর্য্য মধুর কিরণ প্রদান করুন;—" এই প্রার্থনার পর আর একটী প্রার্থনা হইল, যথা,—"এই খাদ্যে যাহা কিছু বৈগুণ্য থাকে, এই সংস্কারে যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছে, ও এই ক্রিয়াতে যাহা কিছু ন্যূনতা হইয়াছে, তৎসমুদায় পূর্ণ হউক।"

অনন্তর মহেন্দ্র বাবু পুরোহিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং মাতৃশ্রাদ্ধের সফলতার নিমিত্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে অনেক অর্থ দিলেন।

তৎপরে পুরোহিতেরা আর একটী প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর বাটীর সকলেই একত্র হইয়া শ্মশানে গিয়া, দেবতাদের উদ্দেশে নানা প্রকার আহার সামগ্রী, জল, পুষ্পমালা এবং গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র বাবু, "সর্ব্বভুক্ অগ্নিমুখ দেবতাদিগকে নমস্কার," এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে স্থানে অস্থি পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া তৎসমুদায় তুলিয়া, গঙ্গোদক দিয়া ধৌত করিলেন, এবং একটী পত্রপুটে রাখিলেন। তৎপরে সেই পাতের ঠোঙ্গা একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূত্রেতে বিলক্ষণ করিয়া বাঁধিলেন। অনন্তর যে স্থানে নদীর জল আসিতে না পারে, এমন একটী পরিষ্কার স্থান মনোনীত করিয়া খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে কুশ পাতিয়া, সেই পাত্রটী রাখিলেন, এবং গর্ত্তটী মাটী ও কাঁটা ও শেওলা দিয়া বুজাইলেন। কিছু কাল পরে তিনি আবার সেই স্থানে গিয়া চিতাভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, মাটী দিয়া গর্ত্ত বুজাইলেন। এক্ষণে সকলে স্নান করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্ষৌরী হইলেন, এবং গৃহে গমন ও শাস্ত্রানুসারে আপনাদিগকে পবিত্র বিবেচনা করিলেন।

এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, কামিনীর মনে অত্যন্ত সন্তোষ হইল। তিনি উহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন; ঐ সমুদায় ক্রিয়া তাঁহার নিকট নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি ঐ দশ দিন প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগ পাঠ করিতেন। তিনি মৃতের পুনরুত্থানের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কাহাকে সত্য, কাহাকে ভ্রম মানিতে হইবে, ইহা

জানিতে তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ হইল। তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তম বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু পাছে ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, তাঁহার মনে এই উদ্বেগ জন্মিল। তিনি যত ভাবিলেন, ততই তাঁহার গোল বোধ হইতে লাগিল। কোন সিদ্ধান্তই প্রীতিকর হইল না। "নব যদি এই বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন," এই আশয়ে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া, নিশ্চয় করিলেন।

এক দিন নব আহার করিয়া উঠিলে, কামিনী তাঁহার নিমিত্ত একটী ছোট ঘরে বসিয়া পান প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময়ে নব মুখ ধৌত করিয়া আসিয়া, বারাণ্ডার থামের ধারে দাঁড়াইয়া, পানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কামিনী, তথায় কেহ আছে কি না, ও তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইবেন কি না, দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "ঠাকুর পো, খ্রীষ্টানেরা আপনাদের ধর্ম্ম সত্য বলে বিশ্বাস করবার নিমিত্ত যে সকল কারণ দেখায়, তুমি কি কোন পুস্তকে তা পাঠ কর নাই? আমি তোমার নিকট সেই সমুদায় যুক্তির কিছু শুনতে চাই।"

নব বলিলেন, "বউ ঠাকুরুণ! তোমার মনে এ কি উদয় হয়েছে? আমি বুঝিয়ে দিলেও, তুমি বুঝতে পারবে না।"

"হাঁ, অবশ্য বুঝতে পারব, ঠাকুর পো! তুমি আমাকে বল।"

"আমি বল্‌ব? না গো না। পরিবারের মধ্যে এক জন যে সেই প্রলাপবাক্যে বিশ্বাস করেছে, তাই যথেষ্ট, তাতে আমাদিগকে বিলক্ষণ বিরক্ত হতে হয়েছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এ সকল প্রশ্নের প্রয়োজন কি? ও! আমি বুঝেছি, তুমি বাটীর কর্ম্মকাযে বিরক্ত হয়েছ।"

"না ভাই! বড় দিদি ও মেজ দিদি যত কায করেন, আমিও তত কায করে থাকি। সেই সকল কাযে আমার চিন্তার আবশ্যক

করে না, কিন্তু তুমি জান স্ত্রীলোকে চিন্তা কর্ত্তে পারে। তোমার ভাইকে ঠাকুরমার দেখ্‌তে যাওয়া অবধি, আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক চিন্তা কর্‌ছি। ঠাকুরপো, যদি উহা সত্য হয়?"

নব কামিনীর সহসা ঈদৃশ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বিনীতভাবে বলিলেন, "বউ ঠাকুরুণ, উহা যে সত্য হতে পারে, তুমি তার কি প্রমাণ পেয়েছ?"

"কেন; তোমার ভাই ঠাকুরমাকে বলেছেন যে, এই ধর্ম্ম প্রীতিময়। ঠাকুরমা আমাকে তা বলেছিলেন। আমি সেই বিষয় চিন্তা কর্‌ছি। ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন বলেই, ঐ ধর্ম্ম দেছেন। তাঁকে প্রীতি করাই উহার সার মর্ম্ম। আমরা, নিদেন আমি যা চাই, তাতে পাওয়া যায়। ঠাকুরমা মরে গেছেন। তোমার ভাই আমার পক্ষে মরার বাড়া হয়েছেন। এক্ষণে আমার আর ভাল বাসবার কেউ নাই। আমি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বিষয়ে যে অল্প জেনেছি, তাতে বোধ হয়, তাঁর প্রতি আমার ভক্তি হতে পারবে।"

এই কথা শুনিয়া, নব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক স্ত্রীলোকের মত যুক্তিই হয়েছে। মনে যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ হয়, তাই গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ইহার মধ্যে বিচার নাই। যাহা হক্, তা প্রমাণ নয়।"

কামিনী আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার অন্য হেতুও আছে। কি খ্রীষ্টান কি হিন্দু সকলেই ধর্ম্মকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ বস্তু বলিয়া স্বীকার করে থাকেন। তা হলে ধর্ম্ম শুদ্ধিকরও হবে। কারণ ভাল গাছে ভাল ফলই জন্মে। এখন দেখ হিন্দুধর্ম্মে কেবল ব্রতাদিরই নিয়ম আছে, অন্তঃকরণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আমার ভাশুর যখন তোমার ভাইয়ের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত পুরোহিত ডাকেন, তখনি আমি ঐ বিষয় বিবেচনা করেছিলুম। কড়ি উৎ-

সর্গ, ও ব্রাহ্মণকে অর্থ দানদ্বারা তিনি পুনরায় আন্তরিক হিন্দু কখন হতে পার্ত্তেন না, অথচ তাঁর জাতিলাভ হতও, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অধিকার প্রাপ্ত হতেন। পবিত্র ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রীতি খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল। ইহাতেই মন পবিত্র হয়। তোমার ভাইয়ের সহিত শেষ সাক্ষাতের সময়ে তিনি আমাকে ঐ কথা বলেছিলেন।"

নব, ভ্রাতার নাম শুনিবামাত্র, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কর্কশভাবে বলিলেন, "আমার ভাই! পাপাত্মা জাতিভ্রষ্ট খ্রীষ্টান্!" এই কথাতে কামিনীর বিধুমুখ বিষণ্ণ ও নেত্র অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে নব ধীরভাবে বলিলেন, "বউ ঠাকুরুণ, কেঁদনা! তোমাকে দুঃখিত কর্‌বার নিমিত্ত বলি নাই। আমি এখন আসি। আমাকে বাইরে যেতে হবে। তুমি যা বুঝ্‌তে না পার, তা ভেবে কেন মনের ক্লেশ জন্মাও?" এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে গেলেন।

কামিনী, আপনার প্রেমের পাত্র কেহই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌদামিনী যে আপনার প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, একথা তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরমাকে যেমন ভাল বাসিতেন, তাঁহাকেও শীঘ্রই সেই রূপ ভাল বাসিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের উভয়েরই এক প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। উভয়েই পতিবিরহিতা হইয়াছিলেন। কামিনীকে বিধবোচিত কঠোর ব্রত সকল করিতে হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন শূন্য ও লক্ষ্যহীন হইয়াছিল। ঠাকুরমার পীড়া ও মৃত্যু ঘটনাও তাঁহাদের প্রণয়ের অন্যতর কারণ। বৃদ্ধা মৃত্যুকালে যে সকল অদ্ভুত কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনে সর্ব্বদা সেই বিষয়ের কথোপকথন করিতেন। বৃদ্ধা যে নূতন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কামিনী অন্তভাগে তদ্বিষয়ের যাহা২ পাঠ করিয়াছিলেন, সৌদামিনীকে সেই সকল বলিতেন। কামিনী সেই বিষ-

ষের কথোপকথন ভাল বাসিতেন বলিয়াই সৌদামিনী কখন২ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেন; কিন্তু কিছুই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি কখন অধিক চিন্তা করিতে পারিতেন না, পারিলেও, সন্তানগণের লালন পালন ও গৃহ কর্ম্মে সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর থাকিত না। যাহা হউক, যদিও কামিনী সৌদামিনীকে আপনার ভাব ও চিন্তার সমভিব্যহারিণী করিতে পারিলেন না, তথাপি তাঁহাদের প্রণয় দিন দিন দৃঢ়রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তাদৃশ সৌহার্দ্দ্য হওয়াতে পরস্পরেই সুখী হইলেন।

কামিনী আপনার ধর্ম্মানুসন্ধান বিষয়ে নবের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া, অধিক যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ ভীতচিত্তে, কিন্তু ক্রমে২ অধিকতর বিশ্বস্তচিত্তে খ্রীষ্টীয়ানদের ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমাকে সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেও।" অবশেষে এক দিন তিনি নবকে বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, তথায় আসিলেন, ও সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সতর্কভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর পো! তোমার স্মরণ আছে, তুমি এক দিন আমাকে বলেছিলে যে, আমি যে সকল বিষয় বুঝ্‌তে পারব না, তা চিন্তা করে যেন ক্লেশ না পাই। তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ দিয়েছিলে, কিন্তু তোমার পরামর্শানুসারে কেমন করে কাজ করব, বল? আমি খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিষয়ে যাহা কিছু শুনেছি, সর্ব্বদা চিন্তা করে থাকি। কি প্রকারে পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি?"

"কেন বউ ঠাকুরণ! এ প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয় না। যারা কিছুই জানে না, কিছু বুঝে না, তারা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারে।

তোমার মত স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। তুমি আমাদের ধর্ম্মের প্রার্থনা ও মন্ত্র সমুদায় বুঝ্‌তে পার। কেন সেই সকল অভ্যাস ও বারং জপ কর না? ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বিষয়ে বিলক্ষণ চিন্তা ও মনোনিবেশ কর্‌লে, তোমার মঙ্গল হবে।"

"আমি ভাই, অনেক ভেবেছি, কিন্তু দেবতাদের চরিত্রাদি অসৎ, আমার মনে এই যে ভাবের উদয় হয়েছে, সেই ভাব যদি দূষ্য হয়, তবে ভাবনা কর্‌লেই বা সেই ভাবের কিরূপে সংশোধন হতে পারে? যারা দেবতাদের বিরক্ত করে, তাঁরা তাদের শাস্তি দেন; ও যথেচ্ছামতে তুষ্ট হলে বলেন যে, 'তোমাদের ক্ষমা করলাম্।' এমন কথায় যদি বিশ্বাস হয়, তবে বিবেচনা কর, শ্বশুরের মত সুশীল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকদের তাঁরা যে প্রকৃত পুরস্কার দিবেন, তার নিশ্চয় কি? কিন্তু তোমার ভাই বলেছেন যে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর বলেছেন, পাপের শাস্তি দিব। তাই দেছেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের পাপের দণ্ড ভোগ্‌বার জন্য মানুষ হয়েছেন। এই নিমিত্ত তাঁর প্রতি বিশ্বাস হলেও হতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া নব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বউ! তুমি ভাল বুঝেছ, খ্রীষ্টানদের হৃৎপ্রিয় বাক্য ওষ্ঠগত করেছ। ভাল, বল দেখি, যে ব্যক্তি নিরপরাধিকে অপরাধির নিমিত্ত শাস্তি দিতে পারে, তুমি তাকে কেমন করে বিশ্বাস কর্‌বে?"

"তিনি আমাদের ভাল বাসেন বলেই স্বেচ্ছানুসারে স্বয়ং দণ্ড স্বীকার করেছেন। তিনি ঈশ্বর, অতএব তাঁর নিজ ইচ্ছা ব্যতীত কেহ তাঁর প্রতি সেই দণ্ড কর্ত্তে পারে না। আমি পড়েছি, তিনি স্বয়ং ঐ কথা বলেছেন।"

"আমি পড়েছি," এই কথা বলিবামাত্র, আপন গোপনীয় ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, কামিনীর এই কথা স্মরণ হইল।

তিনি ব্যাকুলচিত্তে নবের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাছে কি পড়িয়াছেন, নব তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন; তাঁহার অন্তঃকরণে এই শঙ্কা হইল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মহেন্দ্র বাবু আসিয়া পরামর্শ করিবার নিমিত্ত নবকে স্বগৃহে আহ্বান করিলেন।

মহেন্দ্র হেমলতার বিবাহের বিষয়ে নবের সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিলেন। হেমলতার বয়স প্রায় আট বৎসর হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই সময়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া, পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। চন্দ্রকুমার বৃদ্ধ মহেন্দ্রের অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং সাংসারিক বিষয়ে কোন পরামর্শ করিতে হইলে, নবই একমাত্র পাত্র ছিলেন।

নব বলিলেন, "হাঁ, এক্ষণে বিবাহ দিবার পূর্ণকাল উপস্থিত হয়েছে; কিন্তু আমার কেবল একটী আপত্তি আছে। এখন আমাদের যেরূপ প্রতিপত্তি হয়েছে, তদনুসারে বিবাহ দিতে অনেক ব্যয় হবে; অথচ আপনার এখন তত টাকাও নাই।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "তা আমি বুঝব। কুলমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এত কর্‌বার পর এখন কোন হানি হতে দেব না। হেমলতার বিবাহ দিতে হবেই। আর অর্থ ব্যয়ের কথা বল্‌ছ, আবশ্যক হলে তাও কর্ত্তে হবে। যদি ভাগ্যে এমন লেখা থাকে, যে আমার পরিবার দরিদ্র হবে, তা হলে ভাগ্যের সঙ্গে বিবাদ করে কি কর্‌ব?"

নব বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলেছেন। আবশ্যক হলে অর্থ ব্যয় কর্ত্তে হবে। আহা! হেমলতা বিবাহিতা হলে, ও গহনা গাটি পেলে, বড় খুসি হবে।"

অনন্তর হেমলতার অলঙ্কারের নিমিত্ত কত ব্যয় হইবে, তদ্বিষয়ে পিতা পুত্রের কথোপকথন হইবার পর পরামর্শ ভঙ্গ হইল।

অবশেষে মহেন্দ্র বলিলেন, "আমি কল্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বর অন্বেষণে ও প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত কর্‌বার নিমিত্ত ঘটক পাঠাব।"

হিন্দুদের মধ্যে যে প্রকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে, ইংরাজ পাঠকেরা চমৎকৃত হইবেন। কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, পিতা এক জন ঘটক পাঠাইয়া দেন। ঘটকেরা সচরাচর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নীচ শ্রেণীস্থ। বরকন্যার পিতাদিগকে পরস্পর আলাপ করিয়া দেওয়াই, ইহাদের ব্যবসায়। তাঁহারা উভয়ে সম্মত হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে; ও ঘটকেরা উভয় পক্ষহইতে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। সেই রাত্রিতে মহেন্দ্র আপন স্ত্রীর নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পর দিন স্ত্রীগণের মধ্যে ঐ কথাবার্ত্তার সাতিশয় আন্দোলন চলিল।

মহেন্দ্র ও পরিবারের অন্যান্য সকলে যখন এই কার্য্যেই ব্যস্ত হইলেন, তৎকালে নবের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব উদিত হইল। কামিনীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হয় নাই। অধুনা তিনি সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। প্রসন্নের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া অবধি, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মন অত্যন্ত অস্থির ছিল, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও প্রসন্নের ন্যায় ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি আপনার মানস হইতে এই বিষয় একবারে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে আবার সেই ভাব সম্পূর্ণ শক্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইল। তিনি সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ স্বহৃদয় হইতে দূরীকৃত করিতেছিলেন। এদিকে এক জন স্ত্রীলোক (নব যেমন ভাবিয়াছিলেন) অতি

সামান্য অথবা কিছুই নয় বলিলে, শিক্ষাতে স্ত্রীজাতির স্বভাব-সিদ্ধ সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার সংস্কার সহকারে যে যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য নির্ণয় করা যায়, সেই যুক্তি অনুসারে আপনাকে চলিতে ও তৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন। কামিনী যে সমুদায় শিক্ষাতেই স্থির পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যিনি আপনার অদ্ভুতকার্য্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে গূঢ় রাখিয়া, বালকদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারই উপদেশ পাইয়াছিলেন, নব এই কথা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে দুটী ঘটনাতে নবের ভাব অন্য বিষয়ে ধাবমান হইল।

হেমলতার বর অন্বেষণে যে ঘটক প্রেরিত হইয়াছিল, সে কিছু দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, মহেন্দ্রকে অতি অশুভ সম্বাদ দিল। সে বলিল, "মহাশয়! আমি অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আপনার কন্যার মর্য্যাদানুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। প্রাপ্ত হইবও না। আমার এই শঙ্কা হইতেছে। অনেক কুলীন বংশীয় যুবকের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা আপনার পরিবারের মধ্যে প্রসন্নের অবস্থানের বিষয় শুনিয়াছেন, এবং এই বিষয় অধিকই হউক আর অল্পই হউক, কেহ তাহাকে বাড়াইয়া বলিয়াছে। স্বীয় পরিবারের মধ্যে খ্রীষ্টানকে স্থান দেওয়াতে, অনেকে আপনার জাতি বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। আপনার সম্ভাবিত কলঙ্ক মোচনের অনেক চেষ্টা পাইয়াছি। আপনার তীর্থযাত্রা ও তদুপলক্ষে পথে যে সকল তীর্থ দর্শন হইয়াছ, তাহাতে বহুতর অর্থ ব্যয় এবং পূজা ও কঠোর ব্রতাদির বিষয় অনেক বলিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কুসংস্কার দূর করিতে পারি নাই। তাঁহারা বলেন, অনেক নিষ্কলঙ্ক পরিবারে কন্যা আছে, আমরা সেই খানেই পুত্রদিগের বিবাহ দিব।"

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, ঘটকের প্রতি প্রথমতঃ অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কে তাদৃশ শুদ্ধাচার বংশে এরূপ কলঙ্ক রটাইয়াছে, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নব পিতার ক্রোধ নানা প্রকারে শান্ত করিলেন। অবশেষে মহেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে বলিলেন;—

"সূর্য্য যথার্থ অনুমানই করেছিলেন। এ আমার ভাগ্যদোষই বল্‌তে হবে, আমি কি করব। ভাল, কএক মাস থাকুক, তার পরও না হলে যে স্থানে এই অপবাদ বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় নাই, আমাদের এমন স্থানে যেতে হবে।"

তিনি এই কথা বলিয়া, যৎকিঞ্চিৎ দিয়া ঘটককে বিদায় করিলেন, এবং দুঃখিতচিত্তে যথাসময়ে পূজায় বসিলেন।

এক দিন সায়ংকালে নব বেড়াইয়া আসিয়া, প্রসন্নের একটী শিরা ছিন্ন হইয়া আত্যন্তিক ব্যামোহ হইয়াছে, এই সম্বাদ আনিলেন। ইহাতে পরিবারের মধ্যে কিছু উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ঠাকুরমা যে বাটীতে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, নব সেই বাটীতে এই সম্বাদ শুনিয়াছিলেন। পাছে পিতার অসন্তোষ হয়, এই আশঙ্কায়, তিনি বাটীতে কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রসন্নের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত উহা শুনিবামাত্র, তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "খ্রীষ্টান বন্ধুরা দাদাকে অত্যন্ত যত্ন কর্ত্তেছেন; বিশেষতঃ তাঁর পরম সুহৃদ রামদয়াল তাঁকে উত্তমরূপে শুশ্রূষা কর্‌বার নিমিত্ত, আপনার বাটীতে লয়ে গেছেন, এবং দাদা নিজ বাটীতে যেমন সুখাদ্য দ্রব্য আহার কর্ত্তেন, রামদয়ালের পত্নী সুশীলা সেই রূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে দিয়ে থাকেন। পাদরি ও তাঁহার ভার্য্যা তাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁকে দেখ্‌তে যান ও তাঁদের সস্নেহ ব্যবহার তাঁর হৃদয়ে সতত জাগরূক আছে। কিন্তু মন রোগে আকুলিত হলে, বাল্য-

কাল অবধি যাঁদের ভাল বেসে আস্‌ছেন, সময়ে সময়ে তাঁদের নাম করে থাকেন। তিনি জননীর ও কামিনীর নাম সতত উল্লেখ করেন।" নব আরো বলিলেন, "দাদা আমাকে দেখ্‌বামাত্র, যার পর নাই আহ্লাদিত হয়ে বল্‌লেন,' নব! তুমি বাটীর সকলকেই আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাবে, এবং আমার নিকট এই অঙ্গীকার করে যাও, যে তুমি গিয়া কামিনীকে এই কথা বল্‌বে, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুনরায় তাঁকে দেখ্‌বার নিমিত্ত এখনো ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা কর্‌ছি।"

যখন প্রসন্ন কামিনীকে এই মর্ম্মের সম্বাদ প্রথম পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি অত্যন্ত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উৎসুক হইয়া প্রত্যেক কথা শুনিয়া নিস্তব্ধভাবে স্বগৃহে গমন করিলেন। তিনি স্বয়ং কিছুই বলিতে সাহসিনী হইলেন না। অনন্তর একাকিনী হইবামাত্র, অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিলেন। অবশেষে অন্তঃকরণে এক ভাব উদিত হওয়াতে, তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হইল।

তিনি মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, কর্ত্তে পারি, কর্‌ব। খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিষয় আমার অধিক জান্‌বার ইচ্ছা আছে। হায়, তিনি কেমন আহ্লাদপূর্ব্বক আমাকে সেই সকল শিক্ষা দিতেন! আমি আন্তরিক খ্রীষ্টান হয়েছি। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌ছি। পতির নিকট যাব না কেন? তিনিও পীড়িত হয়েছেন। এখন আমি তাঁর নিকট থেকে প্রেমপূর্ণমানসে শুশ্রূষা কর্‌লে, তিনি সুখী হবেন! তাঁর আরোগ্য লাভ হবে। যাবই যাব।"

"তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই খানে যাইব। তুমি যে খানে থাকিবে, আমিও সেই খানে থাকিব। তোমার লোক সকল আমার লোক হইবে। এবং তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর।"

কামিনী প্রসন্নের খ্রীষ্টানি পুস্তকে এই কথাগুলি পাঠ করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা বার বার উচ্চারণ করিয়া শয়ন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

পর দিন প্রাতে উঠিবামাত্র, পতির নিকট যাইবেন, এই সঙ্কল্পই কামিনীর অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিল। তিনি বারম্বার ঐ চিন্তা করিলেন, এবং যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মানস স্থিরতর হইতে লাগিল। তিনি বাটীর কোন ব্যক্তির নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, এমন কেহই ছিল না। পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে বাটীর সকলে, বিশেষতঃ তিনি, অত্যন্ত ক্ষতি বোধ করিয়াছিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একবারেই উৎসাহ ছিল না। কারণ নিস্তারিণী আপনার পতিকে বলিয়া, তিন মাসের নিমিত্ত পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন; তিনি দুর্গা পূজার মধ্যে আর আসিবেন না। কামিনী কি উপায়ে পতির নিকট যাইবেন, ক্রমাগত এক পক্ষ ভাবিয়া, অবশেষে সৌদামিনীর নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এক দিন তাঁহারা প্রাতঃকালের সমুদায় গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, দুই জনে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী বলিলেন,—

"বড় দিদি, জান, তোমার দেওর যে খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, আমি তদ্বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি। আর তোমার স্মরণ আছে, ঠাকুরমা তাঁর সঙ্গে যে দিন দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তিনি সেই দিন তাঁকে এই বিষয়ে কিছু বলেছিলেন। ঠাকুরমা এসে আমাকে তা বলেছিলেন। তিনি আমাকে এক খানি খ্রীষ্টানি পুস্তকও দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বল্‌তেন, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

যখন তিনি গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন, তখন এক জন পাদরি তাঁকে সেই পুস্তক খানি দেন। ঠাকুরমা তোমার দেওরকে সেই পুস্তক খানি দেন, আমার শ্বশুর তাঁকে ওখানি পড়তে নিষেধ করেন। পরে যাবার সময় তিনি ঠাকুরমার হাতে সেই পুস্তক রেখে যান। আমি তা অনেক পড়েছি।"

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি পড়েছ! কৈ, আমি তোমাকে তো কখন পড়তে দেখি নাই। তুমি কখন সময় পেলে?"

"তোমরা সকলে ঘুমালে, আমি বই বার করে পড়ে থাকি। সে বই, আমি এখনি অনেক বিশ্বাস করেছি।"

সৌদামিনী আরো বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি ঐ কেতাব পড়েছ, শ্বশুর শুনলে কি বলবেন? তিনি জানতে পারলে তুমি কি করবে?"

কামিনী বলিলেন, "আমি কি করব, বলতে পারি না, কিন্তু ঐ পুস্তক পড়তে ভাল বাসি, আমার খ্রীষ্টান হতে বড় ইচ্ছা আছে।"

সৌদামিনী বলিলেন, "কি, তুমি খ্রীষ্টান হবে? তুমি ভাই, কেমন করে খ্রীষ্টান হবে? দেখ দেখি, তোমাকে কত হারাতে হবে। তোমাকে বাপ, মা, ভাই, বোন, জাত ও কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, সকলই ছাড়তে হবে। আমি খ্রীষ্টান হলে, ও খ্রীষ্টানের সঙ্গে বাস করলে, আমার জন্যে শোক করে, এমন কেউ নেই। আমার মা বাপ নাই। এক ভাই আছে, কিন্তু তার স্ত্রীর এমন কর্কশ স্বভাব, যে তাদের ছাড়তে আমার কিছুই ক্লেশ বোধ হয় না। গোপাল ও কুমুদিনীই আমার সর্ব্বস্ব ধন। তারাও এখানে আছে।"

এই কথা শুনিয়া, কামিনীর অন্তঃকরণে এক চমৎকার ভাব উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বড় দিদি আমার সঙ্গে যাইলে,

আমরা বাহির হইবার উত্তম সুযোগ করিতে পারিব, এবং যাহাতে উনি সুখে থাকিতে পারেন, তাহার উপায় করিব। কামিনী পতি দর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন; তিনি সৌদামিনীকে এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। এখন সমুদায় কল্পনাই বলিতে স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ শঙ্কিতচিত্তে বলিলেন,—

"ভাল, বড় দিদি! তুমি কি বিবেচনা কর, যদি আমরা দুজনেই খ্রীষ্টান হই? ভাই, আমার খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অধিক জানতে ইচ্ছা হয়েছে। আর তুমি জান, তোমার দেওর পীড়িত হয়েছেন, আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আমি তাঁর কাছে গিয়ে সেবা করলে, তিনি অত্যন্ত সুখী হবেন। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, আর আমি বলতেছি, তা হলে আমরা সকলেই সুখী হব। তুমি যদি ভাই, না যাও, আমি নিশ্চয়ই যাব।"

"ও! আমার শ্বশুর কি বলবেন," সৌদামিনী এই চিন্তাতেই অস্থির হইলেন। এই কথা প্রথমেই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সৌদামিনী যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। কামিনীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তাও তাঁহার ক্লেশকর হইল। তিনি ভাবিলেন, "ঠাকুরমা মরে গেলেন। কামিনী খ্রীষ্টান হতে বসলো। নিস্তারিণী বাপের বাড়ী গেছে। আমাদের বাড়ীর দশা কি হলো।" তাঁহারা দুই ভগিনীতে বসে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন। কামিনীর অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল; তিনি আর অধিক দিন থাকিতে পারেন না। অতএব বলিলেন, "ভাল, বড় দিদি! এই স্থির হল যে আমরা দুজনে যাব, এবং গোপাল ও কুমুদিনীকে সঙ্গে নেব। আমি যাবার বন্দোবস্ত কর্ত্তে চেষ্টা করি।" এই কথা বলিয়া কথোপকথন সমাপন করিলেন।

তাঁহারা প্রত্যহই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। দিন দিন তাঁহাদের মানস স্থিরতর হইতে লাগিল। প্রাতঃ আহারের পর, এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা তাঁহাদের পরামর্শ হইত। এই সময়ে মহেন্দ্রের পত্নী প্রায় নিদ্রা যাইতেন। গোপাল ও হেমলতা নীচেতে খেলা করিত। যাহা হউক, এই বিষয়ে তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত হইতে অনেক দিন লাগিল। তাঁহারা স্বয়ং ইহার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করেন, সৌদামিনীর এমন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি প্রকারে উহা নিষ্পন্ন হইবে, কামিনী তাহার কিছুই উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমি বাবুকে এক পত্র লিখ্‌ব ও কোন দাসীকে ঘুষ দে পাঠায়ে দেব।" ইহাতে তাঁহারা দুই জনেই সম্মতা হইলেন।

পরদিন কামিনী দুর্গামণি নামে এক জন দাসীকে আপনার নির্জ্জন গৃহে ডাকিয়া বলিলেন, "দুর্গামণি, তুই আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটী কায কর্ত্তে পার্‌বি? তুই যদি কাকেও না বলিস তা হলে, আমি তোকে খুসি কর্‌ব।" দুর্গামণি কতক আপনার ভাব ভঙ্গি দ্বারা ও কতক চতুরতা পূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় বুঝিয়া লইল। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের সমুদায় কল্পনা জানিতে পারিল, এই ভাবিয়া, কামিনী যদিও কিঞ্চিৎ ভীত ও দুঃখিত হইলেন, কিন্তু প্রসন্ন সমুদায় জানিতে পারিবেন ভাবিয়া, উহা উত্তমই হইয়াছে, বোধ করিলেন; এবং দুর্গামণির সন্তোষের নিমিত্ত আপনার বাক্স হইতে এক ছড়া মোটা সোণার হার বাহির করিয়া বলিলেন, "দুর্গামণি! তুই যদি বিশ্বাসী হয়ে এই কার্য্যটী কর্ত্তে পারিস্, তা হলে এই হার ছড়াটী পাবি।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সেই দিন বৈকালেই একটী সুযোগ ঘটিল। মহেন্দ্রের স্ত্রী, বেলা পাঁচটার সময়

স্বামীর রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কিছু পিষ্টক করিতে অভিলাষ করিয়া, চিনি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তথায় আর কেহই ছিল না; দুর্গামণি বাজার হইতে চিনি আনিতে চাহিল। গৃহিণী তাহাতে সম্মত হইয়া, বলিলেন, "গোপালের জন্যে সন্দেশ আন্‌তে তোরে কিছু দূরে দোকানে যেতে হবে; দেখিস্ বাছা! যেন রাত্রি না হয়, আর দোকানে যেন চিনি শস্তা দেয়।" দুর্গামণি এই আদেশ পাইয়া, তাড়াতাড়ি কামিনীর নিকট গমন করিল।

তথায় গিয়া, কামিনীকে বলিল, "এই উত্তম সুযোগ হয়েছে, কই, তোমার পত্র দেও।" পত্র প্রদত্ত হইল। কামিনী তাদৃশ কর্ম্ম করিয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং স্বগৃহে বসিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার সমীপে মনে মনে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! তুমি আমার কল্পনা সিদ্ধ কর, এবং আমার পতির প্রতি যেরূপ করিয়াছিলে, আমাদের সকল অভিপ্রায়ও সেই রূপ সহজ করিয়া দেও।"

এদিকে দুর্গামণি বাটীর যুবতীদের চতুরতায় বিস্মৃত হইয়া, মন্দ-গমনে বাজারে চলিল। সে যাইতে যাইতে এই প্রকার ভাবিতে লাগিল—"এতে আমার ক্ষেতি কি, আমি ভাল করে কায সারতে পার্‌লে; হার ছড়াটী পাব। তাই আমার সংস্থান হবে। যা হক্, আমি শীগ্‌গির যাই; তা নইলে যেতে রাত্তির হবে।"

পূর্ণ অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া, চিনি ও সন্দেশ কেনা হইল। অনন্তর সে পথে একটী সন্দেশ খাইতে খাইতে পাদরির বাটীর দিগে চলিল, এবং খাইবার সময় ভাবিল, "বড় বউ কিছু বল্‌লে, বল্‌ব, দোকানি বড় দুষ্ট, এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়, আমাকে তাড়াতাড়ি

করে আস্‌তে হবে, কাযেই আমি তার সঙ্গে বকাবকি কর্ত্তে পার্‌লুম না।" সে শীঘ্রই পাদরির বাটী দেখিতে পাইল। তাহা বড় রাস্তার ধারে বড় বাটী, সকলে পাদরির স্কুল বলিয়া থাকে।

দুর্গামণি দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল, "দর-ওয়ানজি! এখানে প্রসন্ন কুমার নামে একটী বাবু থাকেন, বল্‌তে পার?" দ্বারবান, "হাঁ আছেন" বলিয়া তাহাকে স্কুলের নিকটবর্ত্তী বাটীর নিকটে গিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিল। এই সময়েই প্রসন্ন দ্বারের সম্মুখে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গামণিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার নিকট গিয়া বাটীর পরিবার কে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সম্প্রতি কি কি ঘটিয়াছে, সমুদায় বলিয়া, প্রসন্নের কুশল সম্বাদ, তিনি পরিবর্ত্তিত অবস্থা কেমন ভাল বাসেন, কোন্ ঘরে বাস করেন, কি খান কি পান করেন, সমুদায় জিজ্ঞাসা করিল। প্রসন্ন তাহাকে সমুদায় বলিলে, সে পত্রখানি বাহির করিয়া, তাচ্ছল্য পূর্ব্বক বলিল, "বাবু, নূতন বউ আমাকে দিয়া তোমার কাছে এই পত্র পাঠায়ে দেছেন।"

প্রসন্ন পত্রখানি লইয়া স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক পাঠ, এবং ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি এই ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন;—"কি, কামিনী খ্রীষ্টীয়ান হতে অভিলাষ করেছেন! তিনি যে খ্রীষ্টানি বিষয়ে এত ঘৃণা কর্ত্তেন! তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ ও অনুসন্ধান কর্‌বেন! তিনি যাঁকে এত ঘৃণা করেছিলেন, তাঁকে পুনরায় দেখ্‌তে বাঞ্ছা কর্‌বেন! ঠাকুরমা যীশুর নাম লইতে লইতে মরেছেন! যে দাদা আমাকে এত ক্লেশ দেছেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সঙ্গে করে খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত মিলিত হবেন! কি আশ্চর্য্য!"

তিনি ভাবিলেন, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁহার ভাব ও প্রণালী আমাদের মত নহে। ফলতঃ তিনি এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, দুর্গামণির কথা তাঁহার কিছুই স্মরণ ছিল না। অবশেষে "বাবু, আমি কি বল্‌ব?" এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার চৈতন্য হইল।

তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে উত্তর দিচ্ছি," এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পাদরির বাটীর দিগে চলিলেন। পাদরি ও তাঁহার ভার্য্যা এই সম্বাদ শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পাদরির পত্নী ভাবী শিষ্যদিগকে লইয়া কি কি করিবেন, ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুর্গামণি বলিল, "আমাকে শীগ্‌গির বাড়ীতে যেতে হবে।"

প্রসন্ন দুর্গামণিকে বলিয়া দিলেন, "কামিনী, সৌদামিনী ও তাঁহার সন্তানগণ যেন পরশ্ব সাতটার সময়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। পাদরি মহাশয় ও আমি বাটীর পশ্চাতের দিকে সরু গলির মোড়ে গাড়িতে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ব। তুমি খিড়্‌কিদ্বার দিয়া তাঁদের বাহির কর্‌বে নিরাপদে গাড়িতে তুলে দিও।" দুর্গামণি এই সম্বাদ পাইয়া শীঘ্রই ভাল পারিতোষিক পাইব, মনে করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক বাটীতে ফিরিয়া গেল। সন্দেশের কথা সত্বর নিষ্পন্ন হইল। মহেন্দ্রের পত্নী পিষ্টক প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে কামিনী দুর্গাকে এক ঘরের কোণে ডাকিয়া সমুদায় শুনিলেন।

পর দিন কামিনীর অত্যন্ত ক্লেশে অতিবাহিত হইল। কখন্ সেই সময় আসিবে, এই অভিলাষই করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ না হয়, এই আশঙ্কাই সতত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিল। তিনি

বৈকালে সৌদামিনীর নিকট খ্রীষ্টীয়ানি পুস্তকের কোন বিষয় পাঠ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন।

"বড় দিদি,"আমার নিকটে যে কেহ এসে, আমি তাকে দূর করব না,' যিনি এমন কথা কহিলেন, তিনি কি যথার্থ ঈশ্বর নন? কালী ও শিবের কথায় ও এই কথায় কত প্রভেদ! এক ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদের ভাল বাসেন; এই চিন্তা কেমন প্রীতিকর।" তাঁহারা এই রূপে কথোপকথন করিলেন। কামিনী এত দিন যাহা যাহা পড়িয়াছিলেন, সৌদামিনীকে তৎসমুদায় বলিলেন। খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে কেমন করিয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া উভয়েরই মনেই বিস্ময় উপস্থিত হইল।

কামিনী বলিলেন, "কেন. আমি শুনেছি, তাদের মেয়ে ছেলেরা বাইরে যেতে পারে, তাতে কেউ তাদের দোষে না। থাক, আমরা শীগ্‌গির সব জান্‌ব। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, শ্বশুর জান্‌বার আগেই আমরা সেখানে যেতে পার্‌ব।"

অবশেষে অভিলষিত সময় উপস্থিত হইল। কামিনী ও সৌদামিনী যথানিয়মে দিবস অহিবাহিত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হইল না। দুর্গামণি সেই বিষয়টীতে একটী উত্তম গল্প হইবে মনে করিয়া, এক বার আপনার সমভিব্যাহারিণী কোন পরিচারিকাকে বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু স্বর্ণমালার কথা মনে হওয়াতে নিরস্ত হইল। সন্ধ্যাকালে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইতে লাগিল। মহেন্দ্রের পত্নী পতির আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে গেলেন। এই অবসরে কামিনী ও সৌদামিনী আপন আপন দ্রব্যাদি বাঁধিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রসন্ন চলিয়া যাইবার পূর্ব্ব রাত্রিতে কামিনীর সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়

তাঁহার মনে হইল। দুর্গামণি শশব্যস্ত হইয়া, তাঁহার গৃহে আসিয়া বলিল, "তোমরা ঠিক ঠাক করে রাখ; সময় হয়েছে। এক খানা গাড়ি গলির মোড়ে এসেছে, বাবু রুমাল দোলাচ্ছেন।""

সৌদামিনী সন্তানদিগকে শীঘ্র ডাকিয়া লইলেন। উহারা অকস্মাৎ তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল। সকলেই নীচের তলে নামিলেন। বাগানের দ্বার, ইতিপূর্ব্বেই খোলা হইয়াছিল। তাঁহারা অর্দ্ধক্ষণের মধ্যেই গাড়ির ভিতরে উপস্থিত হইলেন। দুর্গামণি স্বর্ণহার পারিতোষিক পাইল। এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া পাছে কেহ আপনার প্রতি সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া, সে নানা প্রকার কল্পনা করিয়া গল্প করিতে লাগিল।

দুই বৎসরের পর প্রেয়সী ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, প্রসন্নের অন্তঃকরণে এক প্রকার অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি কামিনীর আকারের কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তৎকালে কোন প্রকারেই তাহা হইল না। তাঁহাদের মুখ সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠিত ছিল। পাদরি সম্মুখে না থাকিলে, কামিনী কথা কহিতেন। প্রসন্ন গোপালের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গোপাল তাদৃশ অদ্ভুত যাত্রায় চমৎকৃত হইল। সে প্রসন্নকে চিনিতে পারিয়া, পথিমধ্যেই পরিবার সংক্রান্ত সম্বাদ দিয়া পিতৃব্যকে সন্তুষ্ট করিল।

তাঁহারা একবারে রামদয়ালের বাটীতে নীত হইলেন। তথায় পাদরির পত্নী ও সুশীলা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কামিনী ও প্রসন্ন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরম সুখে দুই বৎসরের আত্মবৃত্তান্ত বলিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি কি প্রকারে শ্রদ্ধা, তাহাতে জ্ঞানলাভ, ও তদ্দ্বারা শান্তি প্রাপ্তি হয়,কামিনী তৎসমুদায় প্রসন্নকে কহিলেন, ও প্রসন্ন খ্রীষ্টিয়ান

হইয়া কেমন আছেন, ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কেমন, সেই সকল কামিনীকে কহিলেন। প্রসন্ন বলিলেন, "ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে—এক বার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজাদিগকে পুত্তলিকা উপাসনার প্রতিকূলে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন, আমার ও আমার পরিবারবর্গের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে, আমি বলিতেছি, আমরা প্রভুর সেবা করিব।" এই নিয়মানুসারে চলিলে, অবশ্যই আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে।

তাঁহারা রামদয়ালের বাটীতে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহন করিলেন। সুশীলা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। সৌদামিনী অপেক্ষা কামিনীর শীঘ্রই সেই স্থান আত্মগৃহের ন্যায় বোধ হইল। এরূপ হওয়াও স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কারণ কামিনীর কোন বিষয় জানিতে আবশ্যক হইলে, আপন পতিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন।। তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা স্ত্রীদিগকে কেবল উত্তম পরিচারিকা বলিয়া জ্ঞান করেন না; তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মণ্যা বোধ করিয়া থাকেন। আচার্য্যের পত্নী প্রত্যহ এক ঘণ্টা শিক্ষা দেওয়াতে, তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে প্রসন্ন অতি যত্ন সহকারে নূতন বাটী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বাটী শীঘ্রই প্রস্তুত হইল।

যে সায়ংকালে কামিনী ও সৌদামিনী শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন, সেই সায়ংকালে মহেন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া বাটীতে আসিয়া, আপন পত্নীকে বলিলেন, আমাদের দশা যে কি হবে, আমি তা বল্‌তে পারি না। চন্দ্রকুমার খেল্‌তে বসে অনেক টাকা হেরেছে। আমাদের সম্পত্তি দিন দিন ক্ষয় পেতে

লাগ্‌ল। ঐ ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাত্মার ব্যবহারে, সূর্য্যের শ্রাদ্ধে, আমার তীর্থ পর্য্যটনে, মাতৃশ্রাদ্ধে ও গোপালের উপনয়নে আমাদের কতই ব্যয় হয়ে গেল। আমরা অধিক কাল আর এ অবস্থায় থাকতে পারব না। এখনও হেমলতার বিবাহ হয় নাই, এবং হবার প্রায় আশাও নাই।" প্রসন্নের মাতা, স্বামীর অন্তঃকরণ বিরক্ত হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া "তোমার মন বিরক্ত হয়েছে," এই কথা বলিলেন, এবং উত্তম আহার দিয়া, ও দিনের বেলা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা গল্প করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। পর দিন প্রাতে বাটী অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইল। উঠানে বালকদিগের কোলাহল নাই। বধূদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। মহেন্দ্রের পত্নী সৌদামিনীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ পাওয়া গেল না। তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। নব পূর্ব্বে কামিনীর কথাবার্ত্তা মনে করিয়া কহিলেন, "বুঝি তাঁরা দাদার কাছে গিয়েছেন।" পরিবার মধ্যে যার পর নাই শোক উপস্থিত হইল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যের এক মাত্র পুত্র ও বাটীর এক মাত্র পৌত্র গোপালের নিমিত্ত তাঁহাদের যাদৃশ দুঃখ হইল, স্ত্রীগণের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখ হয় নাই। মহেন্দ্র প্রথমে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অবশেষে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দেবতারা সতত বাটীর তাদৃশ অমঙ্গল দেখিয়াও, তাহার কোন প্রতীকার করিতেছেন না বলিয়া, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নব মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মহেন্দ্র আবার অনর্থক অনেক অর্থব্যয় হইবে, অথচ কিছুই ফল হইবে না, এই আশঙ্কায়, গোপনে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

নব পিতার আদেশানুসারে করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। গোপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহার মাতাই তাঁহাকে রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী। দুর্গামণি এত উৎসব সহকারে তাঁহাদের অন্বেষণ করিল যে, সে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া, কেহই তাহার প্রতি সন্দেহ করিতে পারিল না। অবশেষে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সেই দিন এক সময়ে মহেন্দ্রের পত্নী কামিনীর গৃহ ও তাঁহার যে২ বস্ত ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে একখানি পুরাতন জীর্ণ পুস্তক দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই খানি পতির নিকটে আনয়ন করিলেন। মহেন্দ্র যদিও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক বার উহা দেখিয়াছিলেন, তথাচ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন। ঐ পুস্তক খানি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তঃভাগ, পাদরি ঐ খানি তাঁহাকে সাগরে দিয়াছিলেন। পাদরি কেবল ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়াই ঐ পুস্তক খানি দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সদুপদেশবীজ কোথায় পতিত হইবে, তাহা জানিতেন না। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে পড়িয়াছিল, এপর্য্যন্ত কেহই উহার অন্বেষণ করে নাই। অবশেষে উত্তম মৃত্তিকায় পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইল এবং শতগুণ সুফল উৎপন্ন করিল।

দশম অধ্যায়।

বিশ্রামাহের প্রভাত কি রমণীয়! সমুদায় প্রকৃতি যেন বিশ্রামাহ উপস্থিত হওয়াতে আনন্দে পুলকিত হইল। পূর্ব্বরজনীতে অল্প বারিবর্ষণ হওয়াতে, তরুগণ ও দুর্ব্বাদল নবরূপ ধারণ পূর্ব্বক হরিণ্ময় হইল। মন্দসমীরণ দেবদারুর ঘন পল্লব মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। প্রভাত রবি-

কিরণে পুনরুজ্জীবনী ধরার মনোহর শোভা সম্পাদন করিল। আচার্য্যের বাস ভূমির প্রাতরুত্থিত অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণ সকল সূর্য্য-কিরণ প্রতিরূপ আনন্দনীরে ভাসমান হইয়া, বিশ্বপতির অপার মহিমার সহস্র সহস্র গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

আচার্য্য ও তদীয় পত্নী প্রাতে উত্থান পূর্ব্বক বিশ্রামাহের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন, ও যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের যেন মঙ্গল হয়, এই মর্ম্মের একটী বিশেষ প্রার্থনা করিলেন। অদ্য তাঁহাদের ক্ষুদ্র গির্জ্জাতে কামিনী ও সৌদামিনী উভয়েই বাপ্তাইজিত হইবেন।

দুই মাস হইল তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ান সমাজে আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে প্রসন্ন প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নী অনেক বার অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কামিনী ও সৌদামিনীর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সৌদামিনী, কামিনী অপেক্ষা আপনার নূতন অবস্থা অধিকতর শূন্য বোধ করাতে, তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে সৌদামিনীর অপরিচিত জনসুলভ লজ্জা অনেক অন্তর্হিত হইল। সৌদামিনী তাঁহার প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হইলেন। তিনি কামিনীর ন্যায় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের অধিক বিষয় শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু কামিনীর নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই কামিনীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষিণী হইলেন।

কামিনী ও প্রসন্ন উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সুখী হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রসন্ন উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তর্ক করাতে কামিনীর সন্দেহ সকল দূরীভূত হইল। এখন কামিনী এই প্রার্থনা করিলেন—"ত্রাণকর্ত্তা, তুমি আমাকে প্রথমে ভাল বাসিয়াছ, এক্ষণে তোমার প্রতি আমার প্রেম বর্দ্ধন

কর।" ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, এবং আমার স্ত্রীকে আমার প্রেমময়ী সহচারিণী ও প্রত্যেক সদালাপ ও সৎকার্য্যে বিশ্বস্তা সহকারিণী হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কেবল প্রসন্নের মনেই আনন্দ হইল এমন নহে, তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবেরাও তাঁহার সুখে সুখী হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরম বন্ধু রামদয়াল অধিকতর সুখানুভব করিলেন। তিনি সুদীর্ঘ আশাশূন্য কষ্টকর দুই বৎসর প্রসন্নের নিমিত্ত সস্নেহ ভাবে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কামিনী ও সৌদামিনী দেশীয় রীতিতে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গির্জ্জাতে খ্রীষ্টধর্ম্মে বাপ্তাইজিত হইবেন। যুবকেরা খ্রীষ্টীয়ান হইলে; কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী ইংরাজি গির্জ্জাতে বাপ্তাইজিত হইয়া থাকেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ইংরাজ বন্ধু আচার্য্যদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাপ্তিস্ম কার্য্য দেখিয়া, আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ও তাঁহাদের খ্রীষ্টীয়ান বান্ধবেরা, আপনাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী গির্জ্জাতে তাঁহাদের ঐ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াই ভাল বাসেন।

উক্ত কার্য্য দশটার সময় আরম্ভ হইবে। সৌদামিনী ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আচার্য্যের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহ অভ্যর্থনা করিলে, তিনি বলিলেন—

"আমি আপনার নিকট গোপালের পৈতা এনেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার উপনয়ন হয়েছে। আমি তাকে লইয়ে আজ প্রাতে তার কাছ থেকে ইহা লয়েছি। আমি যে তাকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম শিক্ষা দিব, তার চিহ্ন স্বরূপ এই পৈতা আপনার নিকট এনেছি।'

সৌদামিনী স্বয়ং তাদৃশ কার্য্য করাতে, আচার্য্যের পত্নী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহাতে সৌদামিনীর মনে যে কি ক্লেশ হইয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। অনন্তর স্নেহ পূর্ব্বক বলিলেন—

"প্রিয়তমে! ঈশ্বর তোমাকে ঈদৃশ কার্য্য করিতে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন। যীশু ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, বালকদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে এখনও ভাল বাসেন। তুমি সন্তানদিগকে তাঁহার প্রেম শিক্ষা দিবে ও তাঁহার সেবায় প্রবর্ত্তিত করিবে, ইহাতে তিনি পরম সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

উপাসনার নিয়মিত সময়ে সেই ক্ষুদ্র গির্জ্জাটী লোকে পরিপূর্ণ হইল। কামিনী আপন সহচরী সুশীলার সহিত স্ত্রীলোকদিগের সারে বসিলেন, এবং আচার্য্যের পত্নী সৌদামিনীকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ্য খ্রীষ্টোপাসনাস্থানে উপস্থিত হইলেন। উহার সুশৃঙ্খল নিয়ম ও আড়ম্বরশূন্য কার্য্য দেখিয়া, কামিনীর চমৎকার বোধ হইত। সকলে যেন বুঝিতে পারে, এমন সহজ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতিবাদ বিষয়ক সঙ্গীত, ধর্ম্মপুস্তকের দুই এক অধ্যায় পঠিত, এবং ঈশ্বর প্রজাদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও ঐহিক ও পারত্রিক প্রয়োজনীয় মঙ্গল সকল কামনা করিয়া, প্রার্থনা করা হইল। সেই দিন যে সকল বিশেষ কার্য্য হইল, কেহই তাহা বিস্মৃত হন নাই। আচার্য্য এই বলিয়া, আন্তরিক ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "হে ত্রাণকর্ত্তা, কামিনী ও সৌদামিনী তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তুমি ইহাঁদিগকে যাবজ্জীবন তোমার প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন কর।

ইহাঁরা তোমার মন্দিরে ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের প্রবিষ্ট হইবার যেন প্রথম উদাহরণ হন।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মপুস্তক হইতে কতিপয় বচন পাঠ করিয়া, সেই সকল বাক্যে যে সমুদায় উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা সবিশেষে ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে বাপ্তিস্ম কার্য্য আরম্ভ হইল। কামিনী ও সৌদামিনী সভামধ্যে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আন্তরিক অভিলাষ করেন কি না, আচার্য্য তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ, আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি।" যে যীশুর শোণিতে সকলের পাপ ধৌত হয়, তাঁহারা সেই যীশুর প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ জল গ্রহণ করিলেন। "ঈশ্বর, তুমি এখন ও সদাকালই ইহাঁদিগকে প্রেম ও শান্তি বিতরণ কর," আচার্য্য ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সকলে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ভজনা সমাপ্ত হইলে, প্রসন্ন কামিনী ও সৌদামিনীকে লইয়া রামদয়ালের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ও কামিনী পরদিন আপনাদের আবাসে গমন করিবেন। যে পর্য্যন্ত কামিনী বাপ্তাইজিত না হন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তথায় প্রবেশ করিবেন না, তাঁহার এই অভিলাষ ছিল। কারণ প্রথম হইতে সেই গৃহ খ্রীষ্টীয়ান ভবন হইবে, এবং আপনারা তথায় প্রতিদিন ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিবেন, এই মানস করিয়াছিলেন। সৌদামিনী আপনার সন্তানগণকে লইয়া বাস করিবেন বলিয়া, তাঁহার নিমিত্তে একটী ক্ষুদ্র গৃহ নিকটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি আহ্লাদ ও আশাপূর্ণ চিত্তে নূতনজীবন আরম্ভ করিবেন বলিয়া, পর দিন প্রাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন সৌদামিনী আচার্য্যের পত্নীর নিকট পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে

গোপালকে পাদরির স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্বয়ং দুই এক ঘণ্টা লেখা পড়া ও সূচিকর্ম্ম শিখিবার নিমিত্ত বালিকাবিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ে কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বে সতত তথায় গমন করিতেন। কিন্তু স্কুলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ানদের সহবাস ভাল লাগাতে, ও সকলের সহিত পরিচয় হওয়াতে, তিনি নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে গিয়া, বালিকাদের সহিত শিখিতে অভিলাষ করিলেন।

সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য আচার্য্যের বাটীর দুটী ঘরে হইত। আচার্য্যের পত্নী ও আর একটী দেশীয় স্ত্রীলোক তাহাতে শিক্ষা দিতেন। প্রথম প্রবেশ দিবসে সৌদামিনী তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলেন। একটী ঘরে বড় বড় বালিকারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরিয়া ও বিবিআনা চুল বাঁধিয়া, আচার্য্যের পত্নীর সহিত এক গোল টেবিলের চতুর্দ্দিকে বেঞ্চের উপর বসিয়াছে। আর একটী ঘরে ছোট ছোট বালিকারা দেশীয় শিক্ষিকার চতুর্দ্দিকে মেজেতে বসিয়াছে। সৌদামিনী যখন প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে আচার্য্যের পত্নী বালিকাদিগকে ধর্ম্মপুস্তকের একটী উপাখ্যান বলিয়া ও ইতিপূর্ব্বে তাহারা যাহা পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রশ্ন করিয়া, ধর্ম্মপুস্তকের প্রাত্যহিক পাঠ দিতেছিলেন। তিনি সস্নেহভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া, সৌদামিনীকে আপনার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। বালিকারা ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিল। তাহারা যাহা পড়িল, তাহা মনে রাখিবে ও তাহা হইতে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করিবে বলিয়া, আচার্য্যের পত্নী তদ্বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সৌদামিনী সমুদায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিলেন। তিনি সেই পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহাতে যত্ন প্রকাশ করি-

লেন। উহার অধিকাংশ তাঁহার নূতন বোধ হইল। কারণ তিনি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের অল্প অংশমাত্র শুনিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আচার্য্যের পত্নী সৌদামিনীর আহ্লাদ ও যত্ন দেখিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ ভিন্ন তিনি সৌদামিনীকে স্বয়ং বিশেষ বিশেষ পাঠ দিতেন। তাঁহার উন্নতি করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ও মনোযোগ থাকাতে, শিক্ষার সময় তাঁহাদের উভয়েরই পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

এক্ষণে কামিনীরও শিক্ষা আমোদজনক বোধ হইল। প্রসন্ন তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহাকে জ্ঞানপিপাসা ও জ্ঞানলাভেচ্ছা গোপন করিতে হইত না। কামিনী শিখিতে যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন, প্রসন্নও তাঁহাকে শিখাইতে সেই রূপ আনন্দিত হইতেন। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনার শিক্ষা, গৃহকর্ম্ম ও স্বামির আহার প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া, সুখে ও ত্বরিত ভাবে সময় অতিবাহিত হইত।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক দিন সায়ংকালে প্রসন্ন আচার্য্যের সহিত পৌত্তলিক সমাজে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত এক দেশীয় গির্জ্জাতে গমন করিলেন। পরে আপনি স্বদেশীয়দিগের সমীপে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, এমন আশা করিয়া তিনি আচার্য্যের বক্তৃতা শুনিয়া, উত্তম বক্তৃতায় কি কি আবশ্যক, তাহা শিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রত্যাগমন কালে নবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নব সেই দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রসন্ন আপনার নূতন বাটীতে কামিনী ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নবকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের বাটীর সুশৃঙ্খলতা ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া তাঁহার অপরিসীম আনন্দ হইল। কামিনী নবকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, আমরা এখানে কেমন সুখে আছি, তুমি আসিয়া দেখাতে আরও সুখী হলেম। খ্রীষ্টীয়ান হয়ে অবধি আমি পরম সুখে আছি।"

নব বলিলেন, "হাঁ, স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই সুখী হন। স্বামীর সহিত তুলনা করিলে, অন্যান্য ত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে কিছুই নহে। কিন্তু আমরা পুরুষ, আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাকে যে সকল ত্যাগ করিতে হইত, তাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি খ্রীষ্টীয়ান হইয়া কখনই সুখী হইতাম না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "হায়, তুমি এই বিষয়ে যত্ন কর, এই আমার ইচ্ছা। এখন আমাদের মন ও আত্মা এক হইয়াছে, ইহাতেই এত সুখী হইয়াছি। আমি প্রত্যহ কামিনীকে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে পাঠ দিই না, অন্যান্য বিষয়ও পড়াইয়া থাকি। উনিও উত্তম শিক্ষা করিতে পারেন। দেখ, কি দুঃখের বিষয়! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বাল্যাবধি মূর্খ রয়েছে।"

নব বলিলেন, "হাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা কর্‌লে তাঁরা কি আর গৃহকর্ম্মে মনোযোগ কর্ত্তেন?"

প্রসন্ন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি এই মাত্র যে আমাদের বাটীর সুশৃঙ্খলতা দেখে আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌লে; ইহা সমুদায়ই কামিনীর কৃত। অবশিষ্ট এই, তুমি এক বার আসিয়া তাঁর রাঁধা ব্যঞ্জন খেয়ে দেখ। আমার বোধে আগেকার চেয়ে এখন উত্তম।"

এই কথার পর দুই ভ্রাতাই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কথাটী অতি সামান্য বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের পরস্পরের এত প্রণয় ও সৌহার্দ্দ্য থাকিলেও, হিন্দুধর্ম্ম এই বিষয়ে যে কেমন প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, এই ঘটনাতে তাহারা তাহা

বুঝিতে পারিলেন। এই প্রতিবন্ধকতায়, এক ভ্রাতা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া, অন্য ভ্রাতার সামান্য আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে নব বলিলেন, "হাঁ, তুমি যা বল্‌ছ তা সত্য। কখন কখন আমার খ্রীষ্টান হবার অভিলাষ হয় বটে, কিন্তু পারব না।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই! তুমি খ্রীষ্টীয়ান হতে পার না কেন?"

"আমি তোমার ন্যায় সমুদায় পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না। বিশেষতঃ মেজ দাদা এক্ষণে অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হয়েছেন, আমিই পিতার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। আমি যদি খ্রীষ্টীয়ান হই, তবে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হবে। অধিক কি, আমি এখানে এসেছি, এ কথাও তাঁহার নিকট বল্‌তে সাহসী হই না।"

প্রসন্ন বলিলেন, "বাবাকে দেখ্‌তে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। কেমন, আমার আসা পর্য্যন্ত তাঁর আকার অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়েছে না?"

"হাঁ, তাঁকে এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অবসন্ন বোধ হয়। কিছু দিন হল তাঁর অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয়েছে।" এই কথা বলে, হেমলতার বিবাহের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে, সে সমুদায় বর্ণন করিলেন। অনন্তর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরিবারসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইল। প্রসন্ন, নবের নিকট নানা প্রকার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে এত প্রশ্ন করিলেন, যে কেহ তৎসমুদায় শুনিলে খ্রীষ্টীয়ান হওয়াতে, স্বজাতির প্রতি তাঁহার স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হইয়াছে, ক্ষণকালও এমন বিবেচনা করিতেন না। বরং ইহাতে তাঁহার স্বজাতিস্নেহ দৃঢ়তর হইয়াছিল। নব, সৌদামিনী ও তাঁহার সন্তানদের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

এমন সময়ে তাঁহারা স্বয়ংই তথায় উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা দুই ভ্রাতায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে কামিনী তাঁহাদিগকে ডাকিতে গিয়াছিলেন। গোপাল নবকে বড় ভাল বাসিতেন। সে খুড়ার দেখা পেয়ে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ সে কি কি করে, স্কুল, খেলার সঙ্গীরা, এবং নূতন পুস্তক কেমন, সমুদায় বিষয়েরই কথা কহিল। অনন্তর নব দুঃখিত হইয়া গমনোদ্যত হইলে, তিনি সর্ব্বদা আপনাদের সহিত দেখা করিবেন, প্রসন্ন তাঁহাকে এই স্বীকার করাইয়া লইলেন।

নবের আসিবার কিছু দিন পরেই রামদয়াল এক দিন কুঠী হইতে আসিয়া আপনার স্ত্রীকে বলিলেন, "সুশীলে, সুযোগ মতে, তোমার সখী সৌদামিনী বিবাহ করবেন কি না, তুমি জিজ্ঞাসা করেছ?"

"না, আমি কখনো তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি জান্‌তে চাও কেন? তাঁর জন্য কি পাত্র দেখেছ?" "হাঁ, আমার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। গত বারে তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলেন, সেই সময়ে সৌদামিনী এখানে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা করতেছিলেন, তিনিও তাঁকে দেখেছিলেন। আজ 'সৌদামিনী আমাকে বিবাহ করবেন কি না,' এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। তুমি জান, তিনি খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মণ বংশীয়, সৌদামিনীও সম্প্রতি খ্রীষ্টীয়ানু হয়েছেন, তিনি অন্য জাতিকে বিবাহ না কর্ত্তে পারেন। বিশেষতঃ প্রাণকৃষ্ণ বাবু অতি সৎলোক। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তাঁর উপযুক্ত পাত্র, এবং তিনি অনেক টাকা বেতন পান। তুমি সৌদামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করে, কি বলেন, জিজ্ঞাসা কর।"

সুশীলা বলিলেন, "আমি কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা কর্‌ব। যদি সৌদামিনী তাঁকে দেখ্‌তে চান, তা হলে, তিনি এসে একবার আমাদের সহিত দেখা কর্ত্তে পারেন।"

পর দিন সুশীলা সৌদামিনীর নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, যে তিনি স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। রামদয়াল যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি সৌদামিনীকে তৎসমুদায় বলিলেন। সৌদামিনী সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন—

"কেন, আমি বিবাহ করব কেন? আমার দুই সন্তান আছে, তাদের লালন পালন করব। আর চাই কি? খ্রীষ্টীয়ান হয়েছি বলে যে বিবাহ কর্ত্তে হবে, এমন কথা নাই।"

সুশীলা বলিলেন, "হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি জান, বিধবারা ইচ্ছা কর্লে, খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে তাঁহাদের বিবাহ কর্বার বিধি আছে? কেহ কেহ খ্রীষ্টীয়ান হয়ে বিবাহ করে সুখী হয়েছেন। তুমিও সেই রূপ না হও কেন?"

"কারণ আমার ভাল লাগে না। আর কয়েক বৎসর গেলেই, গোপাল বড় হয়ে টাকা উপার্জ্জন কর্বে। বিশেষতঃ জানি, সে সর্ব্বদা মায়ের প্রতি ভক্তি কর্বে। তা হলে, আমি এখনকার মত তখনও অত্যন্ত সুখী হব।"

"হাঁ, আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তুমি এখানে সর্ব্বদাই সুখী হবে। আচার্য্যের পত্নী বলেছেন, তুমি বিবাহ করে যদি আপনাকে সুখী বোধ কর, তাহা হলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এবিষয়ে তোমার যা অভিরুচি হয়, তাই কর্‌বে।"

"তবে তোমার স্বামীকে বলিও, যে তিনি আপন বন্ধুকে বলেন, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা কর্‌বার অপেক্ষা না থাকে। আমার বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট এসে রে এই কথা বলেছ, এই জন্য তোমার প্রতি আমার সততই সৌহার্দ্দ্য থাক্‌বে।"

"ভাল, তাই কর্‌ব, তবে আমি এখন আসি," সুশীলা ব, এই কথা বলিয়া, গৃহে গমন পূর্ব্বক পতিকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন।

নব সৌদামিনী... তজ্জা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদা প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এবং তাঁহারাও তাঁহার প্রতি যত্ন করিতেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য বুঝিয়াছিলেন ও মনে২ স্বীকারও করিতেন। কিন্তু এতদ্দেশনিবাসি স্বশ্রেণীর অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া রহিলেন। ভ্রাতার নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি খ্রীষ্টান্ হইয়াও সত্যতার নিমিত্ত সমুদায় বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" সুতরাং প্রসন্ন ও কামিনীর ন্যায় মানসিক শান্তিলাভও করিতে পারেন নাই। প্রসন্ন ও কামিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা এক্ষণে অত্যন্ত সুখী ও একাত্ম হইয়াছি।" আবার শীঘ্র পুত্র, হওয়াতে, তাঁহাদের সেই সুখের আরো বৃদ্ধি হইল। ঈশ্বর আমাদের প্রতি যেমন অনুগ্রহ করিবেন, পুত্রকে সেই রূপ শিক্ষা দিব, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য করিব, তাঁহারা এই আশা করিলেন। পুত্রলাভ হওয়াতে, আপনাদিগকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বোধ করিলেন, এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

প্রসন্ন কামিনীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, দেখ দেখি, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাকে আপনার সত্য পথ জান্‌তে ও তাঁতে বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি দিয়েছেন; এবং যখন আমি একবারে আশা পরিত্যাগ করেছিলাম, তখন তিনি তোমাকেও খ্রীষ্টীয়ান করে, আমাকে অর্পণ কর্‌লেন। এক্ষণে তিনি এই পুত্র সন্তানও প্রদান করে, আমাদের আনন্দ সম্পাদন কর্‌লেন।"

এই কথা বলিয়া, প্রসন্ন পুত্রকে ক্রোড়ে করিতেছেন, এমন সময়ে কামিনী শিশুকে চুম্বন করিয়া বলিলেন ;—

"হাঁ, তিনি যথার্থই আমাদের প্রতি অনুগ্[illegible] [illegible] এই নিমিত্ত আমরা তাঁকে ধন্যবাদ করি।" অনন্তর "হে [illegible], আমরা সর্ব্বদা যেন তোমার প্রেমকে ধন্যবাদ করি। আ[illegible]ক ও আমাদের পুত্রকে অধিক কাল জীবিত রাখ। আ[illegible]ন একত্র একটী প্রেমপর সুখীপরিবার হয়ে, জীবন যাপ[illegible]।" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এক্ষণে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল, আমরা গ্রন্থের নায়কন[illegible]কাকে হিন্দুধর্ম্মের অতি জটিল পথের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের সরল ও আনন্দময় পথের পথিক করিয়াছি। এই পথের পথিক হইলে, অনন্তজীবন লাভ হয়। ভারতবর্ষীয় অনেকই যেন ইহাঁদের অনুকরণ পূর্ব্বক, আপনাদের জড় দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য সজীব ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আন্তরিক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা এত কাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় পরাজয় করিবার শক্তি প্রদান করেন। "আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার ও সুসমাচারের নিমিত্তে যে ব্যক্তি গৃহ কি ভ্রাতা কি ভগিনীগণ কি পিতা কি মাতা, কি স্ত্রী কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে শতগুণ এবং পরলোকে অনন্ত জীবন পায়।" আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, অল্পসংখ্যক, কিন্তু যে মহাত্মা দলকে এই কথা বলিয়াছিলেন, পাঠক, সেই দলের মধ্যে আপনাকে গণ্য করুন।

সম্পূর্ণ।

CALCUTTA:—Printed at the Methodist Publishing House
Published by the Calcutta Tract and Book Society
23, Chowringhee Road.
1899.

"হ্যাঁ, তিনি যথার্থই আমাদের প্রতি অনু[illegible] ক[illegible] এই নিমিত্ত আমরা তাঁকে ধন্যবাদ করি।" অনন্তর "হে ঈশ্বর, আমরা সর্ব্বদা যেন তোমার প্রেমকে ধন্যবাদ করি। আ[illegible]কে ও আমাদের পুত্রকে অধিক কাল জীবিত রাখ। আ[illegible]ন একত্র একটী প্রেমপর সুখীপরিবার হয়ে, জীবন যাপ[illegible]।" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এক্ষণে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল, আমরা গ্রন্থের নায়কন[illegible]কাকে হিন্দুধর্ম্মের অতি জটিল পথের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের সরল ও আনন্দময় পথের পথিক করিয়াছি। এই পথের পথিক হইলে, অনন্তজীবন লাভ হয়। ভারতবর্ষীয় অনেকই যেন ইহাঁদের অনুকরণ পূর্ব্বক, আপনাদের জড় দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য সজীব ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আন্তরিক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা এত কাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় পরাজয় করিবার শক্তি প্রদান করেন। "আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার ও সুসমাচারের নিমিত্তে যে ব্যক্তি গৃহ কি ভ্রাতা কি ভগিনীগণ কি পিতা কি মাতা, কি স্ত্রী কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে শতগুণ এবং পরলোকে অনন্ত জীবন পায়।" আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, অল্পসংখ্যক, কিন্তু যে মহাত্মা দলকে এই কথা বলিয়াছিলেন, পাঠক, সেই দলের মধ্যে আপনাকে গণ্য করুন।

সম্পূর্ণ।

CALCUTTA:—Printed at the Methodist Publishing House
Published by the Calcutta Tract and Book Society
23, Chowringhee Road.
1899.